সঙ্গীত-তরঙ্গ।

৺রাধামোহন সেন দাস

প্রণীত।

বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক

শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায় কর্ত্তৃক

সম্পাদিত।

কলিকাতা,

৩৮।২ নং ভবানীচরণ দত্তের ষ্ট্রীট, বঙ্গবাসী ষ্টীম-মেসিন-প্রেসে

শ্রীনুটবিহারী রায় দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩১০ সাল

মূল্য চারি টাকা মাত্র।

অবতরণিকা।

গ্রন্থের পরিচয়

সঙ্গীত-তরঙ্গ নাম শুনিলেই, সহসা মনে হইবে, ইহা বিবিধ সঙ্গীত-সংগ্রথিত একখানি সংগ্রহ-গ্রন্থ মাত্র। বাজারে সচরাচর যেরূপ শব্দ-বাগ্‌বিন্যাস-বহুল কবিত্ব-পরিমল-বিবর্জ্জিত ক্ষুদ্র-বপু নানারূপ সঙ্গীত-গ্রন্থ পরিদৃষ্ট হইয়া থাকে, মনে হইবে, ইহাও বুঝি সেইরূপ শ্রেণীর একখানি অকিঞ্চিৎকর পুস্তক-বিশেষ। বস্তুতঃ কিন্তু তাহা নহে; ইহার অভিধান "সঙ্গীত-তরঙ্গ" হইলেও, ইহার অভিধেয় সঙ্গীত-বিজ্ঞান। সঙ্গীত-বিজ্ঞানে যে সমুদায় বিষয়ের পরিপাটী পর্য্যালোচনা—সুশৃঙ্খল সন্নিবেশ একান্ত প্রয়োজনীয়, এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে তৎসমস্তই স্তরে স্তরে সুসজ্জিত;—যেন বিশ্বশিল্পীর কারু-কৌশলে,—অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য-ভারে সংরচিত। চলোর্ম্মি-চঞ্চল সুনীল-সাগরতটে অভ্রভেদী বন্ধুর-বপু গিরিরাজীর সন্নিবেশ-দৃশ্যে যে চিত্ত-স্তম্ভকর গাম্ভীর্য্য বিদ্যমান, এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে কোথাও বা সেরূপ গম্ভীর ভাবরাশি পূর্ণরূপে দেখিতে পাইবেন,—আবার মল্লিকা-মালতী, গোলাপ-গন্ধরাজ, যূথী-সেউতি প্রভৃতি প্রফুল্ল ফুলকুল-সুবাসিত,—মাধবীলতা-পরিবেষ্টিত মন্দ-মারুত-পরিসেবিত নিকুঞ্জ কাননের যে চিরমধুর বাসন্তী শোভা,—সে শোভা সুষমার শান্তিরসও এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে চিত্ত-মোহনরূপে প্রবাহিত। ফলে, ইহা যেন সর্ব্বোপকরণ-বিমণ্ডিত একখানি চারুদর্শন করণ্ডিকা। যাঁহারা সঙ্গীত-শাস্ত্রের নিগূঢ় রহস্য অবগত হইতে চাহেন, যাঁহারা

সঙ্গীত-বিজ্ঞানে সম্যকরূপ অধীত-বিদ্য হইতে চাহেন, যাঁহারা র্ত্তি,—প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর প্রভেদতত্ত্ব অবগত হইতে চাহেন, যাঁহারা সুভাব-সুন্দর কান্ত-পদ-প্রমোদিত সুমধুর সঙ্গীত-রত্নে সমৃদ্ধ হইতে চাহেন, তাঁহাদের সকলেরই পক্ষে এই সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ তুল্যরূপে প্রয়োজনীয়। প্রাণ-ধারণকল্পে অন্ন এবং জল যেরূপ প্রত্যেক মানবের একান্ত আবশ্যকীয় সঙ্গীত-রস-রসিকের পক্ষে এ গ্রন্থও তদ্রূপ একান্ত অপরিহার্য্য।

সঙ্গীতশাস্ত্র সম্বন্ধীয় সংস্কৃত—পারসিক প্রভৃতি বিবিধ ভাষায় বহুতর প্রাচীন সঙ্গীতগ্রন্থ হইতে এই পুস্তক পরিপাটীরূপে সঙ্কলিত। "হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ। কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালার শেষ"—এই ভূভাগে সঙ্গীত-তত্ত্ব সম্বন্ধে সোমেশ্বর মত, হনুমান মত, কলানাথ মত, ভরত মত, নাদ-পুরাণ মত প্রভৃতি যে সকল মতবাদ প্রচলিত আছে, এই গ্রন্থে সেই সকল মতবাদেরই সুনির্দ্ধারিত সমন্বয় প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থের বিষয়-বৈচিত্র্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলেই, আমাদের এ কথার সার্থকতা উপলব্ধ হইবে। এ স্থলে সংক্ষেপে তাহার কিঞ্চিৎ আভাস দিতেছি। প্রথমেই নমস্কারসূত্র. তার পর ভগবচ্চরণ-বন্দনা; তাহার পর, কিরূপে সৃষ্টিপ্রক্রিয়া সাধিত হইল, কিরূপে শব্দ-সৃষ্টি হইল, কিরূপে স্বর-সৃষ্টি হইল, ষড়জ, নিখাদ, কোমল, গান্ধার প্রভৃতি নামোৎ-পত্তি কিরূপে হইল, শরীরাভ্যন্তরস্থ ইড়া, পিঙ্গলা, সুষুম্না—এই নাড়ী-ত্রিতয়ের কোন্ নাড়ী হইতে কোন্ সুরের উৎপত্তি হয়; শরীরের কোন স্থান হইতে কোন্ সুর বহির্গত হয়, তারা, মুদারা, উদারা কাহাকে বলে, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে বিস্তৃতরূপে বিবৃত। শ্রুতি-স্বর কাহাকে বলে, বাদী সুর এবং বিসংবাদী সুর কিরূপ, মূর্চ্ছনা কতগুলি,—মূর্চ্ছনার নাম,—মূর্চ্ছনার প্রকারভেদ ইত্যাদি বিষয়-সমূহও এই গ্রন্থে বিস্তারিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে এবং এই সকল বিষয় অধিকতর সুপরিস্ফুট

করিবার নিমিত্ত অনেকগুলি যন্ত্রচিত্রও প্রদত্ত হইয়াছে। ইহারই পর, গমকসমূহের বিবরণ। গমক সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, এই অধ্যায়ে তাহা পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে আলোচিত হইয়াছে। অতঃপর, ছয় রাগের বর্ণ-বিবরণ, ছয় রাগের বিভিন্ন মতে পরিবার-বর্ণন,—রাগের সময় নিরূপণ; অর্থাৎ কোন্ রাগের পুত্র কয়টী,—পুত্রবধূ কয়টী,—কোন রাগ কোন্ সময়ে গাহিতে হয়, ইত্যাদি বিবিধ বিষয় বিনিবিষ্ট। অনন্তর রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণন এবং ধ্যান,—গোপাল নায়কের উপাখ্যান,—তোগলক বাদসার সভায় গোপাল নায়ক ও আমীর খোশরোর সঙ্গীত-দ্বন্দ্ব; এই দ্বন্দ্বের বিস্তৃত কাহিনী, আমীর খোশরোর ও শোলতান হোসেনের কৃত রাগসমূহের কথা, তালসমূহের বৃত্তান্ত; তাহার পর কেমন করিয়া আলাপ-চারী করিতে হয়, কেমন করিয়া রাগ ভাজিতে হয়, ইত্যাদি বিষয় ইহাতে সন্নিবেশিত। গায়ক কয় শ্রেণীতে বিভক্ত; কোন রূপ গায়কের কি নাম; নায়ক, গন্ধর্ব্ব, গুণকার প্রভৃতি কাহাকে বলে;—কালোয়াৎ ও কওয়ালের লক্ষণ কি, গায়কের গুণ কি, দোষ কি, কোন্ কোন্ মুদ্রাদোষ থাকিলে, গায়ক কি কি নামে অভিহিত হয়; ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল কাহাকে বলে; ধ্রুপদ, টপ্পা, খেয়াল নামের ব্যুৎপত্তি ও হেতুবাদ প্রভৃতি বিবরণ ইহাতে সবিস্তরে বিবৃত। অনন্তর প্রত্যেক রাগরাগিণীর ধ্যান, ধারা এবং প্রধান প্রধান রাগ-রাগিণী অনুসারে গ্রথিত সুন্দর সুন্দর সঙ্গীতসংগ্রহ; অতঃপর, ঠাট্-বিবরণ, ধুন-বিবরণ, হস্তাধ্যায়,—অর্থাৎ বাদ্য যন্ত্রসমূহের নাম, গঠন-প্রণালী; তালাধ্যায়,—কালনির্ণয়,—পরিশেষে একতালা, তেওরা, ঝাঁপতালা, রূপক, ধাম্মার প্রভৃতি তালের মাত্রা এবং বোল ফল কথা, সঙ্গীততত্ত্ব সম্বন্ধে যাহা কিছু জ্ঞাতব্য, তৎসমুদয় বিষয়ই ইহাতে সুশৃঙ্খলে সন্নিবেশিত। সঙ্গীত-শাস্ত্রের প্রথম শিক্ষার্থী হইতে প্রবীণ পণ্ডিত পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা আবশ্যকীয় গ্রন্থ।

গ্রন্থের কবিত্ব।

বিষয়-নির্ব্বাচনে, বিষয়-সংকলনে, বিষয়-বিনিবেশে এই গ্রন্থে গ্রন্থকারের যেমন অসাধারণ কৃতিত্ব এবং পাণ্ডিত্যের পরিচয় প্রকটিত, গ্রন্থকারের বিপুল কবিত্ব-গুণ-মহিমাও এ গ্রন্থে তেমনি উদ্ভাসিত। প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণনা—যেন পূর্ণ-প্রোজ্জ্বল রত্ন-বিজড়িত এক এক খানি কবিত্ব-প্রতিমা! এই অনুপম কবিত্বের একটু পরিচয় লউন। মধমাধ রূপের বর্ণনা করিতে গিয়া কবি বলিতেছেন,—

"মধমাধ-রূপে নাহি তুলনা।
কনক-বরণী পীত-বসনা॥
চঞ্চল নয়নে দলিতাঞ্জন।
স্বর্ণ-পদ্মে যেন নাচে খঞ্জন॥
নাসাগ্রে মুকুতা—তার তুলনা।
তিল-ফুলে যেন শিশির-কণা॥"

গুণকরীর রূপ-বর্ণনায় কবি বলিতেছেন,—

"রূপের ভূষণ চোরে চুরী করে লয়্যাছে।
চক্ষু-মদ হরি মৃগ কাননে পলায়্যাছে।
বচন হরিয়া বিধি সুধাতে মিলায়্যাছে।
বদনের আভা—শশী নিজ অঙ্গে মাখ্যাছে।
হরিয়ে মধুর স্বর পিকরব চাক্যাছে।
অধর-রঙ্গিমা লয়্যা বিম্বফল রাঙ্গ্যাছে।
কুচ-কুম্ভ মাতঙ্গিনী মস্তকেতে ভাঙ্গ্যাছে।
চলনি হর্য্যা লয়্যা রাজহংসী চল্যাছে॥"

বেলায়লের রূপ-বর্ণনার একটু শুনুন,—

"মলিন হইল শশী, বদন-প্রকাশেতে।
তড়িৎ লুকায় মেঘে মৃদু মৃদু হাসিতে।
খঞ্জন পড়্যাছে বাঁধা, কটাক্ষের ফাঁসেতে।
অমৃত হইল মৃত, সুমধুর ভাষেতে॥"

দেশীর রূপ-বর্ণনায় কবিত্বের কি মনোমোহিনী মাধুরী—দেখুন,—

"শশধর দিয়া তার মুখখানি গড়িল।
কলঙ্কের ভাগে তার শিরোরুহ রূপিল॥
আগে আগে সুধাভাগে বাক্য-ভাণ্ডে পূরিল।
সমুদায় হালাহাল কটাক্ষেতে সাঁধিল॥
মৃদু মৃদু সুহাস্যতে চকলাকে রাখিল।
পলাশ বসন দিয়া, লজ্জা অঙ্গ ঢাকিল॥"

গৌরীর রূপ-বর্ণনায়—এটুকু প্রকৃতই অমূল্য,—

"কোমল-শরীর গৌরা সিত-বসনাঙ্গে।
কত শত মনমথ মথন অপাঙ্গে॥
অধরে অরুণ-ভাতি বিমল সুরঙ্গে।
ভুরু মনোসিজ ধনু,—নয়ন কুরঙ্গে।"

প্রত্যেক রাগ-রাগিণীর রূপ-বর্ণনাই,—এমনি কবিত্ব-পরিমল-সুবাসিত। কোনটি রাখিয়া কোনটি দেখাইব?

ইহার পর, সেই কবিত্ব-ঢলঢল সঙ্গীত-সমূহ! এক একটী সঙ্গীত যেন মানস-সরোবরের এক একটী প্রফুল্ল পদ্ম!

একটী সঙ্গীত শুনুন,—

"কমল-দল ভ্রূ,—তার মাজে মনোজল।
উছলিয়া পড়ে পাছে, করিতেছে টলটল॥

মুখ সরোবর-প্রায়, নাসিকা মৃণাল তায়,
নয়ন-কমলে মধু, বারি-ছলে ছল ছল ॥"

আর একটী সঙ্গীত এইরূপ,—

"সবে বলে অভাগিনী যদি চায়, সাগর শুকায়,
তবে দুঃখ-সিন্ধু কেন, প্রবল হইল হেন,
তরঙ্গিত বিনা বায় ॥
কোথা হইবেক হিত, হলো কিনা বিপরীত,
অধিকন্তু তায়।
যার দৃষ্টে নীর নাশে, সে জন সাগরে ভাসে,
আর কি ইহার উপায় ॥"

ব্রজেশ্বর শ্যামচাঁদ,—কিশোরীর কুঞ্জ হইতে প্রস্থানোন্মুখ; কিশোরী বলিতেছেন,—

"যাবে যাও, শ্যাম হে! ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি, আমারে দহিয়া ॥
করিয়াছ সমিভ্যারী, সুখ-মন দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে, একত্র হইয়া ॥
নৈরাশ বচন দিয়া, আশা—প্রবোধ করিয়া,
জীবনের সঙ্গে দিব, চত্বার করিয়া ॥"

কিশোর,—কিশোরীর নিকট বিদায় চাহিতেছেন। কিশোরী কাতর-হৃদয়ে বলিতেছেন,—

"কি কব তোমায় রে! চাহিছ বিদায় রে!
হায় হায় হায় রে!
'যাহ' বলিলে হইবে,—রাধানাথ!—হীন মমতায় রে!
গমনে করা বারণ, অমঙ্গল আচরণ,
থাকিতে কহিলে পরে, প্রভুত্ব জানায় রে!

'তব বাসনা যেমন'—যদ্যপি কহি এমন,
তাহাতে ঔদাস্য হয়, বিধিমতে দায় রে !"

আর মদনের প্রতি বিরহ-বিধুরা রাধিকার,—সেই মর্ম্মান্তিক আক্ষেপোক্তিময় সঙ্গীত,—

"আমি নারী,—হর নহি,—শুন হে মদন !
বিনা অপরাধে বধ রাধার জীবন ॥
পরাজয় ঋণ যদি চাহ শুধিবারে, যাহ তবে হে মদন
হারে কি বুঝিলে ফণী, বেণী—জটাজুট,
নীলমণি-আভা কণ্ঠে, নহে কালকূট,
ললাটে চন্দন-বিন্দু সিন্দুর দেখিয়া,
মানিলে কি চন্দ্র-হুতাশন ॥
বিরহ-সন্তাপে মোর ধরায় শয়ন,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ তাহারি কারণ,
তাহা না বুঝিয়া, তুমি রাগের প্রভাবে,
ভাবিয়াছ—বিভূতি-ভূষণ ॥

এক কালে এই সঙ্গীত প্রত্যেক সঙ্গীত-রসজ্ঞ ব্যক্তির কণ্ঠে কণ্ঠে সমাদরে গীত হইত।

গ্রন্থে একশত তেইশটী সঙ্গীত সন্নিবেশিত হইয়াছে। ইহার প্রত্যেক সঙ্গীতেই নূতন ভাব,—নূতন রস,—অপূর্ব্ব কবিত্ব। প্রত্যেক সঙ্গীতেই যেন বৈদূর্য্য, নীলকান্ত, চন্দ্রকান্ত প্রভৃতি মণি-প্রভা প্রভাসিত। কেবল মাত্র এই গুণেই এ গ্রন্থ যেন কবিত্বের রত্নাকর বিশেষ। মনে হয়, শ্রীধর, নিধু বাবু, রাম বসু, হরু ঠাকুর প্রভৃতি সঙ্গীত-কবিগণের সঙ্গীত-কবিত্ব,—যেন ইহারই কবিত্ব-পরাগ-পরিমলে সুমধুরী-কৃত। যাঁহারা কেবল মাত্র সুভাব-সুন্দর সঙ্গীতের রসাস্বাদ করিতে চাহেন, তাঁহারাও এ গ্রন্থ মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ করুন।

সম্পাদন-প্রণালী।

দুই খানি সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ আমরা প্রাপ্ত হই। একখানি গ্রন্থ কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ "সাহিত্যপরিষদের" নিকট হইতে এবং দ্বিতীয় খানি গ্রন্থকারের কৃতবিদ্য প্রপৌত্র শ্রীযুক্ত শরৎকুমার সেন মহাশয়ের নিকট হইতে পাইয়াছি। সাহিত্যপরিষদের প্রদত্ত গ্রন্থখানি ১২২৫ সালে মুদ্রিত; দ্বিতীয় গ্রন্থখানি ১২৫৬ সালে মুদ্রিত। ১২৫৬ সালের গ্রন্থ খানি,—গ্রন্থকারের পৌত্র 'শ্রীআদিনাথ সেন দাসের অনুমত্যানুসারে পুন সংশোধনপূর্ব্বক মুদ্রিত।" ১২২৫ সালের আদি মুদ্রিত গ্রন্থখানির সহিত ১২৫৬ সালের সংশোধিত গ্রন্থের বহুস্থলেই অনৈক্য। পাঠান্তর-সন্নিবেশে অনেক অংশেই শেষোক্ত গ্রন্থে ভাবান্তর হইয়াছে; পরন্তু পাঠান্তর এবং ভাবান্তরে, সংশোধিত গ্রন্থ খানির স্থান-বিশেষ প্রাঞ্জল হওয়া দূরে থাকুক, বরং স্থানে স্থানে কিঞ্চিৎ জটিল ভাবাপন্নই হইয়া পড়িয়াছে। ১২৫৬ সালের গ্রন্থ-প্রকাশ-কালে গ্রন্থকার জীবিত ছিলেন না,—কিন্তু ১২২৫ সালের গ্রন্থখানি গ্রন্থকারের জীবন-কালেই প্রকাশিত হয়। সুতরাং এই ১২২৫ সালের গ্রন্থখানিই সমুচিত সমাদৃত; ১২২৫ সালের সেই আদি গ্রন্থখানিই মুদ্রিত হইল। তবে ১২৫৬ সালের গ্রন্থে যে যে স্থলে অত্যাবশ্যক অতিরিক্ত পাঠ দেখিয়াছি, এ গ্রন্থে পাদটীকায় তাহাও উদ্ধৃত করিয়া দিয়াছি।

এক্ষণে গ্রন্থ-সম্পাদন সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বক্তব্য আছে। ইচ্ছাপূর্ব্বক কোনরূপ অযথা সংশোধন করিয়া, গ্রন্থখানির স্বাভাবিকত্ব নষ্ট করিতে আমরা প্রয়াস পাই নাই। "হতে" "করে" "খেয়ে" "বুঝে" "করেছে" "চলেছে" প্রভৃতি অসমাপিকাক্রিয়া পদগুলির বানান ১২২৫ সালের মুদ্রিত গ্রন্থে 'হত্যা' 'কর‍্যা' 'খেয়্যা' 'বুঝ্যা' 'কর‍্যাছে' 'চল্যাছে' ইত্যাদিরূপ পরিদৃষ্ট হয়। আমরা সেইরূপ বানানই

রাখিয়াছি। শুদ্ধ সঙ্গীত-তরঙ্গ কেন, বহু প্রাচীন গ্রন্থেই এইরূপ বানান দৃষ্ট হয়। সঙ্গীত-তরঙ্গের বহুপূর্ব্বে প্রকাশিত,—প্রায় সাদ্ধ তিন শত বৎসরের প্রাচীনগ্রন্থ—“কবিকঙ্কণচণ্ডী” গ্রন্থে এইরূপ বানান-প্রণালীই অবলম্বিত। আবার সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ প্রকাশিত হইবার তের বৎসর পরে,—১২৩৮ সালে কবিবর রঘুনন্দন গোস্বামী যে রাগরসায়ন গ্রন্থ রচনা করেন, তাহাতেও অসমাপিকাক্রিয়া গুলির এইরূপ বানানই দেখা যায়। ফল কথা, বানন সম্বন্ধে আমরা কোনরূপ ব্যত্যয় ঘটাইতে প্রয়াস পাই নাই।

তবে দুই একটী শব্দের একটু রূপান্তর আমরা করিয়াছি,—কিন্তু তাহা নিতান্ত দায়ে পড়িয়া। দৃষ্টান্ত স্বরূপ একটী শব্দের কথা বলিতেছি :—সে শব্দটী “শিখি”। আদর্শ সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে—১২২৫ সালের এবং ১২৫৬ সালের উভয় সংস্করণেই—শিখি শব্দই লিখিত। গ্রন্থকার যে স্থানে এই শব্দটীর প্রয়োগ করিয়াছেন, সে স্থলে শিখি-শব্দে ময়ূর বুঝিয়া কেহ ভ্রমে পতিত না হন,—অথবা সে স্থলের প্রকৃত অর্থ হৃদয়ঙ্গম করিতে কেহ কোনরূপ অসুবিধা বোধ না করেন, ইহা ভাবিয়াই, আমরা “শিখি” না রাখিয়া, ‘শিখা’ শব্দই ব্যবহার করিয়াছি। ‘শিখি’ শব্দে এ স্থলে অগ্নিশিখা। কবি বলিতেছেন,—

“শিখি-শায়ী তনু যার, মদন-শশী কি তার, করিবে দাহন ?”

এ স্থলে, ‘শিখা’ কথা না লিখিয়া, ‘শিখি’ লিখিলে, অর্থবোধ করিতে কাহারও কাহারও পক্ষে একটু কেমন কেমন বোধ হইত না কি ?—কেন না, ‘অগ্নি-শিখা’ অর্থে ‘শিখি’ শব্দের ব্যবহার ইদানীং একান্ত অপ্রচলিত। কিন্তু প্রাচীন একাধিক গ্রন্থে এরূপ প্রয়োগ বর্ত্তমান। কবিকঙ্কণচণ্ডীতেও এইরূপ প্রয়োগ পরিদৃষ্ট হয়। যথা,—

“নির্দ্দম হইল অগ্নি টুটে আইল শিখী।”

বঙ্গবাসী-সংস্করণ; ১৮৬ পৃষ্ঠা।

এ রূপ আর কোন পরিবর্ত্তন আমরা করি নাই।

সে কালে 'কু' 'তু' প্রভৃতি কতকগুলি শব্দ ভিন্নরূপে লিখিত হইত যথা,—ঙ্গ, ত্ত ইত্যাদি। "ণ"-এর রূপও অন্যপ্রকার ছিল। এখন সে রীতি প্রচলিত নাই। অগত্যা, এ পক্ষে বর্ত্তমান প্রথাই অবলম্বিত হইয়াছে। অর্থবোধ-পক্ষে অধিকতর সুবিধা হইবে বলিয়া, আমরা, কমা, সেমিকোলন, ড্যাস,—প্রভৃতি ছেদ-চিহ্নের যথাসঙ্গত ব্যবহার করিয়াছি;—প্রাচীন গ্রন্থে ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার স্বভাবতই কম।—১২২৫ সালের মুদ্রিত সঙ্গীত তরঙ্গ গ্রন্থেও এক পূর্ণচ্ছেদ ব্যতীত অন্যান্য ছেদ-চিহ্নের ব্যবহার খুবই অল্প। আদর্শ গ্রন্থে যে সকল শব্দের অশুদ্ধ বানানে লিখিত ছিল, তাহা আমরা শুদ্ধ বানানে লিখিয়া দিয়াছি। দৃষ্টান্ত যথা,—আদর্শ-গ্রন্থে লিখিত আছে,—'বংস' 'বাদি' 'সম্বাদি' 'অরোচি' 'পরামর্স' 'ত্রিয়োদশ' ইত্যাদি। এই সকল শব্দ আমাদের প্রকাশিত গ্রন্থে শুদ্ধাবরণে সজ্জীকৃত হইয়াছে। গ্রন্থকার 'কোতা' লিখিয়াছেন, আমরা "কোথা"ই লিখিয়াছি; গ্রন্থকার 'মাজে' লিখিয়াছেন; আমরা "মাঝে" না করিয়া, "মাজেই" রাখিয়াছি। 'ললত' 'ললিত' এবং 'বিভাস' ও 'বিভাষ'—দুইরূপ প্রয়োগই গ্রন্থে দৃষ্ট হইবে। যাঁহারা গ্রন্থখানি আদ্যোপান্ত মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিবেন, তাঁহারা এরূপ বিভিন্ন প্রয়োগের সার্থকতা এবং আবশ্যকতা বুঝিতে পারিবেন,—সুতরাং এ সম্বন্ধে এখানে অধিক কিছু বলা নিষ্প্রয়োজন।

সেকালে নিয়ম ছিল, কোন একখানি গ্রন্থের মুদ্রণারম্ভ হইবার পূর্ব্বে, সেই গ্রন্থের জন্য গ্রাহক-সংগ্রহ করা হইত; যতগুলি গ্রাহক সংগৃহীত হইত, অধিকাংশ স্থলে ঠিক ততগুলি গ্রন্থই মুদ্রিত হইত,—অথবা স্থলবিশেষে কিঞ্চিদধিক পরিমাণেও গ্রন্থ মুদ্রিত এবং প্রকাশিত হইত। সংগৃহীত গ্রাহকগণের নাম,—প্রকাশিত গ্রন্থের শেষভাগে তালিকাকারে মুদ্রিত হইত। ১২২৫ সালের সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থের শেষ-

ভাগেও এইরূপ একটী "স্বাক্ষরকারী"র তালিকা মুদ্রিত আছে। এই তালিকায়, "মহারাজা নরসিংহচন্দ্র রায়, মহারাজা বৈদ্যনাথ রায়, দিগম্বর মিত্র।" প্রভৃতির নাম পরিদৃষ্ট হইল। তিন চারিটী ইউরোপীয় নামও দেখিলাম। একান্ত অনাবশ্যকবোধে এই তালিকা আমরা পরিবর্জ্জন করিয়াছি। প্রায় দেড় শত ব্যক্তির নাম, তালিকায় সন্নিবিষ্ট। আদর্শগ্রন্থে যে ভাবে যেরূপ হেডিং ছিল, আমরা প্রায়ই তাহাই রাখিয়াছি; স্থলবিশেষে অত্যাবশ্যক বোধে নূতন হেডিংও করিয়াছি।

এ সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থ অতীব দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছিল। এক শত টাকা মূল্য দিলেও, এ গ্রন্থ বাজারে একখানি পাওয়া যাইত কিনা সন্দেহ। এক্ষণে এই অপূর্ব্ব গ্রন্থের অপূর্ব্ব রসাস্বাদন করিয়া, সঙ্গীত-রসিক ব্যক্তি মাত্রেই পরমানন্দ লাভ করুন। গুণের মর্য্যাদা রক্ষিত হউক,—সরস্বর সুযশ কীর্ত্তিত হউক।

গ্রন্থকারের গুণ-পরিচয়।

এই অমূল্য সঙ্গীত-বিজ্ঞানময় গ্রন্থ,—সঙ্গীত-তরঙ্গের রচয়িতা,—রাধামোহন সেন-দাস। রাধামোহন সঙ্গীত-শাস্ত্রে কিরূপ নিরতিশয় ব্যুৎপন্ন ছিলেন, তাহা তাঁহার সঙ্গীত-তরঙ্গ গ্রন্থে পত্রে পত্রে ছত্রে ছত্রে পরিস্ফুট। শুদ্ধ ইহাই নহে,—তিনি যেমন সুনিপুণ সঙ্গীত-কলাকোবিদ, তেমনই সুদক্ষ গীতি-রচয়িতা; তিনি যেমন সুগায়ক তেমনই সুকবি। যেমন সুকবি, তেমনই সমালোচক;—আবার তেমনই সুরসিক-চূড়ামণি। সংস্কৃত এবং পারসিক ভাষায় তিনি পরম পণ্ডিত

ছিলেন। এক সময়ে তাঁহার রচিত গান,—শত শত লোকের কণ্ঠে কণ্ঠে গীত হইত,—তাঁহার নাম মজলিসে মজলিসে ধ্বনিত হইত।

"সঙ্গীত-তরঙ্গ" ব্যতীত রাধামোহন আরও দুইখানি গ্রন্থ প্রকাশ করেন। একখানির নাম,—"অন্নপূর্ণা-মঙ্গল।" এখানি ভারতচন্দ্র-কৃত অন্নদা-মঙ্গল, বিদ্যাসুন্দর, মানসিংহ প্রভৃতি গ্রন্থের একটী সটীক সংস্করণ। অন্নদা-মঙ্গল, প্রভৃতি গ্রন্থের যে যে স্থল রাধামোহন ভ্রমাত্মক বা দোষপূর্ণ বলিয়া বুঝিয়াছেন, টীকাকারে সেই সেই স্থলে তিনি স্বকীয় অভিমত লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। এ গ্রন্থ,—১২৪৫ সালে মুদ্রিত। অন্য একখানি গ্রন্থের নাম,—রস-সার-সঙ্গীত।' সঙ্গীত-তরঙ্গের অধিকাংশ সঙ্গীতই এই রস-সার-সঙ্গীতে সন্নিবিষ্ট। নূতন রচিত গানও ইহাতে আছে। কতকগুলি নূতন গান আমরা এই অবতরণিকার শেষ ভাগে সন্নিবিষ্ট করিলাম।

রাধামোহন কায়স্থ-কুল-সম্ভূত; কলিকাতা-কাঁসারিপাড়া ইহাঁর নিবাস-ভূমি।

১০ই শ্রাবণ।
১৩১০

সঙ্গীত-তরঙ্গ-সম্পাদক
শ্রীহরিমোহন মুখোপাধ্যায়।
বঙ্গবাসীর সহকারি-সম্পাদক।

"সঙ্গীত-তরঙ্গ"-রচয়িতা

রাধামোহন সেন কৃত

অন্যান্য সঙ্গীত।

মালকোশ—আড়াতেতালা।

সদাই আমার বসন্ত, তব দরশনে।
নাহি কালাকাল,—তাহে দিবা নিশি মনে॥
মলয়-গিরি মন্দির, চন্দন তব শরীর,
গন্ধ লয়ে মন্দ বহে, নাসিকা-পবনে।
ভ্রমর ভূষণ-ছলে, গুঞ্জরে অঙ্গ-কমলে,
কোকিল স্বর নিঃসরে, রাকা চন্দ্রাননে॥
লাবণ্য আশ্রয় করি, লুকায়ে শম্বর-অরি,
যোজনা কটাক্ষ-শর, ভুরু শরাসনে॥ ১॥

ঝিঝিট—আড়াতেতালা।

হরিয়া মন, কেন হইলা বিষম?
পলাবার পথে কি করিবে গমন,—প্রাণ।
ত্রাসের অনুরোধে যদি হবে অদর্শন,
মম মানস-তামসে থাক গোপন,
না জানিবে হৃদি-শ্রুতি-নাসিকা-রসন,
কেবল জানিল এই দুই নয়ন॥ ২॥

কাফি।

তব কটাক্ষ—বিষধর।
নয়নের মণি—মণি, নয়ন—বিবর॥
বিবরে মণি রাখিয়া, নিমেষ-ফণা ধরিয়া,
দংশিল নয়নে মোর, সবারি গোচর।
দংশনে উপায় আছে, জীবন বাঁচয়ে পাছে,
তবে মরিতাম যদি গ্রাসিত নিকর॥ ৩॥

খাম্বাজ—আড়াতেতালা।

তোমার এ রূপ-লাবণ্য, প্রাণ! রাখ দমনে।
সদা মোর সনে সনে, ওরে প্রাণ! ফিরে কি কারণে?
যখন থাকি যেখানে, তখন দেখি সেখানে,
নয়ন মুদিলে হয়, উদয় মননে॥ ৪॥

কাফি।

চাঁদের মণ্ডল কি তা শুন মন দিয়া,—প্রিয়ে!
যদি শুধাইলে তবে বলি বিবরিয়া।
তোমার বিধুবদন, বিধি দেখেন যখন,
শশী বেড়ি অঙ্ক দেন, দোকর বলিয়া॥ ৫॥

কাফি।

রাহুর ভয়ে শশী ত্যজিয়াছ গগন।
তার প্রতিনিধি হেথা, আমার নয়ন॥
তুমি কি জানিতে তাহা, তব অগোচর যাহা,
দেখা মাত্র করিয়াছে গোপন গ্রহণ॥ ৬॥

পরজ—আড়াতেতালা।

শশী আর প্রেম, সমান গণন।
কহিতে বিদরে বুক, দুই দুঃখিতের দুখ,
দুয়েতে কলঙ্ক আছে, দোঁহে সদা জ্বালাতন॥
শশী সিন্ধু মাঝে ছিল, বাড়বানলে পীড়িল,
নয়ন-সাগরে প্রেম দাহিকা-গুণে দহিল॥
শশী গেল হর-ভাল, সেথা অনলের জ্বাল,
মনে পশি প্রেম হলো, মনেরাগুনে দাহন।
ত্যজিয়া ললাট-বাসে, শশী গেলেন আকাশে
তথাকারে আসি রাহু, সময়ানুসারে গ্রাসে।
মনে থাকি প্রেম হয়, প্রচারাকাশে উদয়,
সেখানে বিচ্ছেদ-রূপ, রাহু করয়ে গ্রহণ॥ ৭।

বাহার—আড়াতেতালা।

তুমি ভাব তোমারে দরশন,—ও প্রাণ!
করে নাহি পুরুষে কখন।
মোরে দেখি এ কারণ, ঝাঁপিয়া বসন,
আপনি হইতেছ গোপন॥
তড়িৎ মেঘের কাছে, বারেক যে দেখিয়াছে,
সে তব রূপ কেশ করিয়াছে লোকন॥
কেবা নাহি শশধর, হেরে নিরন্তর,
তথাপি লুকাইলা বদন॥ ৮॥

সৈন্ধবী—মধ্যমান।

তুমি হেরিলে তারে দূরে তিমিরে,—সই!
আমি দেখিতেছি কাছে,—
উজ্জ্বল মন্দিরে—সই। ॥
মম হৃদয় গগন, শরৎ-শশধর সম সে জন,—সই!
আমি কি প্রকারে দূরে, সই! কহিব শশীরে।
যে জনার উদয়ে মম, বিনাশ হইল মানস-তম, সই!
তিমিরে কি আচ্ছাদিবে তাহার শরীরে—সই! ॥ ৯ ॥

ললিত—আড়াতেতালা।

বিষাদ কেমনে হরে না হইলে বিষাদিত,—প্রাণ!
বিরস হেরি তোমারে, হইব কি হরষিত ॥
পিরীতে আমি দর্পণ, তুমি ত আশ্রয়-জন,
যে ভাবে যখন র'বে, নিরখিবে সেই রীত ॥
করি হরিষ বদন, কর বারেক লোকন,
তাহে যদি ম্লান হের, তবে বিপরীত ॥ ১০ ॥

সোহিনী—আড়াতেতালা।

আমারে দহিতে লাগিল—সই!
যারা আমাতে জন্মিল।
অনল যেমন করে স্ব-যোনি-দাহন,
তেমতি ইহারা করিল ॥
বিরহে কাতরা হ'য়ে করিতে রোদন,
তার গুন গুন ধ্বনি হ'লো অলিগণ,
উচ্চ রব করিলাম পাইয়া বেদনা,
সেই রব—এই কোকিল ॥

ঘন শ্বাস ত্যজিতে জনমিল পবন,
শোক-পুষ্পের সৌরভে খেদোক্তি বচন,
জনরবে উপজিল কালিমা-কলঙ্ক,
তাই শশধর হইল॥ ১১ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াতেতালা।

পাছে মলিন, সই! হয় নাথের বিমল বদন।
প্রেম-রবির তাপ সহিতে নারে সে,
প্রাণসই লো! সহজে কখন॥
আমার অন্তরে নাথ সদা বিরাজিত, সই!
তাহাতে ঘটিল সখি! একি বিপরীত,
বিরহ-প্রর্বলানল, সই! অন্তর করিছে দাহন।
অন্তর-নিবাসী জন অন্তরে দহিবে,
এইতো আমার এক কলঙ্ক রহিবে, সই!
আমি মরি, সে ভাবনা আমার নাহি কদাচন॥ ১২

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

যোগ—বিয়োগ, দুই রবি-শশী-রূপে চরে।
পিরীতি-সুমেরু-গিরি, বেড়ি প্রদক্ষিণ করে॥
যোগ-রবির উদয়ে, সুখ-দিবা প্রকাশয়ে,
বিয়োগ-শশীর বারে, দুঃখ-রজনী সঞ্চরে।
এরূপ কাল-যাপনা, ইথে কি দুঃখ-শোচনা?
দিবা-নিশি পুনঃ পুনঃ, হয় যার পরে পরে॥ ১৩ ॥

কাফি।

কেমনে বল তুমি মম জীবন।
তুমি আমি এ প্রভেদ, ও বিধুবদনি ! আছে ত এখন ॥
দেখ পিরীতি প্রকাশ, কুসুম আর সুবাস,
এক তনু ভিন্ন গুণ, এক দরশন ॥ ১৪ ॥

বেহাগ—আড়াতেতালা।

যাইবার কালে কি আমার জ্ঞান ছিল।
তোমারে ভাবিয়া মনে, বিনোদিনি ! চেতন হরিল ॥
তোমার অনুমতি লব, মনে এই অনুভব, ও প্রাণ রে ;
শোক আর রোদন মিলি, ভুলাইয়া দিল ॥ ১৫ ॥

মালকোশ—আড়াতেতালা।

সে দেশে এখন, ওহে গুণমণি ! করো না গমন।
তব প্রেয়সীর আদেশে আইলাম আমি, করিতে বারণ ॥
দিনে তিন রূপে রবি ভ্রমিয়া গগন,
স্বাভাবিক তাপে সবে করয়ে দাহন,
পুনঃ আর বার হয়, নিশিতে উদয়,—প্রচণ্ড তপন।
পবনের সনে গিয়া মিলিল অনল,
কোকিল ভ্রমরগণ উগারে গরল,
একে সে জলিছে ইথে, তুমি কি যাইয়া হবে জ্বালাতন ॥ ১৬ ।

মালকোশ—আড়াতেতালা।

হয় সে দাহন, সই ! আমি করি প্রেয়সীরে স্মরণ।
তাহা না বুঝিয়া, প্রিয়া—উদ্দীপনে দোষ দিল অকারণ ॥

নিশিতে তপন কেন উদয় হইবে,
পবনের সনে কেন অনল মিশিবে,
কোকিলে আর ভ্রমরে বা করিবে কেন গরল বমন ॥
বিরহ-অনল হয় বিয়োগ-পালিত,
আমার অন্তরে আছে সদা প্রজ্বলিত,
সে অনল মাঝে তারে, ধ্যানের প্রভাবে, আনিল যখন ॥ ১৩

মালকৌশ—আড়াতেতালা।

শুধু নয়ন শ্রবণ থাকিলে কি হয়!
মন যার—নাহি তার, শুলো সহচরি! কিছুই কিছু নয় ॥
শরীরে কি সংজ্ঞা আছে, মনো যে নাথের কাছে,
যে সংযোগে দেখি শুনি, সে যার নিদয় ॥ ১৮

মূলতানী—আড়াতেতালা।

শুলো প্রাণসখি! নাথ আসিয়াছে বুঝি মোর কাছে।
তা নহিলে পুরে কেন, শীতল উজ্জ্বল হেন, তম হরিয়াছে ॥
সেই সুমধুর স্বর, শুনিতেছি নিরন্তর,
সেই নিশ্বাস শরীরে লাগিতেছে।
পেয়ে সে অঙ্গের ঘ্রাণ, ব্যাকুল আমার প্রাণ, আর হইয়াছে।
কিন্তু না হেরি সে জন, নাহি পাই অন্বেষণ,
ধরিতে না পারি তাকে, উত্তর না দেয় ডাকে,
লুকি রূপে আছে ॥ ১৯ ॥

মূলতানি—আড়াতেতালা।

ওরে বিনোদিনি! কারে বল কান্ত,—আইল বসন্ত।
হেরি শশীর কিরণ, ভাব নাথের আগমন, কেন হেন ভ্রান্ত ॥

শুন যে মধুর রব, কুহরে কোকিল সব,
ঝঙ্কার করিছে যত অলিগণ,—
যাহারে পবন মান, সে মলয় পবমান, বহে অবিশ্রান্ত।
প্রফুল্ল কুসুমচয়, সুগন্ধে আমোদ হয়,
অঙ্গের সৌরভ তাহা জ্ঞান কর,—
সেই ভাবনাতে র'বে, সদাই ব্যাকুলা তবে,
কবে হবে শান্ত ॥ ২০ ॥

ভৈরবী—একতালা।

মনের কথা, সই ! এমন অরি ।
না কহিলে মরি,—তাহা কহিলেও মরি ॥
যদি না চাহি কহিতে, চাহি গোপনে রাখিতে,
দহে হৃদি, অনলের—তেজ সে ধরি ॥
কিঞ্চিৎ কহিতে যার, কি কব যাতনা তার,
রসনা দহিয়া যায়, বল কি করি ॥ ২১ ॥

মুলতানী—আড়া তেতালা।

কেন ভুরু-ধনু টান, হানিবে কি প্রাণ ?
কুরঙ্গ বধিতে বুঝি, করিছ সন্ধান ॥
শুন হে তোমারে কহি, আমি তো কুরঙ্গ নহি,
কেবল আমার বদনে, কুরঙ্গ-নয়ান ॥ ২২ ॥

ঝিঁঝিট—আড়াতেতলা।

মনের নয়নে, ও সই ! মজালে আমারে।
দেখিতে না চাহি যারে, সে দেখে তাহারে।

না হেরি যায় বয়ান, না করি যাহার ধ্যান,
সে জন উদয় সদা, মানস-আগারে ॥ ২৩ ॥

মুলতান—আড়াতেতালা।

পড়িয়াছ রূপ-ফাঁদে,—পিরীতি কাননে,—
বধিবে কি বিহঙ্গম কপট নিষাদে ?।
হায় রে আমার আঁখি, নর্ত্তক খঞ্জন পাখী,
বন্ধনে পড়িয়া আজি, গণিছে প্রমাদে ॥ ২৪

পুরিয়া-ধনাশ্রী—আড়াতেতালা।

পুরুষ যেমন পারে, নারী কি তেমন ?।
সদা এক সনে নহে, প্রাণ! প্রেম-আলাপন॥
নিদর্শন অলিকুলে, নাহি বসে এক ফুলে,
নবপ্রেম নিতি নিতি, নূতন যতন ॥ ২৫ ॥

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

ভুলালে প্রথমে রূপে এ দুই নয়নে।
বন্ধন করিল গুণে, ক্রমে ক্রমে মনে ॥
নহিলে মোহিত কেন, থাকিবে সদাই হেন ?
করিল মোহন যোগে, আবৃত চেতন ॥ ২৬ ॥

বেহাগ—তেওট।

যদি স্ববিষয়,—প্রাণ! জানিতে পারিতে,
পরেরে মজাইতে না।
প্রেম-জনন সম্পদ, ও বিধুবদনি! তব শরীরে উদয়

সুশীলতা সুধীরতা, স্নেহ-করুণা মমতা,
যে রূপ—কিরূপে কব, দেখিলে বোধ সে হয়॥
লহ মম আঁখি-মন, লোকন-বোধ কারণ,
এখনি আপনি ল'বে, আপন প্রেম-আশ্রয়॥ ২৭

দেশী—আড়াতেতালা।

দেখ প্রাণনাথ! পলক বাদ সাধে।
নহিলে নয়ন ভরি দেখিতাম মনের সাধে॥
একে তব রূপ-দানে, তুষিতে নারি নয়নে,
তাহাতে ব্যাঘাত আর, না জানি কি অপরাধে॥ ২৮॥

সোহিনী—আড়াতেতালা।

বেগে আসিতেছে মদন, সই! নহে বসন্ত কখন।
তার পাছে পাছে রতি কহিছে বিনয়ে, না বধ না বধ জীবন।
নূপুরের ঝনঝনি ভ্রমর-ঝঙ্কারে,
গর্জ্জনে বিনয়ে হুয়ে কোকিল-হুঙ্কারে,
আমোদিত করিয়াছে অঙ্গের সৌরভে,
কোথা মলয়ের পবন॥
অতিশয় প্রভাম্বিত করি দরশন,
শশী বলিছে,—সখি! তা নহে কখন,
ঊর্দ্ধ করি আনিতেছে সুশাণিত অসি,—
আমাকে করিতে ছেদন॥ ২৯॥

ভয়রোঁ।—তেওট।

শশীর সহিত অরুণ,—প্রাণ! হইল উদয়।
মুখ সুধাকর তব,—প্রাণ! রবি-ছবি—আঁখি-দ্বয় ॥
মম হৃদয়-কমল, কোন ভাবে থাকে বল,
কেমনে মুদ্রিত রয়, কিসে বা প্রফুল্ল হয় ॥
বুঝি আমার মন, এই কালে নিরূপণ,
নিশিদিশি এক-ময় কালরূপী এ সময় ॥ ৩০ ॥

কাফি।

শশীকে দিয়াছে রবি—যেন মুকুতার হার!
হেরি চকোরের হৃদি হতেছে বিদার ॥
মান-তপন-প্রতাপে, কোপ-হুতাশন-তাপে,
বিন্দু বিন্দু ঘামিয়াছে বদন তোমার ॥ ৩১ ॥

বিভাস—আড়াতেতালা।

চাঁদে সে বিপরীত—খা তোমার সুললিত।
তাহার তুলনা কেন—ওলো বিনোদিনি!
দিব তোমার সহিত ॥
তাতে যে কুরঙ্গ-অঙ্ক, সে তো কেবলি কলঙ্ক,
তব নয়ন-হিল্লোলে—মৃগ-চিহ্ন শোভিত ॥
হইলে তার উদয়, কমল মুদিত হয়,
তোমার উদয়ে- হৃদয়-কমল বিকশিত ॥
যামিনীতে জ্যোতি তার, তাহে হ্রাস-বৃদ্ধি সার,
তব জ্যোতি এক সম,—দিবা-নিশি স্ফুরিত ॥ ৩২ ॥

গৌরী—আড়াতেতালা।

প্রেম নামে আছে এক পুরী মনোহর,—
প্রাণ !—সে অতি সুখকর।
দ্বার—ফুল-শরাসন, ফুল-শরে আবর্ত্তন,
দ্বারী তার পঞ্চশর ॥
কোকিল ভ্রমর শিখী চকোর চাতক,
নীরদ—কুসুম—শশী—এ পরিচারক,—প্রাণ !
বিচ্ছেদ—বিষাদ বাদ, মান মৌন সুবিবাদ,
এ সকল শোভাকর ॥
মনের নিকটাবধি আর সে পুরীতে,
মিলনে মিলন-পথ পাইবে দেখিতে,—প্রাণ !
হেন পুরী মনোলোভা, তবে হয় তার শোভা,
তুমি যদি বাস কর ॥ ৩৩ ॥

পূরবী—আড়াতেতালা।

কটাক্ষে মরি—ওলো কটাক্ষে তরি,—আমি তোমার
এ আঁখি যেমন, না দেখি এমন,
কখনো কার ॥
বিষদৃষ্টে একবার, জীবন কর সংহার,
আর বার চাও, সুধায় বাঁচাও,
সে অনিবার ॥
মরণ জীবনামার, বশ তব বাসনার,
যেন প্রাণ থাকে, কি কব তোমাকে,
অধিক আর ॥ ৩৪ ॥

গৌরী—আড়াতেতালা।

প্রেম-সিন্ধু-মথনেতে,—এই উপার্জ্জন—প্রাণ!

কি কেবলি যাতন!

মন্দর মনো আমার, অনন্ত গুণ তোমার,

মদনের আকর্ষণ॥

উঠিল কলঙ্ক-শশী—গঞ্জনা-মাতঙ্গ,

উঠে লোক-লাজৌওধি চমক-তুরঙ্গ—প্রাণ

চিন্তারূপ পারিজাত, উঠে দুঃখ-শাখা-সাথ,

কোথা করিব রোপণ॥

উঠিলা কমলাসনা চঞ্চলতা বেশে,

উপজিল সুখ-সিন্ধু সুধার আবেশে,—প্রাণ!

উঠিল বিচ্ছেদ শেষে, বিষম বিষ বিশেষে,

দহে শরীর-ভুবন॥ ৩৫॥

মালকৌশ—ত্রিয়ট।

বসন্ত হইল রাজা,—সই! ছয় রাগিণী রাণী।

স্থলজ জলজ কুসুম-কানন মাঝে—রাজধানী॥

শোভাকর শশধরে, শিখীগণে ছত্র ধরে,

নৃত্য করে খঞ্জন, গুঞ্জরে গান গায় মধু মানি॥

মন্দ মলয় মারুত, হ'য়ে মন্দগতি দূত,

নগরে নগরে,—প্রতি ঘরে ঘরে,

কহে এই বাণী॥

কি কুমন্ত্রী পঞ্চশর, কু-কোকিল নিশাচর,

ফিরিতেছে বিরহ-ছল চাহিয়া, হয় কি না জানি। ৩৬॥

সূচীপত্র।

বিষয়			পৃষ্ঠা।

বিষয় পৃষ্ঠা

সঙ্গীতের সূচী।

যন্ত্র-সূচী

অভিধেয় বিষয় সুপরিস্ফুট করিবার নিমিত্ত
যে সকল যন্ত্র বা স্বর-সংস্থান-চিত্র
এই গ্রন্থে সন্নিবেশিত হই-
য়াছে, তাহার তালিকা
ও সূচীপত্র।

শ্রীশ্রীহরিঃ।

সঙ্গীত-তরঙ্গ

নমস্কার-সূত্র।

অচল সচল জীব সৃজিত যাঁহার।
অপদ সপদ দুই সৃজন তাঁহার॥
হস্ত-পদ-হীন যারা, তাহারা সচল।
যাঁহার ইচ্ছায় হয় এ রূপ সকল॥
অপরূপ রূপ যিনি করিলেন সৃষ্টি॥
তিনি দিয়াছেন চক্ষু করিবারে দৃষ্টি॥
নার্থ সার্থ আদি শব্দ যাঁহার সৃজন।
তিনি দিয়াছেন শ্রুতি করিতে শ্রবণ॥
যাঁর দত্ত দেহে শক্তি ভক্তি বুদ্ধি জ্ঞান।
তিনি দিয়াছেন মন করিবারে ধ্যান॥
যাঁহার আদেশে বহে নিশ্বাস প্রশ্বাস।
যাঁহার লিপ্সায় স্বর কণ্ঠে করে বাস॥

তাঁর উদ্দেশে আমার অসঙ্খ্য প্রণাম।
করিব সঙ্গীত-ভাষা এই মনস্কাম॥
ইতি—নমস্কার-সূত্র॥

ভূমিকা।

সঙ্গীত-বিদ্যার বহুতর গ্রন্থ হয়।
তাবতের ভাষা করা যুক্তিমত নয়॥
অতএব কত গুলি গ্রন্থকে ভাঙ্গিয়া।
প্রকাশ করিব আমি নানা ভাষা দিয়া॥
সংস্কৃত আদি তাতে যে সব বচন।
গদ্য পদ্য রূপে তাহা করিব রচন॥
সোমেশ্বর মত আদি যত মত আছে।
শ্রেণীমত না রচি, রচিব আগে পাছে॥
হিন্দুস্থান অবধি করিয়া নানা দেশ।
কলিকাতা পর্য্যন্ত যে বাঙ্গালার শেষ॥
হিন্দুস্থানি লোক, কি বাঙ্গালি লোক যত
সকলের অতি গ্রাহ্য হনূমান মত॥
তত্রাপি রচিব আমি এরূপ নিয়মে।
নাদ-পুরাণের মত প্রকাশ প্রথমে॥
মধ্যে মধ্যে অন্য অন্য মত প্রকাশিব।
সর্ব্বশেষে হনূমান-মত বিরচিব॥

গ্রন্থ-সাগরে কবিতা—সলিল কল্পিত।
নানা মত নদ নদী তাহাতে মিলিত॥
ভাব রস ছন্দ অলঙ্কার আদি যত।
জল-জন্তু জলচর পক্ষিগণ মত॥
পায়্যা রাগ-বাদ্য-রূপ পবনের সঙ্গ।
সঙ্গীত নামেতে তায় উঠিল তরঙ্গ॥
বুদ্ধি-রূপ ক্ষুদ্র তরি তাহাতে ডুবিল।
জ্ঞান সমারূঢ় ছিল—ভাসিতে লাগিল॥
উদ্ধার-কারণে মন উপায় করিল।
পয়ার ছন্দের সূত্রে তাহাকে বান্ধিল॥
ভাষা-পুঁথি-রূপ তটে টানিয়া তুলিল।
সঙ্গীত-তরঙ্গ নাম তদর্থে হইল॥
জপকোটি-গুণং ধ্যানং, ধ্যানকোটি-গুণো লয়ঃ।
লয়-কোটি-গুণং গানং, গানাৎ পরতরং নহি॥
জপ হৈতে কোটি গুণ একবার ধ্যানে।
ধ্যান হৈতে কোটি-গুণ-প্রাপ্তি লয়-জ্ঞানে॥
লয়-কোটি-গুণ গানে স্মৃতির বচন।
গানের সমান আর নাহিক ভজন॥
আর এক নিবেদন কর অবধান।
সাম বেদে মন্ত্র আদি সমুদায় গান॥
নাদ-পুরাণাদি আর নানান সঙ্গীত।
অপার সমুদ্র-সম তম-তরঙ্গিত॥

সঙ্গীত-দর্পণ আর দেখ দামোদর।
রত্নাকর-মকরন্দ-রূপ রত্নাকর॥
মান-কুতূহল সভা-বিনোদ-সঙ্গীত।
পারিজাতক প্রভৃতি গ্রন্থ বিরচিত॥
সোমেশ্বর সৃষ্টি কৈলা গান-বিদ্যা-রস।
গায়ক-সংহিতাকার শিষ্য অষ্টাদশ॥
দেবতার মধ্যে দুই দুর্গা সরস্বতী।
নাগ-লোক মধ্যে শেষ ভুজঙ্গের পতি॥
দেব ঋষি মধ্যে, ঋষি নারদ প্রধান।
ভরত কশ্যপ শাখা-মৃগ হনূমান॥
গন্ধর্ব্বের মধ্যে কলানাথ সার দল।
তুম্বুরু আসোষ দেসা হো-হা-ই কোহল।
হাহা হূহূ রাবণ অর্জ্জুন নিরূপণ।
কিন্নর গায়ক যত কে করে গণন॥
এক দিন ব্রহ্ম-লোকে দেব-সভা হৈল।
মহারুদ্র ঈশ্বরের গুণ-গান কৈল॥
বাজায়্যা পিণাক-যন্ত্র নাচয়ে বেতাল।
মৃদঙ্গ বাজায় নন্দী, তাল দেই তাল॥
মহেশের গানে মগ্ন হৈলা দেবগণ।
বিষ্ণু হইলেন দ্রব তথির কারণ॥
হেন মতে গান-বিদ্যা প্রকাশ পাইল।
কলিযুগে নর-লোকে অনেকে শিক্ষিল॥

এইরূপে কলির অনেক দিন যায়।
সংগ্রহ করিল কালায়ত লোক তায়॥
পার্সীক ভাষায় লিপি করিয়া লইল।
সর্ব্বসাধারণ-বোধে কঠিন হইল॥
অধিকন্তু সংস্কৃত ভাষায় যা আছে।
তাহাও কঠিন প্রায় অনেকের কাছে॥
অতএব সেই সব গ্রন্থের বচন।
প্রাকৃত ভাষায় করিলাম সঙ্কলন।
সকল পণ্ডিতগণে করি পরিহার।
করপুট-পূর্ব্বকে আমার নমস্কার।
যদি কোন অশুদ্ধ দেখহ বুধগণ।
শুধিয়া দিবেন তবে এই নিবেদন॥
অপ্রাচর্য্য বাক্য যত আছে রচনায়।
প্রকাশিয়া রচিবার নাহিক উপায়
টীকা বিনা অর্থ পরিষ্কার নাহি হয়।
অতএব মনে বড় পাইয়াছি ভয়॥
কি করিব—ভাষা-কবিতার নাহি টীকা
পয়ার প্রবন্ধে বিরচিলাম ভূমিকা॥

গানের প্রামাণ্য।

সৃষ্টি-প্রক্রিয়া।

যেরূপে গানের সৃষ্টি, জ্ঞান-চক্ষে কর দৃষ্টি,
যোগ-সাধনার ন্যায় গান।
অসাধ্য সাধন নয়, অনায়াসে সিদ্ধি হয়,
নাদ শব্দ ইহার প্রমাণ ॥
সেই নাদ হৈতে বেদ, শুন তার পরিচ্ছেদ,
মহাশূন্যে হৈল এক শব্দ।
সে শব্দ প্রণবময়, তারে নাদ-বিন্দু কয়,
শুনি দেবগণ হৈলা স্তব্ধ ॥
প্রণব শব্দ বিধান, দ্বিজের প্রতি নিধান,
অন্য পক্ষে অনুচ্চার্য্যমান।
তথাপি তাহার ভাবে, অতি কৌশল প্রভাবে,
বুঝাইব রচনা-প্রমাণ ॥
কেন বুঝাইতে চাই, তার কারণ জানাই,
মনোযোগ সকলে করহ।
সর্ব্ব জীবেরো অন্তরে প্রণব গগন-ভরে,
বিরাজ করেন বায়ু সহ ॥
বরঞ্চ এখনি তবে, পরীক্ষিয়া দেখ সবে,
গুহ্য কথা হইবে প্রচার।
করে আচ্ছাদি শ্রবণ, করি মুদ্রিত নয়ন,
মনন করহ একবার ॥

যথার্থ প্রণব-ধ্বনি, শুনিতে পাবে এখনি,
অবিরোধে হবে হৃদিবোধ।
সবার হৃদয়ে যাহা, রচিতে কি দোষ তাহা,
বিতর্কের নাহিক বিরোধ॥
অকার উকার নাদ, মকার শব্দ-সম্বাদ,
এ চারি প্রণব-জন্মদাতা।
বিষ্ণু সে অ-কার-স্বর, উ-কারেতে মহেশ্বর,
নাদ-শক্তি ম-কার বিধাতা॥
অ-কার পরে উ-কার, সন্ধি পায়্যা গুণ তার,
দুয়ে মিশি হইল ও-কার।
শিরে নাদ অর্দ্ধ ইন্দু, তাহাতে ম-কার বিন্দু,
এইরূপ প্রণব আকার॥
বর্ণরূপী দেবগণ, পাবে তার বিবরণ,
একাক্ষর-কোষ-অভিধানে।
অ-কেশব উ-শঙ্কর, ম-ব্রহ্মা তাহার পর,
নাদ শক্তি তন্ত্রের প্রমাণে॥
সেই নাদে পঞ্চভূত, সর্ব্ব জীবে আবির্ভূত,
বিশেষ করিয়া বলি তার।
পরমাত্মা মহাশূন্য, মহাশূন্য হৈতে শূন্য,
শূন্য হৈতে বায়ুর সঞ্চার॥
বায়ু হৈতে তেজরিতি, তেজে জল—জলে ক্ষিতি,
এই পঞ্চ পঞ্চগুণে বন্ধ

বিবরিয়া কহি পুনঃ এ পাঁচ ভূতের গুণ,
শব্দ স্পর্শ রূপ রস গন্ধ ॥
শব্দ গুণ গগনের, স্পর্শ গুণ পবনের,
রূপ গুণ তেজের ভূষণ ।
রস গুণ জল ধরে, গন্ধ গুণ ক্ষিতি পরে,
পরে পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়গণ ॥
শ্রবণেতে শব্দবোধ, ত্বচে স্পর্শ অনুরোধ,
চক্ষে রূপ—এরূপ সম্বন্ধ ।
রসনায় রসজ্ঞান, আঘ্রাণের গুন ধ্যান,
নাসিকায় বোধ হয় গন্ধ ।
এই পঞ্চ ভূতময়, চরাচর সৃষ্টি হয়,
নাদ-বিন্দু জীবেতে সঞ্চার ।
নাদ-বিন্দু জান্যো এই, জীব-আত্মা যেই,—সেই
প্রতিবিম্ব পরম আত্মার ॥
নাদের দুই প্রকৃতি, অকৃতি আর সুকৃতি,
পুনঃ তারা দুই নাম ধরে ।
অকৃতি সে ধ্বন্যাত্মক, সুকৃতি সে বর্ণাত্মক,
বিবরণ পাইবেন পরে ॥
ধ্বন্যাত্মক ধ্বনি তারা, নার্থ সার্থ দুই ধারা,
নার্থ সেই—অর্থ নাহি যায় ।
এই তার নিদর্শন, কি আঘাত কি পতন,
যেমন এমন অভিপ্রায় ॥

আঘাতে যে শব্দ হয়,　　সে শব্দ অর্থীয় নয়,
　　শব্দবোধ মাত্র সে কেবল।
পতনে যে শব্দ পাই,　　সে শব্দেরো অর্থ নাই,
　　এই মত বুঝিবে সকল ॥
সার্থ বলি তারে কয়,　　যে শব্দের অর্থ হয়,
　　বাদ্যাদির বর্ণন যেমন।
সুমৃদঙ্গ জয়ঢাক্,　　তাধিথুন্না কিটিতাক্,
　　ঝমক ঝমক ঝাঁঝাঁ ঝন।
বর্ণাত্মক শব্দ যারা,　　নিরাকার হয় তারা,
　　প্রতিমূর্ত্তি পঞ্চাশ প্রকার।
অ-ক আদি বর্ণগণ,　　স্বরে হলে বিশেষণ,
　　সকল শাস্ত্রের মূলাধার ॥
শ্রুতি স্মৃতি দরশন,　　অভিধান ব্যাকরণ,
　　পিঙ্গলাদি যাহাতে প্রকাশ।
আগম-তন্ত্র-পুরাণ,　　কাব্য জ্যোতিষ নিদান,
　　বিরচিত কবি সেনদাস ॥

স্বর-বিবেক।

নাদের বিহার শরীরের পঞ্চ স্থলে।
পঞ্চ প্রকারেতে পঞ্চ-কোষময় বলে ॥
অন্নময় কোষ, প্রাণময় কোষ পাছে।
জ্ঞানময় কোষ, মনোময় কোষ আছে।

সকলের শেষেতে আনন্দময় কোষ ॥
বিন্দু-সংযোগেতে জীব-আত্মা পরিতোষ ॥
অন্নময় কোষ—এই সমুদায় শির।
তাহাতে বেষ্টিত আছে সম্যক শরীর ॥
শিরমধ্যে প্রাণময় কোষের ভ্রমণ।
তাঁর আবির্ভাবে হয় জীবন-ধারণ ॥
প্রাণময় কোষ বায়ু-সহযোগে রয়।
সেই বায়ু মহাপ্রাণি-নাদের আলয় ॥
প্রাণময় কোষে সারভাগ ব্যবধান।
তিনি জ্ঞানময় কোষ বোধকে জন্মান ॥
জ্ঞানময় কোষ হৈতে কোষ মনোময়।
মনোময় কোষ হৈতে আনন্দ উদয়।
নাদ হৈতে নির্গত হইল সাত স্বর।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে নাম দিলা সোমেশ্বর ॥
যেই স্বর নাম দিলা মহেশ ঠাকুর।
কালায়ত লোক সেই স্বরে বলে সুর ॥
ষড়্জ ঋষভ গান্ধার মধ্যম পঞ্চম।
ধৈবত পরেতে শেষে নিষাদ নিয়ম ॥
স্বর ঋকারে ঋষভ গ্রন্থের প্রমাণে।
হল রি-কারেতে ব্যবহার সর্ব্বস্থানে ॥
মূর্দ্ধণ্য ষকারে খকারোচ্চারণ হয়।
দেশাচারে ষয়ে খয়ে হৈল বিনিময়

ষড়্জে খরজ, ঋষভে রিখভ হইল।
গম পধ চারি স্বর স্বভাবে রহিল॥
নিষাদে নিখাদ হইলেন তেকারণ।
খরজ নামেতে আছে ভিন্ন প্রকরণ॥
গর্দ্দভের আর এক নাম হয় খর।
তার রব-পরিমাণে হৈল আদ্যস্বর॥
খর হৈতে জন্ম নাম হইল খরজ।
কিন্তু সাধনের কালে হইবে ষড়্জ।
মূর্দ্ধণ্য ষকার হয় গ্রন্থের লিখন।
গায়কেরা করে দন্ত্য-স-কারোচ্চারণ॥
এই সাত স্বর সাধিবারে বুধগণ।
নিয়ম-পূর্ব্বক করিলেন নিরূপণ॥
আদ্য আদ্য অক্ষর প্রত্যেকে লবে গণি।
এই সাত নির্ণয়—সা রি গ ম প ধ নি॥
যদি কেহ কহেন, ষড়্জ শব্দ ছিল।
আদ্য ষকারে কেমনে আকার হইল॥
ইহার মীমাংসা এই কর অবধান।
ব্যবহার আছে যাহা, তাহাই প্রমাণ॥
সাধিবারে খরজ, অকার ভাল নয়।
আকারে উত্তম রূপে বিস্তরণ হয়॥
রাগ-রাগিণীর বাস স্বর্গের উপর।
কি প্রকারে তথাকারে যাইবেক স্বর॥

অতএব গান গুরু করিলা নির্ম্মাণ।
অপরূপ স্বর রূপ সাতটি সোপান॥
উঠিবে যখন—নাম তখন আরোহী।
সাধনেতে এ ভেদ, নাবিতে অওরোহী॥
মতান্তরে আরোহী—অরোহী নিরূপণ।
কেহ বা রোহী অরোহী করিলা লক্ষণ॥
আরো অওরো অথবা এমতি জানিবে।
সংস্কৃত অনুলোম বিলোম বুঝিবে॥

নাড়ী-নির্ণয়।

শরীরের মধ্যে তিন নাড়ীর বর্ণনা।
ইড়া আর পিঙ্গলা সুষুম্নার গণনা॥
নাভি-পদ্ম মূল বাঁধা, ব্রহ্মরন্ধ্রে শেষ।
থাকিবার স্থান আছে বিশেষ বিশেষ॥
বামভাগে ইড়া এইমত ক্রম তিনে।
মধ্যস্থলে সুষুম্না, পিঙ্গলা সে দক্ষিণে॥
এই তিন নাড়ীতে স্বরের অধিষ্ঠান।
বসতি-ভ্রমণ-হেতু ভিন্ন ভিন্ন স্থান॥

স্থানাভাবে নাড়ী-নির্ণয়-যন্ত্রের কিয়দংশ এই পৃষ্ঠায় এবং অপরাংশ পর-পৃষ্ঠায় মুদ্রিত হইল।

পিঙ্গলা	সুষুম্না	ইড়া
	নি	নি
	ধ	
নি		ধ
	প	
ধ		প

নাভিপদ্ম আদ্য ক্রমে উর্দ্ধে অবশেষ
বক্ষঃস্থল দ্বিতীয়, তৃতীয় কণ্ঠদেশ ॥
ব্রহ্মরন্ধ্র চতুর্থ, মুখের মধ্য পঞ্চ।
ম খরজাদি সপ্ত স্বর বসিবার মঞ্চ ॥
প ম মধ্যে মধ্যে দ্বাবিংশতি শোরতের বাস।
বিরচিত শ্রীরাধামোহন সেনদাস ॥

নাড়ীর বিশেষ বৃত্তান্ত। *

ম গ গ
ইড়াদি তিনের মূল-স্থান নাভি-দেশ
সঙ্গীতের অনুরোধে ব্রহ্মরন্ধ্রে শেষ ॥
রি কারণ, খরজ স্বর সাধন-সময়।
রি নাভি হৈতে বহির্গত করিবারে হয় ॥
মূলাধার পর্য্যন্তের প্রয়োজনাভাব।
অতএব সাধকেরা বুঝিবেন ভাব ॥
সা
পরে লিখিতেছি যোগশাস্ত্র-অনুসারে
রি সা নাড়ী শিরা তাবতের মূল মূলাধারে ॥

* ১২৫৬ সালের মুদ্রিত এবং সংশোধিত গ্রন্থে এইটুকু অতিরিক্ত আছে,—১২২৫ সালের গ্রন্থে নাই।

নাভি

স্বরের স্থান।

শরীরের মধ্যে স্বরেরা বিরাজে।
সবাকার জন্মস্থল তারো মাজে॥
খরজেরো জন্ম নাভি-পদ্ম-রাজে।
রিখভ তদূর্দ্ধে কি সুন্দর সাজে॥
পরে গান্ধারের বলে হৃদি সদ্ম।
বিধি মধ্যমের প্রতি কণ্ঠ-পদ্ম
তালুকা-প্রমাণে মানে পঞ্চমেরে।
ললাট প্রদেশে ধরে ধৈবতেরে॥
নিখাদেরো জন্ম অতি উচ্চ মানে।
তারে ব্রহ্মরন্ধ্র বলে জ্ঞানবানে॥
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে ভাষা ছন্দ-বন্ধে।
কৃত রাধামোহন সেন প্রবন্ধে॥

ব্রহ্মরন্ধ্র

নি
ধ
প
ম
গ
রি
সা

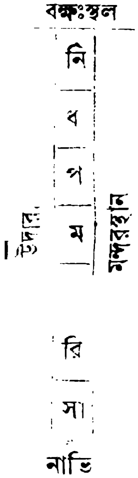
তারস্থান

কণ্ঠদেশ

নি
ধ
প
ম
গ
রি
সা

গ্রাম-প্রকরণ।

ইতোমধ্যে গ্রাম কহিলেন নীলকণ্ঠ।
নাভিপদ্ম—তদূর্দ্ধে ষোড়শদল কণ্ঠ॥
ব্রহ্মরন্ধ্রে সহস্রেক দলেতে বিশ্রাম।
উদারা মোদারা তারা নামে তিন গ্রাম॥
উদারা খরজ, মোদারা মধ্যম ধারা।
সকলের উচ্চ সে গান্ধার গ্রাম তারা॥
নির্গত উদর হৈতে—তদর্থে উদারা।
মধ্যস্থান হৈতে যে নিঃসরে, সে মোদারা॥



ব্রহ্মরন্ধ্র হৈতে যেই নিঃসরণ হয়।
সেইত গ্রামের নাম তারা বলি কয়॥
নাভি আর বক্ষোমধ্যে যে স্থল সম্যক।
মন্দর তাহার নাম প্রথম সপ্তক॥
বক্ষ হৈতে কণ্ঠদেশ অবধি যে স্থান।
দ্বিতীয় সপ্তক তার, নাম মধ্যস্থান॥
কণ্ঠে ব্রহ্মরন্ধ্রে এই নিয়ম-পূর্ব্বক।
নাম তার তার-স্থান তৃতীয় সপ্তক॥
তার শব্দে উচ্চৈধ্বনি,—দেখ অভিধান
ইহারি কারণে নাম দিলা তার-স্থান॥

ত্রিসপ্তকে তিন গ্রাম পশ্চাৎ আগত।
যন্ত্রে দৃষ্টি করিয়া হবেন অবগত॥

স্বরোৎপত্তির স্থান।

স্বরের উত্থান-উদাহরণ।
পরিমাণ-স্থান করি রচন॥
পণ্ডিতগণের সু-অনুভব।
কতগুলি পশু-পক্ষীর রব॥
খরজ-পরিমাণ খর-রব।
মতান্তরে শিখি-রবে উদ্ভব॥
রিখভ গাবী-রব-পরিমাণে।
মতান্তরে ভেক-চাতক-মানে॥

গান্ধার ছাগ-রব-পরিমাণ।
মতান্তরে গাবী-রব-প্রমাণ॥
মধ্যম বক-রবে অনুভব।
অন্যমতে বলে কোকিল-রব॥
পঞ্চম কোকিল-ধ্বনি মধুর।
তুরঙ্গম-রবে ধৈবত স্বর॥
নিখাদ সম্ভবে মাতঙ্গ-স্বরে।
স্বরের ধ্যান পাইবেন পরে॥
যেমন আকৃতি-রূপাধিকার।
অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেবা যার॥
অহর্নিশি অষ্ট প্রহর বার।
সমান ভাগে ভাগ সবাকার॥
যে যে রাগে, যে যে ঋতুতে গায়।
বিবরণ করি লিখিব তায়॥
এক যন্ত্রেতে দ্বিসপ্ততি ধাম।
যাহাতে বিশেষ বিশেষ নাম॥
ছয় স্বর ছয় রাগের পিতা।
শোরত রাগের মাতা মিলিতা।
এক স্বর, তার হীন তনয়।
অপুত্রক বলি তাহারে কয়॥
কহে সেনদাস পুরাণ-সূত্র।
ছয়-রাগ ছয় স্বরের পুত্র॥

সুরের নামাদি-নির্ণয়।

সুর	খরজ	রিখভ	গান্ধার	মধ্যম	পঞ্চম	ধৈবত	নিখাদ
আকৃতি	ব্রহ্মা	নারদ	অগ্নি	বিষ্ণু	ইন্দ্র	শিব	গণেশ
রূপ	রক্তবর্ণ	পাটলবর্ণ	পিঙ্গলবর্ণ	নীলবর্ণ	কৃষ্ণবর্ণ	শুভ্রবর্ণ	রক্তবর্ণ
সন্তান	ভৈরব	মালকোশ	হিন্দোল	দীপক	মেঘ	শ্রীরাগ	নিঃসন্তান
অধিকার	জম্বুদ্বীপ	প্লক্ষদ্বীপ	শাল্মলী	কুশদ্বীপ	ক্রৌঞ্চদ্বীপ	শাকদ্বীপ	পুষ্করদ্বীপ
অধিষ্ঠাত্রী	ব্রহ্মা	ব্রহ্মা	সরস্বতী	বিষ্ণু	শিব	শক্তি	সূর্য্য
"দিবা রাত্রি	৮।০-৩৬	৮।০-৩৪	৮।০-৩৪	৮।০-৩৪	৮।০-৩৪	৮০	৮।০-৩৫
বার	রবি	সোম	মঙ্গল	বুধ	বৃহস্পতি	শুক্র	শনি
ঋতু	হিম	শিশির	বসন্ত	গ্রীষ্ম	বর্ষা	শরৎ	

শোরতের নাম।

শরীরের মধ্যে অধ ঊর্দ্ধ—দীর্ঘস্থলী।
বাম হৈতে দক্ষিণ অবধি প্রস্থ বলি॥
এই দীর্ঘ প্রস্থে সপ্ত স্বর বিস্তারিয়া।
বসতি করেন সদা সস্ত্রীক হইয়া॥
প্রস্থ-ভাগে দ্বাবিংশতি নাড়ীর গাঁথনি।
সেই সব নাড়ী সপ্ত সুরের রমণী॥

স্বরের রমণীগণ যে যে নাম ধরে।
প্রকাশ করিয়া তাহা লিখিতেছি পরে ॥
সকলের সংজ্ঞা নাম বিখ্যাত শোরত।
বিশেষিয়া কহিব বিশেষ নাম যত ॥
সপ্ত স্বর দেখায়্যাছি ত্রিসপ্তক যন্ত্রে।
দ্বাবিংশতি শোরত দেখাইব ভিন্ন তন্ত্রে ॥
খরজ স্বরের হৈল এ চারি যুবতী।
তবররা কমোদতী মন্দা ছন্দোবতী ॥
রিখভের তিন ভার্য্যা কনক-লতিকা।
দয়াবতী আদি করি রঞ্জনী রতিকা ॥
গান্ধারের দুই নারী বলি বিবরিয়া।
প্রথমেতে রুদ্রা আর ক্রোধা সে দ্বিতীয়া
মধ্যম স্বরের হয় এ চারি রমণী।
বীজরেখা প্রসারিণী পার্ব্বতী মার্জ্জনী ॥
পঞ্চম যে স্বর, তার এ চারি রমণী।
যতী রক্তা সন্দীপনী আর আলাপনী ॥
ধৈবতের তিন জায়া জানাই লিখিয়া।
মদন্তী রোহিণী তার রমেয়া তৃতীয়া ॥
নিখাদ স্বরের দেখ এ দুই রমণী।
উগ্রা আর ছোভনী অর্থাৎ সে ক্ষোভনী ॥
স্বরের যে কর্ম্ম, শোরতের সেই কর্ম্ম।
স্পষ্ট অস্পষ্ট রূপেতে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম ॥

প্রকাশ স্বরের রূপ অতিস্পষ্ট রূপ।
অস্পষ্ট রূপেতে আছে শোরতের রূপ॥
প্রকাশ্যাপ্রকাশ্য দুই ভাবের প্রকাশ।
বিরচিত শ্রীরাধামোহন সেনদাস॥

শ্রুতি-রূপক-বর্ণন॥

পুরুষের এ স্বভাব গোপনীয় নয়।
স্ত্রীলোকের এই রীত ব্যবধানে রয়।
অতএব লোকাচার-মত ব্যবহার।
স্বর আর শোরতের প্রতি প্রতিকার॥
স্বরেরা পুরুষ, গতাগতি দূরাদূরে।
শোরত-রমণীগণ থাকে অন্তঃপুরে॥
বাহিরেতে যাতায়াত নহে এই জন্য।
কি জানি কখনো যদি দেখে কেহ অন্য॥
তেকারণে শোরতেরা আপনা সম্বরি।
অন্তরে থাকেন সদা বাহ্য পরিহরি॥
অর্থাৎ স্বরের রূপ প্রকাশকে পায়।
শোরতের রূপ সূক্ষ্ম রূপে দেখা যায়॥
শোরতের সকল স্বরের কাছে কাছে।
যথার্থ শ্রেণীপূর্ব্বকে অধোভাগে আছে॥
নিরীক্ষণ কর যন্ত্র পশ্চাৎ-লিখিত।
স্বর আর শোরতেরা একত্রে স্থাপিত॥

শ্রুতি-যন্ত্র।

	নি২	
ক্ষোভ		নী
উ	ধ৩	গ্রা
রমে		য়া
রোহি		ণী
মদ	প৪	ন্তী
আলা		পনী
সন্দী		পনা
র		ক্তা
য	ম৪	তা
মার্জ্জ		না
পার্ব্ব		তী
প্রসা		রিণী
বীজ	গ২	রেখা
ক্রো		ধা
রু	রি৩	দ্রা
রতি		কা
রঞ্জ		না
দয়া	সা৪	বতী
ছন্দো		বতী
ম		ন্দা
কমো		দত
তব		ররা

	নি৪	
অভ		ঙ্গী
ভ্রি		ঙ্গী
পর		ছন্না
লে	ধ৩	প্তা
সু		প্তা
ত্রিভ		ঙ্গী
সোর	প৩	ঙ্কা
ত্র		ঙ্কা
বয়ং		কা
মঙ্গ	ম৩	লা
সোকে		লা
কোকে		লা
কম	গ৩	লা
মোহ		না
শোভ		না
প্রবী	রি৩	ণা
নবী		না
বা		ণা
ম	সা৩	ধ্যা
মৃ		দু
অ		ত্যা
দী		প্তা

শ্রু	তি	যন্ত্র
রছ		সা
রসি		কা
আন		ন্দতা
ছোভ	নি৪	নী
উ		গ্রা
রমে		য়া
রোহি	ধ৩	নী
মদ		ন্তী
আলা		পনী
সন্দী	প৩	পনী
ছপ		কা
পরছা		রণী
বীজ	ম৩	রেখা
ক্রো		ধা
রু		দ্রা
রতি	গ৩	কা
রঞ্জ		নী

মতান্তরে খরজাদি ধৈবত এ ছয়।
প্রত্যেকের তিন ভার্য্যা করিলা নির্ণয়
ছয় সুরে অষ্টাদশ শোরত মিলন।
নিখাদের চারি ভার্য্যা কৈলা নিরূপণ॥
কোন মতে এই মত করিলেন ধার্য্য।
শোরতের অধঃসুর, ঊর্দ্ধ মতে কার্য্য॥
এই তিন মতে সুর শোরত বিরাজে।
পূর্ব্বে লিখিয়াছি ইড়া আদি নাড়ীমাজে
শোরত গলার স্বরে নামে রে নির্গতি।
জন্ম মাত্র লয় হয় জল-বিম্ব মত॥
কিন্তু শোরত হইতে সুর প্রকাশিত।
শ্রীরাধামোহন সেনদাস-বিরচিত॥

বিকৃত স্বরের লক্ষণ॥

সুর-ভাগ দুই প্রকার হয়।
শুদ্ধ সুর—সুর বিকৃত কয়॥
সপ্তদশ সুর দুয়েতে গণি।
শুদ্ধ সাত সা রি গ ম প ধ নি॥
দশ সুর হয় বিকৃত তার।
বিশেষ রূপেতে করি প্রচার॥
রিখভ গান্ধার মধ্যম পরে।
ধৈবত নিখাদ গণনা করে॥
এ পাঁচে বিকৃত হয় ঘটন।
নিজ স্থান ত্যাগ করে যখন॥

শ্রু	তি	যন্ত্র
দয়া		বতী
মন্দ	রিং	জরা
		ররা
কমো		দতী
	সাত	ন্দা

তেয়াগিয়া নিজ নিজ ভবন
পরস্পর ঘরে করে গমন ॥
সেই গমনের এ দুই মত ॥
অগ্রসর আর পশ্চাৎ-গত ॥
আগের স্বরের শোরতে লয় ।
প্রথম হইলে তেয়র কয় ॥
দ্বিতীয় শোরতে করয়ে ভর ।
তাতে হয় নাম তেয়র-তর
তৃতীয় গ্রহণে এই নিয়ম ।
হইবেক নাম তেয়র-তম ॥
চতুর্থ শোরতে করে সঙ্গম ।
তাতে নাম অতি-তেয়র-তম ॥
পশ্চাতে যে স্বর আছে নিয়ত ।
যখন লইবে তার শোরত ॥
প্রথম শোরতে লইলে পরে ।
তখন কোমল নাম সে ধরে ॥
দ্বিতীয় শোরতে যাবে যখন ।
পূর্ব্ব নাম তার হবে তখন ॥
পাঁচ স্বর প্রতি এ ভাব হয় ।
খরজ পঞ্চম স্বভাবে রয় ॥
নিজালয়ে দোঁহে বিরাজ করে ।
নাহি যায় অন্য স্বরের ঘরে ॥

যে যে স্বর যে যে ভাবেতে যায়।
বিশেষ করিয়া কহিব তায়॥
রিখভ তেয়র তেয়র-তর।
কোমল পূর্ব্ব চারি ভাব ধর॥
গান্ধার তেয়র তেয়র-তর।
তেয়র-তম সে তৃতীয় ঘর॥
অতি-তেয়র-তম তার পরে।
কোমল পূর্ব্ব ছয় ভাব ধরে॥
মধ্যম তেয়র তেয়র-তর।
কোমল এ তিন ভাবেতে ভর॥
তেয়র তেয়র-তর ধৈবত।
কোমল পূর্ব্ব চারি ভাবে গত॥
নিখাদ তেয়র তেয়র-তর।
তেযর-তমেতে করয়ে ভর॥
কোমল পূর্ব্ব পঞ্চ ভাবাপন্ন।
এরূপে বিকৃত স্বর সম্পন্ন॥
একের তেয়রাদি হয় যারা।
আরের কোমলাদি ঘটে তারা॥

বাদী স্বর-নির্ণয়।

বাদী আদি চতুর্ব্বিধ স্বর সহকারী।
বাদী সম্বাদী বিবাদী অনুবাদী চারি॥
বাদী স্বর সকল স্বরের রাজা-মত।
কারণ, তাবৎ স্বর তার অনুগত॥
যেমন জীবেতে প্রাণ একই কারণ।
সেই মত বাদী স্বর রাগের জীবন।
অর্থাৎ রাগের অঙ্গে যে স্বর প্রধান।
সেই স্বরে বাদী বলি করিলা বাখান॥
বাদী সঙ্গে যে সকল স্বরের মিলন।
সম্বাদী তাহারে কহিলেন বুধগণ॥
সম্বাদীকে বাদীর অমাত্য বলি কয়।
দুই স্বর মধ্যেতে সম্বাদী স্বর হয়॥
যেমন খরজ হৈতে পঞ্চমে উঠিতে।
কিংবা পঞ্চম হইতে খরজে নাবিতে॥
মধ্যে এই তিন স্বরে সম্বাদী জানায়।
অষ্টমাদি দ্বাদশ শোরতে স্থান পায়॥
রাগের সৌন্দর্য্য হয় যে স্বর শোরতে।
সেইতো বিবাদী নাদ-পুরাণের মতে॥
সকলের শেষে যেই স্বরের মিলন।
অনুবাদী তাহাকে বলেন মুনিগণ॥

অনুবাদী পূর্ব্বের তিনের অন্তে বটে।
কিন্তু ভৃত্যবৎ—বাদী স্বরের নিকটে॥

মূর্চ্ছনাগণের নাম।

মূর্চ্ছনায় রাগাদির লক্ষণ জানায়।
সম্পূরণ খাড়ো ওড়ো এ তিন ধারায়॥
সম্পূরণ সেই, যাতে সাত স্বর থাকে।
ছয় স্বর থাকিলে, বলিব খাড়ো তাকে॥
পাঁচ স্বরে ওড়ো বলি করিলা নির্ণয়।
চারি স্বর ক্রমে ন্যূন, তায় তান হয়॥
মূর্চ্ছনা-মিলনে তান অসঙ্খ্য গণনা।
সঙ্খ্যায় পঞ্চ সহস্র চল্লিশ বর্ণনা॥
প্রতি গ্রামে সাত স্বরে একুশ মূর্চ্ছনা।
কিম্বা প্রতি স্বরে তিন গ্রামের গণনা॥
শোরতের সংস্রব সাত স্বর অঙ্গে।
মূর্চ্ছনা সম্বন্ধ রাখে তিন গ্রাম সঙ্গে॥
ঊনপঞ্চাশৎ ঘরে মূরছনা হয়।
গোষ্ঠ বলি তাহাকে পণ্ডিতগণ কয়॥
আরো আর অওরো দুয়েতে মূরছনা।
এই দুই করিয়াছি পূর্ব্বেতে রচনা॥
একুশ মূর্চ্ছনা আর সকলের নাম।
তিন সপ্তকের ঘরে করয়ে বিরাম॥

তিন সপ্তকের অধোভাগে কর দৃষ্টি।
প্রথমে খরজ স্বরে মূর্চ্ছনার সৃষ্টি॥
ক্রমে এক স্বর ত্যজি ঊর্দ্ধেতে উঠিবে।
একুশ মূর্চ্ছনা তবে সম্পূর্ণ হইবে॥
সুরেশ্বরী বিশালা চক্রেতা মতান্তরে।
এই তিন মূর্চ্ছনা খরজ স্বরে ধরে॥
কিন্তু তিন সপ্তকে খরজ স্বরে লাগে।
এই মত সাত স্বরে আছে ভাগে ভাগে
ভিন্ন মত কারণে সংক্ষেপে লিখিলাম।
বিবরিয়া লিখিব গ্রন্থের মতে নাম॥
প্রথমে লিখিব তিন সপ্তকে বিশ্রাম।
পরে দেখাইব প্রতি স্বরে তিন গ্রাম॥

মূর্চ্ছনা-যন্ত্রাদি।

নি	গোপী	স্বর	মন্দর-স্থান	মধ্য-স্থান	তার-স্থান
ধ	বিস্তারিণী	নি	লজ্জা	সঙ্কোচী	গোপী
প	জমলী	ধ	আধারিণী	বিহারিণী	বিস্তারিণী
ম	আরামিণী	প	কোমলী	নির্মলী	জমলী
গ	আলাপী	ম	বিশ্রামিণী	কামিনী	আরামিণী
রি	বয়ংকা	গ	আনন্দী	প্রলাপী	আলাপী
সা	প্রমোদিনী	রি	দীর্ঘা	শিখরা	বয়ংকা
নি	সঙ্কোচী	সা	আমোদিনী	বিনোদিনী	প্রমোদিনী

ধ	বিহারিণী
প	নির্মলী
	কামিনী
	প্রলাপী
রি	শিখরা
সা	বিনোদিনী
নি	লজ্জা
ধ	আধারিণী
প	কোমলী
	বিশ্রামিণী
	আনন্দী
রি	দীর্ঘা
	আমোদিনী

প্রথমে খরজ হৈতে ঊর্দ্ধতে ছুটিবে।
রি গ ম প ধ ভ্রমিয়া নিখাদে উঠিবে॥
নাবিয়া আসিয়া পুনঃ রিখবে ধরিবে।
দ্বিতীয় সপ্তকেরো খরজে আরোহিবে॥
নীচেতে আসিয়া পুনঃ গান্ধারে ধরিবে।
দ্বিতীয় সপ্তকে শেষ রিখভে করিবে।
অধোভাগে আসি পুনঃ মধ্যমে ধরিবে।
দ্বিতীয় সপ্তকে শেষ গান্ধারে করিবে
তথা হৈতে নিম্নভাগে নাবিবে পঞ্চমে।
দ্বিতীয় সপ্তক মধ্যে যাইবে মধ্যমে।
ধরিবে ধৈবতে আসি পূর্ব্বের নিয়মে।
দ্বিতীয় সপ্তকে শেষ করিবে পঞ্চমে॥
মন্দ্রের নিখাদে নাবিবে ধারামতে।
দ্বিতীয় সপ্তকে শেষ করিবে ধৈবতে।
এইরূপে তিন সপ্তকের বিবরণ।
মূর্চ্ছনার ঘরে পরে করিব রচন॥

মূর্চ্ছনার যন্ত্রাদি।

নি খাদে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো ধৈ বতে রবে॥
ধৈ বতে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো প ঞ্চমে রবে॥
প ঞ্চমে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো ম ধ্যমে রবে॥
ম ধ্যমে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো গা ন্ধারে রবে॥
গা ন্ধারে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো রি খভে রবে॥
রি খভে উঠিতে হবে। চতুর্থ সপ্তকেরো খ রজে রবে॥
খ রজে উঠিতে হবে। এই তার-স্থানেরো নি খাদে রবে॥
নি খাদ ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো ধৈ বতে ছাড়ে॥
ধৈ বত ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো প ঞ্চমে ছাড়ে॥
প ঞ্চম ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো ম ধ্যমে ছাড়ে॥
ম ধ্যমে ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো গা ন্ধারে ছাড়ে॥
গা ন্ধার ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো রি খভে ছাড়ে॥
রি খভ ক্রমেতে বাড়ে। তৃতীয় সপ্তকেরো খ রজে ছাড়ে॥
খ রজ ক্রমেতে বাড়ে। এই মধ্য-স্থানেরো নি খাদে ছাড়ে॥
নি খাদে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরো ধৈ বতে রয়॥
ধৈ বতে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরো প ঞ্চমে রয়॥
প ঞ্চমে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরো ম ধ্যমে রয়॥
ম ধ্যমে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরো গা ন্ধারে রয়॥
গা ন্ধারে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরা রি খভে রয়॥
রি খভে ধরিতে হয়। দ্বিতীয় সপ্তকেরো খ রজে রয়॥
খ রজে প্রথম লয়। এ মন্দর-স্থানেরো নি খাদে রয়॥

লিখিলাম চারি সপ্তকের বিবরণ।
মূর্চ্ছনা-মিলন অনুরোধের কারণ।

কারো শক্তি নাহি চতুর্থ সপ্তক মাজে ।
সাড়ে তিন সপ্তক সে বীণাযন্ত্রে বাজে ।
বোধ-হেতু ত্রিসপ্তকে মূর্চ্ছনার ঘর ।
এক সপ্তকের বাস গোষ্ঠের ভিতর ॥
গোষ্ঠের প্রথম ঘরে আরম্ভ করিবে ।
ক্রমে এক স্বর-ত্যাগে সমাপ্তি হইবে ॥
আরোতে প্রথম ধারা মূর্চ্ছনার রীত ।
অওরো দ্বিতীয় গোষ্ঠে তার বিপরীত ।

আরো

সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি
রি	গ	ম	প	ধ	নি	সা
গ	ম	প	ধ	নি	সা	রি
ম	প	ধ	নি	সা	রি	গ
প	ধ	নি	সা	রি	গ	ম
ধ	নি	সা	রি	গ	ম	প
নি	সা	রি	গ	ম	প	ধ

অওরো

নি	ধ	প	ম	গ	রি	সা
সা	নি	ধ	প	ম	গ	রি
রি	সা	নি	ধ	প	ম	গ
গ	রি	সা	নি	ধ	প	ম
ম	গ	রি	সা	নি	ধ	প
প	ম	গ	রি	সা	নি	ধ
ধ	প	ম	গ	রি	সা	নি

সা	রি	গ	ম	প	ধ	নি		নি	ধ	প	ম	গ	রি	সা
নি	সা	রি	গ	ম	প			ধ	প	ম	গ	রি	সা	নি
ধ	নি	সা	রি	গ	ম			প	ম	গ	রি	সা	নি	ধ
প	ধ	নি	সা	রি	গ	ম		ম	গ	রি	সা	নি	ধ	প
ম	প	ধ	নি	সা	রি	গ		গ	রি	সা	নি	ধ	প	ম
গ	ম	প	ধ	নি	সা	রি		রি	সা	নি	ধ	প	ম	গ
রি	গ	ম	প	ধ	নি	সা		সা	নি	ধ		ম	গ	রি

মর্চ্ছনা-প্রভেদালঙ্কারাদি।

মূর্চ্ছনার চারি বর্ণ বলিব বিস্তারি।
আস্থাই আরোহী আর অরোহী সঞ্চারী
যে স্বরে আরম্ভ, সেই স্বরে শেষ হয়।
আস্থাই-বরণ বলি তার নাম কয়॥
উঠিতে আরোহী আর অরোহী নাবিতে
একেবারে স্বর-উচ্চারণ সঞ্চারিতে॥
বর্ণ সম্বন্ধীয় ত্রিনবতি অলঙ্কার।
প্রথমে রচিব সপ্ত প্রকার তাহার॥
সংজ্ঞা নাম আস্থাই-বরণ অলঙ্কার।
অর্থাৎ আদ্যান্ত স্বর সমান তাহার॥
বিশেষ নামের এই শুনহ তদন্ত।
প্রস্ত-আদ্য প্রস্ত-অন্ত প্রস্ত-আদ্য-অন্ত॥

প্রস্ত-মধ্য প্রস্ত-ক্রম রঞ্জিত পশ্চাৎ
প্রস্ত-পরসাদ প্রস্ত-প্রস্থার বিখ্যাত

প্রস্ত-আদ্য।

প্রস্ত-আদ্য মতান্তরে ভেদ নাম ধরে।
নিয়ম-পূর্ব্বকে বাস করে সাত ঘরে॥
আদ্যান্তে খরজ মধ্যে রিখভ লইবে।
এরূপে প্রথম ঘরে সমাপ্তি হইবে॥
রিখভ দ্বিতীয় ঘরে আদ্য অন্তে রবে।
মধ্যেতে গান্ধার—এ নিয়মে সাঙ্গ হবে॥

সা রি সা   রি গ রি   গ ম গ   ম প ম
ধ নি ধ   নি সা নি

প্রস্ত-অন্ত।

প্রস্ত-অন্ত অলঙ্কারে কেহ বলে নন্দ।
আদ্য-অলঙ্কারের সমান তার ছন্দ॥
প্রথমে প্রথম স্বর প্রথম ঘরেতে।
মধ্যে রিখভ—খরজ তাহার পরেতে॥
সমভাবে দ্বিতীয় ঘরের সমাচার।
আদ্যান্তে রিখভ, মধ্য-স্থানেতে গান্ধার॥
কিন্তু এক এক স্বর দুই দুই বার।
এইরূপে ছয় ঘরে স্থান সমাধার॥

সাসা রিরি সাসা	রিরি গগ রিরি	গগ মম গগ
মম পপ মম	পপ ধধ পপ	ধধ নিনি ধধ

রূপক তালেতে করিবেন উচ্চারণ।
বিশেষ করিয়া বলি তার প্রকরণ॥
দ্বি-খরজ প্রথম তালেতে উচ্চারণ।
দ্বি-রিখভ দ্বিতীয় তালেতে আরোহণ॥
পুনঃ দুই খরজ নির্গত শূন্য-ভরে।
এইরূপে সাধনা করিবে প্রতি ঘরে॥

আদ্য-অন্ত মিলিত।

প্রস্ত-আদ্য অন্তে মতান্তরে বলে যত।
নিবেদন করিব তাহার যেই মত॥
আদ্য-ছন্দে আদ্য-অন্তে খরজ ধরিবে।
মধ্য হৈতে গান্ধার রিখভ উচ্চারিবে॥
দ্বিতীয় ছন্দে রিখভ মধ্যম গান্ধার।
শেষেতে রিখভ স্বর হবে পুনর্ব্বার॥
তৃতীয় ছন্দে গান্ধার পঞ্চম মধ্যম।
পুনঃ সে গান্ধার ষড়্-ছন্দে এ নিয়ম॥

সা গ রি সা	রি ম গ রি	গ প ম গ
ম ধ প ম	প নি ধ প	ধ সা নি ধ

প্রস্ত-মধ্য।

প্রস্ত-মধ্য অলঙ্কার অপূর্ব্ব গঠনা।
অন্যমতে সুম নামে হইল রটনা॥
প্রতি ছন্দে অষ্ট সুর করিয়া ঘটনা।
বিধিমতে ছয় ছন্দে করিবে পঠনা॥
প্রস্ত-আদ্য-অস্তের যেমন সুরাবলি।
এই অলঙ্কারের তেমতি সুরাবলি॥
কিন্তু প্রতি সুর ইথে যুগ্ম ধরিবেক।
এ নিয়ম-পূর্ব্বকে সমাপ্তি হইবেক॥

সাসা	গগ	রিরি	সাসা	রিরি	মম	গগ	রিরি
গগ	পপ	মম	গগ	মম	ধধ	পপ	মম
পপ	নিনি	ধধ	পপ	ধধ	সাসা	নিনি	ধধ

প্রস্ত ক্রম-রঞ্জিত।

প্রস্ত-ক্রম-রঞ্জিতে সংক্ষেপে করি স্তুতি।
বিবরণ করিতে বাহুল্য হয় পুঁতি॥
অতএব যেই রূপ দেখিবে পশ্চাতে।
প্রমাণ-প্রমাণে লিখি, প্রামাণ্য তাহাতে॥

সাগ রিগ মগ রিসা রিম গম পম গরি

গপ মপ ধপ মগ মধ পধ নিধ পম

পনি ধনি সানি পধ

প্রস্ত-পরসাদ।

প্রস্ত-পরসাদ ভাল মতে গড়্যাছিল।
বহু স্বর-মিলনে তাহার মুল্য ছিল॥
ভিন্নমত রূপ হাটে লইয়া চলিল।
প্রকাশ নামেতে তথা বিক্রয় হইল॥

সাসা রিরি গগমগ রিগ রিসা রিরিগগমমপমগমগরি

গগ মম পপ ধপ মপ মগ মম পপ ধধ নিধ পধ পম

পপ ধধ নিনি সানি ধনি ধপ

প্রস্ত-পরস্থার

প্রস্ত-পরস্থারে মতান্তরে বলে থালো।
গঠন গাঁথনি ক্রমে পরিচ্ছেদ ভালো॥
প্রত্যেকে প্রত্যেকে স্বর রচিতে বাহুল্য।
স্থূল আর বিশেষ অর্থাৎ দুই তুল্য॥

সাগ রিম মগ রিসা রিম গপ পম গরি

গপ মধ ধপ মগ মধ পনি নিধ পম

পনি ধসা সানি ধপ

অলঙ্কার উচ্চারণে হ্রস্ব দীর্ঘ আছে।
স্বরের হ্রস্বতা কি দীর্ঘতা—বুঝ পাছে॥
তাহা না বুঝিয়া তাকে অন্যথা মানিবে।
হ্রস্ব কাল দীর্ঘ কাল এমতি জানিবে॥
যখন বলিব হবে হ্রস্ব উচ্চারণ।
তখন বুঝিবে তাতে অতি অল্পক্ষণ॥
দীর্ঘ উচ্চারণ হবে কহিব যখন।
অতি অল্প দীর্ঘ কাল বুঝিবে তখন॥
হ্রস্ব শব্দে সময়েতে নহে গৌণ-কল্প।
দীর্ঘ শব্দে এই অর্থ বিলম্বের অল্প॥
উচ্চারণ ক্রিয়াপদে যোগ আছে কাল।
অতএব এ দুয়ের সংজ্ঞা ক্রিয়া-কাল॥
ইতোমধ্যে ইতর-বিশেষ এই কাল।
লঘু-গুরু-যোগে ক্রিয়া-কালে বলে তাল
ইতঃপর কহিব আরোহী অলঙ্কারে।
বিশেষণে অংশ করা দ্বাদশ প্রকারে॥

বিস্তরণ ১ পৃথক ২ অভোজি ৩ নিষ্কর্ষণ ৪।
আসেপ্ত ৫ রিংখিত ৬ রিষ্ট ৭ সন্ধ ৮ প্রবরণ ৯
সিদ্ধ-পরসাদন ১০ রোকত ১১ ওদাহত ১২।
আরোহী দ্বাদশ অলঙ্কার এ তাবত॥

বিস্তরণ।

বিস্তরণ অলঙ্কার বলি প্রথমত।
দীর্ঘ রূপে সাত স্বর করিবে নির্গত॥

সা ঋি গ ম প ধ নি

পৃথক।

পৃথক নামেতে সুগঠন অলঙ্কার।
প্রতি ছন্দে তিন স্বর হবে নয় বার॥
খরজ রিখভ আর গান্ধার প্রথম।
দ্বিতীয় ছন্দের রিখভ গান্ধার মধ্যম॥
এমতি নিয়ম ষড়্‌ছন্দ স্বর-চয়।
প্রতি ছন্দে প্রতি স্বর তিন গুণ হয়॥

সাসাসা	রিরিরি	গগগ	রিরিরি	গগগ	মমম
গগগ	মমম	পপপ	মমম	পপপ	ধধধ
পপপ	ধধধ	নিনিনি	ধধধ	নিনিনি	সাসাসা

অভোজি।

অতি সুনির্ম্মিত সে অভোজি অলঙ্কার।
আদ্য ছন্দে দুই স্বর খরজ গান্ধার॥
রিখভ দ্বিতীয় ছন্দে মধ্যমের সনে।
গান্ধার তৃতীয় ছন্দে পঞ্চম মিলনে॥
অর্থাৎ ক্রমিক তিন স্বর সাজাইয়া।
আদ্য অন্ত লইবেন মধ্যকে ত্যাগিয়া॥
সেই মধ্য স্বর দ্বিতীয় ছন্দে প্রথম।
ষড়্‌ছন্দে হ্রস্ব রূপে তাহার নিয়ম॥

| সাগ | রিম | গপ | মধ | পনি ধসা

নিষ্কর্ষণ।

নিষ্কর্ষণ অলঙ্কার কহি সবিশেষে।
খরজাদি সপ্ত পুনঃ, খরজ সে শেষে।
অষ্ট ছন্দে ষোল স্বর যমক হইবে।
হ্রস্বরূপে যুগ্ম যুগ্মে নির্গত করিবে॥

সাসা রিরি গগ মম | পপ ধধ নিনি সাসা

আসেপ্ত।

আসেপ্ত নামেতে এই মত অলঙ্কার ।
প্রথম তৃতীয় স্বর দুই দুই বার ॥
সমভাবে তৃতীয় পঞ্চম স্বর লবে।
হেন মতে সপ্ত ছন্দে ছন্দে ছন্দে হবে ॥

সাসা গগ	গগ পপ	পপ নিনি	নিনি রিরি
রিরি মম	মম ধধ	ধধ সাসা	

রিংখিতঃ।

রিংখিত নামের শুন কহি বিবরণ।
খরজ রিখভ প্রথমেতে উচ্চারণ ॥
পুনঃ রিখভেরে গান্ধারেরে মিলাইবে
গান্ধার মধ্যম সঙ্গে সংযোগ করিবে ॥
মধ্যম পঞ্চমে যোগ, পঞ্চম ধৈবতে।
ধৈবত নিখাদে, নিখাদ খরজ মতে ॥

সারি | রিগ গম মপ পধ ধনি নিসা

রিষ্ট।

রিষ্ট অলঙ্কার উচ্চারণেতে এমন
চন্দ্রকলা বৃদ্ধি হয় উদয়ে যেমন

চন্দ্রের বৃদ্ধির সংখ্যা পঞ্চদশ দিন।
কিন্তু সাঙ্গ সপ্ত ছন্দে কথিত প্রাচীন॥
প্রথম ছন্দেতে এক স্বরের নিবাস।
দ্বিতীয় ছন্দেতে দুই স্বরের প্রকাশ॥
এই রূপে সপ্ত ছন্দে স্বরগণ রবে।
প্রতি ছন্দে ক্রমে এক স্বর বৃদ্ধি হবে॥

সা সারি সারিগ সারি গম
সারি গম প সারি গম পধ সারি গম পধনি

সন্ধ

সন্ধ অলঙ্কারের কহিব বিবরণ।
আদ্য স্বর তিন বার দীর্ঘ উচ্চারণ॥
রিখভেরে হ্রস্ব উচ্চারণ তার শেষে।
দ্বিতীয় ছন্দের কথা কহি সবিশেষে॥
রিখভেরে তিন বার দীর্ঘরূপে লবে।
হ্রস্বরূপে গান্ধার অন্তেতে যোগ হবে॥
সপ্ত ছন্দে এই রূপে হইবে প্রকাশ।
বিরচিত শ্রীরাধামোহন সেনদাস॥

সাসাসা রি রিরিরি গ গগগ ম মমম প
পপপ ধধধ নি | নিনিনি সা

প্রবরণ।

প্রবরণ বিবরণ। ষষ্ঠ ছন্দে সমাপন॥
খরজ রিখভ দুয়ে। ত্রিগান্ধার অন্তে থুয়ে॥
দ্বিতীয় ছন্দের কথা। রিখভ গান্ধার তথা॥
শেষেতে মধ্যম তার। হইবেক তিন বার॥
প্রতি ছন্দে এই মত। করিবে স্বর নির্গত॥

| সারি গগগ | রিগ মমম | গম পপপ |
| মপ ধধধ | পধ নিনিনি | ধনি সাসাসা |

সিদ্ধ-পরসাদন।

সিদ্ধ-পরসাদন এমতি অলঙ্কার।
খরজ রিখভ হ্রস্ব, দীর্ঘ সে গান্ধার॥
দ্বিতীয় ছন্দেতে হ্রস্ব রিখভ গান্ধার।
শেষেতে মধ্যম দীর্ঘ উচ্চারণ তার॥
তৃতীয় ছন্দে গান্ধার মধ্যম পঞ্চমে।
ষড়শ্রেণী-বন্ধে সাঙ্গ এরূপ নিয়মে॥

| সারিগ রিগম গম প | মপ ধ পধ নি ধনিসা |

রোকত।

রোকতে খরজ-দ্বয় রিখভ গান্ধার।
হ্রস্ব তিন স্বর, দীর্ঘ শেষ স্বর তার॥

রিখভ দ্বিতীয় ছন্দে যমক আকার।
পূর্ব্বের বিধান-মতে তৃতীয় গান্ধার॥
হ্রস্ব তিন স্বর, দীর্ঘ মধ্যম সম্বন্ধে।
এরূপ নিয়মে সাঙ্গ ষড়্-শ্রেণী-বন্ধে॥

সাসা	রিগ	রিরি	গম	গগ	মপ
মম	পধ	পপ	ধনি	ধধ	নিসা

ওদাহত।

ওদাহত অলঙ্কার এমতি প্রকার।
চারি বার খরজ, রিখভ দুই বার॥
গান্ধার মধ্যম দুই স্বর শেষে যুক্ত।
এরূপ নিয়মে পঞ্চশ্রেণী-বন্ধে ভুক্ত॥

সা সা সা সা রিরি গম	রিরি রিরি গগ মপ
গ গ গ গ মম পধ	মম মম পপ ধনি
পপ পপ ধধ নিসা	

সঞ্চারী।

পঞ্চবিংশতি সঞ্চারী অলঙ্কার দীপ্ত।
মন্দর মন্দর-আদ্য আর পরশিপ্ত ॥
প্রসাদ মন্দ্র মধ্য উদিন উদ্দেম।
ওদাহত অলোকত সঙ্কোচত লেম ॥
পরেতে মন্দর-অন্ত, তদন্তে প্রস্তার।
দয়াবরত পশ্চাতে পৃথক হুঙ্কার ॥
স্বর অবরুত পরে রচিব রঞ্জিত।
সেনকরম লিখিয়া, লিখিব ললিত ॥
উজলত রুথাণত স্বুর আদিমান।
সতুরত প্রবরত্ত পরেতে বাখান ॥

মন্দর।

প্রথমে মন্দর অলঙ্কারের কথন।
খরজেরে তিন বার দীর্ঘ উচ্চারণ ॥
রিখভের একবার লঘু ব্যবহার।
পুনঃ সে খরজ হবে দীর্ঘ দুই বার ॥
রিখভ দ্বিতীয় ছন্দে হবে তিন বার।
এইরূপে ছয় ছন্দে সাঙ্গ অলঙ্কার ॥

সা সা সা	রি	সা সা
রি রি রি	গ	রি রি
গ গ গ	ম	গ গ
ম ম ম	র	ম ম
প প প	ধ	প প
ধ ধ ধ	নি	ধ ধ

মন্দরাদ্য।

দ্বিতীয় মন্দর-আদ্য এই পরিমাণ।
প্রতি ছন্দে চারি স্বর করিলা বিধান॥
প্রথমের চারি স্বর মন্দরে ধরিবে।
সমাপ্তি বিংশতি শ্রেণী-বন্ধতে হইবে॥

সা রিগম	মগ রিসা	সারি গরি	সারি গম
রি গমপ	পম গরি	রিগ মগ	রি গমপ
গ গপধ	ধ পমগ	গ মপম	গ মপধ
ম পধনি	নি ধপম	ম পধপ	ম পধনি
পধ নিসা	সা নিধপ	পধ নিধ	পধ নিসা

পরশিপ্ত।

পরশিপ্ত প্রতি ছন্দে তিন স্বর লবে।
নিয়মপূর্ব্বকে ছয় ছন্দে সাঙ্গ হবে॥
প্রথমে খরজ আর রিখভ গান্ধার।
পরে রিখভ গান্ধার মধ্যম তাহার॥
গান্ধার তৃতীয় ছন্দে মধ্যম পঞ্চমে।
উচ্চারণ করিবেন এরূপ নিয়মে॥

সারিগ | রিগম | গমপ মধপ পধনি ধনিসা

প্রসাদ।

প্রসাদ যাহারে বলি এই ধারা তার
প্রথম দ্বিতীয় স্বর লবে তিন বার॥
গান্ধার রিখভ শেষে একত্রে ধরিবে।
এই ছন্দে ষড়্‌ছন্দে সমাপ্তি করিবে॥

সারি সারি সারি	গ রি	রিগ রিগ রিগ	ম গ
গম গম গম	প ম	মপ মপ মপ	ধ প
পধ পধ পধ	নি ধ	ধনি ধনি পনি	সানি

মন্দর-মধ্য।

পঞ্চমে মন্দর-মধ্য পঞ্চবন্ধে শেষ।
প্রতি ছন্দে চারি স্বর কহিব বিশেষ।
দুই ছন্দ মধ্যের মন্দরেতে ধরিবে।
তিন তিন স্বর দীর্ঘরূপে উচ্চারিবে॥

সাগ রিগ	মগ রিগ	রিগ রিসা	সারি গম
রিম গম	পম গম	গম গরি	রিগ মপ
গপ মপ	ধপ মপ	মপ গগ	গম পধ
মধ পধ	নিধ পধ	পধ পম	মপ ধনি
পনি ধনি	সানি ধনি	ধনি ধপ	পধ নিসা

উদিন।

উদিনের ছন্দ অষ্ট স্বরেতে নির্ম্মাণ।
তিন চরণেতে ছন্দ করিলা বিধান॥
প্রথম চতুর্থ স্বরে প্রথম চরণ।
তৃতীয় চতুর্থ স্বরে দ্বিতীয় লক্ষণ॥
প্রথম দ্বিতীয় স্বর তৃতীয় চরণে।
তৃতীয় চতুর্থ চারি স্বরের মিলনে॥
এই মত নিয়ম-পূর্ব্বকে নিরূপণ।
পঞ্চদশ পদে পঞ্চ-ছন্দে সমাপন॥

সা ম	গ ম	সারি গম	রিপ	ম প	রিগমপ
গ ধ	প ধ	গম পধ	মনি	ধ নি	মপধনি
প সা	নি সা	পধ নিসা			

উদ্দেম।

উদ্দেমে খরজ সুর বারেক ধরিবে।
তিন বার উচ্চারণ মধ্যমে করিবে॥
নির্গত করিবে শেষে খরজ মধ্যমে।
পঞ্চ ছন্দে সমাধান এরূপ নিয়মে॥

সা	ম ম ম	সা ম
রি	প প প	রি প
গ	ধ ধ ধ	গ ধ
ম	নি নি নি	ম নি
প	সা সা সা	প সা

ওদাহৃত।

ওদাহত, এইমত, অবগত, হবে।
খরজেতে, রিখভেতে, প্রথমেতে, লবে॥
গান্ধারেরে, রিখভেরে, পরে টেরে, ধর।
এ সুছন্দ, ছয় ছন্দ, শ্রেণী-বন্ধ, কর॥

সা	রি		গ	রি
রি	গ		ম	গ
গ	ম		প	ম
ম	প		ধ	প
প	ধ		নি	ধ
ধ	নি		সা	নি

অলোকত।

অলোকত অলঙ্কার হবে এমতি প্রকার,
খরজেরে তিন বার, হ্রস্ব রূপে ধরিবে।
দ্বিতীয় চরণে তার মধ্যম সে তিন বার,
এইমত ব্যবহার, পঞ্চ ছন্দে করিবে॥

সা	সা	সা	ম	ম	ম
রি	রি	রি	প	প	প
গ	গ	গ	ধ	ধ	ধ
ম	ম	ম	নি	নি	নি
প	প	প	সা	সা	সা

সঙ্কোচত।

সঙ্কোচত মত সঙ্গীতে কয়।
খরজ মধ্যম দ্বিগুণ হয়॥
দ্বিতীয় চরণে আরোহী করে।
খরজ ক্রমেতে মধ্যমে ধরে॥
এরূপ নিয়মে স্বরেরা রবে।
পঞ্চ ছন্দ-বন্ধে সমাধা হবে॥

সা ম সা ম		সা রি গ ম
রি প রি প		রি গ ম প
গ ধ গ ধ		গ ম প ধ
ম নি ম নি		ম প ধ নি
প সা প সা		প ধ নি সা

লেম।

লেমের লক্ষণ বারো বরণে।
ছন্দ পরিমাণ তিন চরণে॥
চারি চারি স্বরে চরণ বাঁধা।
পঞ্চ ছন্দ-বন্ধে হবে সমাধা॥
আদ্যন্ত চরণে আরোতে লবে।
মধ্যের চরণ অওরো হবে॥

সা রি গ ম	ম গ রি সা	সা রি গ ম
রি গ ম প	প ম গ রি	ম প
গ ম প ধ	ধ প ম গ	গ ম প ধ
ম প ধ ন	নি ধ প ম	ম প ধ নি
প ধ নি সা	সা নি ধ প	প ধ নি সা

মন্দর-অন্ত :

দ্বাদশে মন্দর-অন্তে এই অর্থ করে।
অন্তরে চরণ সব ধরিবে মন্দরে॥
চতুর্দ্দশ অক্ষরেতে এইতো উপাঙ্গ।
দুই চরণেতে ছন্দ, পঞ্চ-ছন্দে সাঙ্গ॥
আদ্য পদে তিন স্বর দুই দুই বার।
শেষেতে রিখভ দুই বার পুনর্ব্বার॥
শেষ চরণে মধ্যম গান্ধার রিখভ।
পুনর্গান্ধার রিখভ খরজ সুলভ॥
এমতি নিয়মে প্রতি পদে বিবেচনা!
পয়ার-প্রবন্ধে অলঙ্কারের রচনা॥

সা সা রি রি গ গ রি রি	ম গ রি গ রি সা
রি রি গ গ ম ম গ গ	প ম গ ম গ রি
গ গ ম ম প প ম ম	ধ প ম প ম গ
ম ম প প ধ ধ প প	নি ধ প ধ প ম
প ধ ধ নি নি ধ ধ	সা নি ধ নি ধ প

পরস্তার।

পরস্তার ছন্দ অতি ক্ষুদ্রাকারে।
একাক্ষরী বন্ধ পদের প্রকারে॥

সা	ম
রি	প
গ	ধ
ম	নি
প	সা

দ্বিপদী প্রমাণে সুছন্দ তদাঙ্গ।
বিধি,—পঞ্চ-ছন্দ মতে সাঙ্গোপাঙ্গ॥
প্রথমেতে আদ্য সুরের প্রসঙ্গ।
তদন্তে চতুর্থ সুরেরো সুসঙ্গ॥
এরূপে সুরেরা সকলে প্রকাশে।
ভুজঙ্গ-প্রয়াতে কহে সেনদাসে॥

দয়াবরত।

চতুর্দ্দশে দয়াবরত বলি।
দুই পদে অষ্ট-সুর-আবলি॥
চারি সুরে তার ছাঁদের আধা।
দশ চরণেতে হবে সমাধা॥
খরজ গান্ধার আদি চরণে।
রিখভ মধ্যম সহ মিলনে॥
শেষের চরণ পরে ধরিবে।
ক্রমে চারি সুর আরো করিবে॥
দ্বিতীয় ছন্দের শুনহ কথা।
রিখভ মধ্যম গান্ধার তথা॥
তাহাতে মিলিত পঞ্চম সুর।
এরূপ নিয়মে সুর প্রচুর॥

সা	গ	রি	ম	সা	রি	গ	ম
রি	ম	গ	প	রি	গ	ম	প
গ	প	ম	ধ	গ	ম	প	ধ
ম	ধ	প	নি	ম	প	ধ	নি
প	নি	ধ	সা	প	ধ	নি	সা

পথক প্রকার এমতি হয়।
প্রথম চরণে খরজ-দ্বয়॥
রিখভ গান্ধার রাখিয়া দূরে।
দুই বার লবে মধ্যম স্বরে॥
দুই চরণের এইতো কথা।
দশ চরণেতে সমাধা তথা॥

সা সা	ম ম
রি রি	প প
গ গ	ধ ধ
ম ম	নি নি
প প	সা সা

হুঙ্কার।

সা সা	প প
রি রি	ধ ধ
গ গ	নি নি
ম ম	সা সা

হুঙ্কার সম্বাদি-স্বর-সমাজে।
গতি-বিধি আট পদের মাজে
খরজ প্রথম পদে বিরাজে।
দ্বিতীয় চরণে পঞ্চম সাজে॥
রিখভ তৃতীয় পদের কাযে।
ধৈবত চতুর্থ চরণে বাজে॥
নিবেদন করি পণ্ডিত-রাজে।
যুগ্ম রূপে স্বর লবে অব্যাজে

অবরত।

স্বর অবরত মত রচনে।
ছন্দ নিরূপণ সাত চরণে॥
যদি বিবরিয়া রচি বিষয়।
তাহাতে পুস্তক-বাহুল্য হয়॥
অতএব রচি সংক্ষেপমত।
যন্ত্রে দৃষ্টি কর স্বর তাবত॥

সা সা রি রি	গ গ রি রি	গ গ ম ম	গ গ রি রি
সা রি	রি গ	ম ম	৭ চরণ
রি রি গ গ	ম ম গ গ	ম ম প প	ম ম গ গ
রি গ	গ ম	প প	৭ চরণ
গ গ ম ম	প প ম ম	প প ধ ধ	প প ম ম
গ ম	ম প	ধ ধ	৭ চরণ
ম ম প প	ধ ধ প প	ধ ধ নি নি	ধ ধ প প
ম প	প ধ	নি নি	৭ চরণ
প প ধ ধ	নি নি ধ ধ	নি নি সা সা	নি নি ধ ধ
প ধ	ধ নি	সা সা	৭ চরণ

রঞ্জিত।

রঞ্জিতে খরজ গান্ধার সনে।
রিখভ গান্ধার সহ মিলনে॥
দ্বিতীয় চরণ প্রকার তারো।
ক্রমে চারি স্বর করিবে আরো॥
এরূপ নিয়মে বুঝিলে তবে।
দশ পদে সব সমাধা হবে॥

সা গ রি গ	সা রি গ ম
রি ম গ ম	রি গ ম প
গ প ম প	গ ম প ধ
ম ধ প ধ	ম প ধ নি
প নি ধ নি	প ধ নি সা

সেনকরম।

সেনকরমের এমতি রীত।
প্রথমতঃ সাত পদ রচিত॥

ক্রমে এক পদ হইবে হীন ;
সমাপন এক চরণাধীন।
প্রতি পদে দুই স্বর উঠিবে।
খরজ সবার শেষে যুটিবে॥
অথচ খরজ হইবে আগে।
সাত চরণের প্রথম ভাগে॥

সা রি	সা গ	সা ম	সা প	সা ধ	সা নি	সা সা
রি গ	রি ম	রি প	রি ধ	রি নি	রি সা	
গ ম	গ প	গ ধ	গ নি	গ সা		
ম প	ম ধ	ম নি	ম সা			
প ধ	প নি	প সা				
ধ নি	ধ সা					
নি সা						

মূর্চ্ছনার বিবরণ।

সরোবর বলি মূরছনায়।
সঞ্চারী বরণ সলিল তায়॥
সেই বারি ভেদি উঠিল মাঝে।
আরোহী নাম সে মৃণাল-রাজে॥
অলঙ্কার যার ললিত নাম।
এখানে সেতো সরসিজ-দাম॥

ছন্দমতে পঞ্চ-বিংশতি পদ।
সে সব জানিবে কমলচ্ছদ॥
বীজ-ভাবে যাবে এ সুর সাত।
আরোহী রূপেতে কমল-পাত॥
সাধকের স্বর-রূপ তপন।
বিকশিত করে তার কিরণ॥
সাধন প্রতিতে মধু-বিধান।
শ্রোতা-মধুকর করয়ে পান॥

সা সা ম মং গ গ	রি সা	সা রি	গ রি	সা রি গ ম
রি রি প প ম ম	গ রি	রি গ	ম গ	রি গ ম প
গ গ ধ ধ প প	ম গ	গ ম	প ম	গ ম প ধ
ম ম নি নি ধ ধ	প ম	ম প	ধ প	ম প ধ নি
প প সা সা নি নি	ধ প	প ধ	নি ধ	প ধ নি সা

উজলত।

উজলত ভাবে উজ্জল করে।
মানস-পুরের তামস হরে॥
অলঙ্কার ধুকধুকি-গঠন।
তাহাতে জড়িত নব রতন॥
মুরছনা রূপে মুকুতাবলি।
পদ-পরিচ্ছেদে প্রবাল বলি॥

ষড়জ রূপে সূর্য্যকান্তমণি।
রাজপট্টমণি ঋষভে গণি॥
গারুত্মত মণি গান্ধারে তায়।
মহানীলমণি মধ্যম তায়॥
পদ্মরাগ-মণি পঞ্চমে জানি।
মরকত-মণি ধৈবতে মানি॥
নীলমণি নাম যাহার জান।
নিখাদ বলিয়া তাহাকে মান॥
এ সব রত্নময়ে খচিত।
পঁচিশ রত্ন-কোষ-রচিত॥
জটা ধর শব্দ-মালাভিধান।
এ দুই গ্রন্থের এই প্রমাণ॥
যেই যেই নাম যে যে মণির।
এই দুই মতে পাইবে স্থির॥
যেই আদ্যবর্ণ যে রতনের।
সেই আদ্যবর্ণ যেই স্বরের॥
সেই স্বরে সেই মণি-ঘটনা।
এই মত পদ আর মুর্চ্ছনা॥
অতএব সাত মণির নাম।
বিধান সাত স্বরে করিলাম॥
এক স্বরে বিপরীত রটন।
শেষের অক্ষর দুই মিলন॥

দেখ মরকত আর ধৈবত।
দুয়ের অন্তের অক্ষর তত

সা গ	রি ম	ম রি	গ সা	সা রি গ ম
রি ম	গ প	প গ	ম রি	রি গ ম প
গ প	ম ধ	ধ	গ গ	গ ম প ধ
ম ধ	প নি	নি প	ধ ম	ম প ধ নি
প নি	ধ সা	সা ধ	নি প	প ধ নি সা

রুখাণত।

রুখাণত অলঙ্কারের ধ্যান।
ভাব-ঘটনায় কুসুমোদ্যান॥
যে যে কুসুমের নাম পঠিবে।
প্রথম অক্ষরে স্বর ঘটিবে॥
দশ চতুষ্কোণে দশ চরণ।
প্রায় চিত্রকাব্য মত রচন॥
পুষ্পবন্ধ ছন্দ ইহার নাম।
এ নাম নব্যমতে লিখিলাম॥
সেঁউতি গোলাব সুরসা গাঁদা।
চতুষ্কোণে চারি গুচ্ছের ছাঁদা॥
দ্বিতীয় চতুষ্কোণে শেফালিকা।
রঙ্গণ গণিকা আর মল্লিকা॥

তৃতীয় চতুষ্কোণে রক্তকুন্দ।
মন্দার রক্তবক মুচুকুন্দ॥
চতুর্থে রক্তকাঞ্চন প্রকাশ।
গন্ধরাজ মধুমল্লি পলাশ॥
পঞ্চম চতুষ্কোণে গন্ধবক।
পারুল গণিকা পারিজাতক॥
ষষ্ঠেতে গোলাব মাধবী লতা।
পদ্মকরবীর ধাতকী মতা॥
সপ্তমে মালতী ধুতুরা নাম।
মন্দার ধাতকী পুষ্পের দাম॥
অষ্টমে মন্দার পাটলার্জ্জিত।
ধুতুরা নিম্ব-তরু বিকশিত॥
নবমে পুন্নাগ আর নীলিকা।
পাটলী পরেতে নবমল্লিকা॥
দশমে পারুল ধাতকী পর।
নীলাঝিণ্টী শেষে স্বর্ণ-কেশর॥

সা গ সা গ	সা রি গ ম
রি ম রি ম	রি গ ম প
গ প গ প	গ ম প ধ
ম ধ ম ধ	ম প ধ নি
প নি প নি	প ধ নি সা

আদিমান।

স্বর আদিমানে এই নিয়ম।
দুই খরজার দুই মধ্যম॥
দ্বিতীয় প্রকারে রিখভ-দ্বয়।
পরে দুই বার পঞ্চম লয়॥
তৃতীয় বিধানে দুই গান্ধার।
ধৈবত শেষে হবে দুই বার॥
ছন্দ-পরিমাণ দুই চরণ।
বিংশতি স্বরে হবে সমাপন॥

সা	সা	ম	ম
রি	রি	প	প
গ	গ	ধ	ধ
ম	ম	নি	নি
প	প	সা	সা

সত্তরত।

সত্তরত মত এমত হবে।
প্রথমে খরজ রিখভ লবে॥
পরেতে গান্ধার রিখভ ধরি।
গান্ধার মধ্যমোচ্চারণ করি॥

গান্ধার রিখভ পুনঃ ধরিবে ॥
শেষে চারি স্বর আরো করিবে।
এই পাঁচ পদে ছন্দ-লক্ষণ।
হইবে পঞ্চ ছন্দে সমাপন ॥

সা সা	গ রি	গ ম	গ রি	সা রি গ ম
রি গ	ম গ	ম প	ম গ	রি গ ম প
গ ম	প ম	প ধ	প ম	গ ম প ধ
ম প	প	ধ নি	ধ প	ম প ধ নি
প	নি ধ	নি সা	নি ধ	প ধ নি সা

পবরতর।

পবরতর ত বিংশতি স্বরে।
বাস করে দশ চরণ-পুরে ॥
প্রথমে খরজ গান্ধার হবে।
পরেতে মধ্যম রিখভ লবে ॥
কিন্তু চারি স্বর এক-মিশালে।
নির্গত করিবে একই তালে ॥
এরূপ নিয়মে হইবে শেষ।
কবি সেন-দাস কহে বিশেষ ॥

সা গ	ম রি
রি ম	প গ
গ প	ধ ম
ম ধ	নি প
প নি	সা ধ

অন্য দ্বাদশ অলঙ্কার।

সাঙ্গ হইল তিন বরণের অলঙ্কার।
পরেতে লিখিব অন্য দ্বাদশ প্রকার
মহাদিজর নির্দ্দোষ দারু ইন্দ্রনীল।
সদানন্দ চক্রাকার তুরঙ্গ কোকিল॥
সুর শঙ্খ পদ্ম সকলের শেষ জব।
বিশেষ বিশেষ রূপে বিরচিব সব॥

মহাদিজর।

পঞ্চাশ সুরেতে মহাদিজর-নির্ম্মাণ।
আদ্য পদে ক্রমে তিন সুরের উত্থান॥

পরে রিখভ তৎপরে খরজ রিখভ।
শেষ পদে ক্রমে চারি স্থরের স্থলভ॥
এই রূপে একই বারের নিরূপণ।
পাঁচ বারে অলঙ্কার হবে সমাপন॥

৮

সা রি গ	রি	সা রি	সা রি গ ম
রি গ ম	গ	রি গ	রি গ ম প
গ ম প	ম	গ ম	গ ম প ধ
ম প ধ	প	ম প	ম প ধ নি
প ধ নি	ধ	প ধ	প ধ নি র্সা

নির্দ্দোষ।

নির্দ্দোষ যাহার নাম—এ তার লক্ষণ।
খরজ রিখভ স্থর করিয়া মিলন॥
দুয়ে মিলাইয়া দুই বার উচ্চারিবে।
গান্ধার মধ্যম শেষ চরণে ধরিবে॥
করিবে রূপক তালে স্থর উচ্চারণ।
হেন মতে পাঁচ বারে হবে সমাপন॥

সা রি সা রি	গ ম
রি গ রি গ	ম প
গ ম গ ম	প ধ
ম প ম প	ধ নি
প ধ প ধ	নি সা

দারু।

দারু অলঙ্কার হয় এমতি প্রকার।
এক বার খরজ, নিখাদ তিন বার ॥
পুনর্বার একবার খরজ ধরিবে।
ধৈবতেরে তিন বার নির্গত করিবে ॥
এই রূপে সাত বারে খরজ প্রথম।
ধরিবে পরের স্বর বুঝিয়া নিয়ম ॥

সা	নি নি নি
সা	ধ ধ ধ
সা	প প প
সা	ম ম ম
সা	গ গ গ
সা	রি রি রি
সা	সা সা সা

ইন্দ্রনীল।

ইন্দ্রনীল অলঙ্কার ষাটি সুরে পূর্ণ।
প্রথমের চারি সুর উচ্চারণে তূর্ণ ॥
গান্ধার রিখভ পরে খরজ রিখভ।
শেষ পদে চারি সুর ক্রমেতে সুলভ ॥
নিয়মপূর্ব্বকে সুর নির্গত করিবে।
পাঁচ বারে অলঙ্কার সমাপ্তি হইবে ॥

সা রি গ ম	গ রি	সা রি	না রি গ ম
রি গ ম প	ম গ	রি গ	রি গ ম প
গ ম প ধ	প ম	গ ম	গ ম প ধ
ম প ধ নি	ধ প	ম প	ম ম ধ নি
প ধ নি সা	নি ধ	প ধ	প ধ নি সা

সদানন্দ।

সদানন্দ নামেতে বুঝায় সদাশিব।
অতএব শিব-নামাবলি বিরচিব ॥
সদাশিব রুদ্র গঙ্গাধর মহেশ্বর।
লেলিহান্ গিরীশ মহেশ পুরহর ॥
গৌরীপতি মৃগাঙ্ক-শেখর পশুপতি।
ধূর্জ্জটি করুণা কর অজ্ঞানের প্রতি ॥
মহাদেব পঞ্চানন ধনেশ-বান্ধব।
নীলকণ্ঠ!—আমি কিবা জানি তব স্তব ॥

পিনাকী ধূর্জ্জটি নীলকণ্ঠ সর্ব্বেশ্বর।
তাবৎ নামের আদ্য বর্ণ হৈতে স্বর॥
বিংশতি স্বরের ছলে সঙ্গে একতালা।
আরোহী অরোহীতে গাইবে নাম-মালা॥

সা	রি	গ	ম
রি	গ	ম	প
গ	ম	প	ধ
ম	প	ধ	নি
প	ধ	নি	সা

চক্রাকার অলঙ্কার।

চক্রাকার অলঙ্কারে এমতি ঘটিবে।
সাত রিখভের মধ্যে খরজ উঠিবে॥
দ্বিতীয় বারেতে সপ্ত গান্ধারের মেলা।
তার মাজে একাকী রিখভ করে মেলা॥
পরে সাত মধ্যমের মধ্যেতে গান্ধার।
এরূপ নিয়মে হইবেক সাত বার॥

রি রি রি রি	সা	রি রি রি
গ গ গ গ	রি	গ গ গ
ম ম ম ম	গ	ম ম ম
প প প প	ম	প প প
ধ ধ ধ ধ	প	ধ ধ ধ
নি নি নি ন	ধ	নি নি নি
	নি	সা সা

তুরঙ্গম অলঙ্কার।

মুর্চ্ছনার তুরঙ্গম বাটি গণনায়।
বাঁধা থাকে পঞ্চবিংশতি অশ্বশালায়॥
প্রথম শালায় দুই, পরে দুই হয়।
তৃতীয়তে দুই, চতুর্থেতে দুই রয়॥
পঞ্চম শালায় চারি অশ্ব থাকে বাঁধা।
এই রূপ নিয়মেতে হইবে সমাধা॥
উর্দ্ধপথে অশ্বগণ ছুটিবে যখন।
অরোহী-রশ্মি-প্রগ্রহে ফিরাবে তখন॥

সা রি	গ রি	সা রি	সা রি	সা রি গ ম
রি গ	ম	রি গ	রি গ	রি গ ম প
গ	প ম	গ ম	গ ম	
প ম	ধ প	ম প	ম প	ম প ধ ন
প ধ	নি ধ	প ধ	প ধ	প ধ নি সা

কোকিল অলঙ্কার।

পাইয়া বসন্ত-ঋতু কোকিল-ঝঙ্কার।
সপ্ত স্বর আরোহী অরোহীতে হুঙ্কার॥
প্রথমত ক্রমে তিন স্বরেতে কুহরে।
পরে ক্রমে চারি স্বরে কুহু কুহু করে॥
এরূপ ললিত ছন্দে বন্ধের প্রকার।
পাঁচ বারে সমাধা কোকিল-অলঙ্কার॥

সা রি গ	সা রি গ ম
রি গ ম	রি গ ম প
গ ম প	গ ম প ধ
ম প ধ	ম প ধ নি
প ধ নি	প ধ নি সা

স্বর অলঙ্কার।

স্বর শব্দে দেবতা—প্রমাণ অভিধান।
অতএব কৃষ্ণনামাবলির বিধান॥
ইতে সাত স্বর বুঝ পণ্ডিত-প্রধান।
ঝাঁপতালে গাইয়া করিবে সমাধান॥
সনাতন রমাপতি ওহে গদাধর।
মুরারি পুরুষোত্তম হে ধরণীধর॥
নারায়ণ—এই সাত নামে বারম্বার।
সংযোগ করিলে হবে স্বর-অলঙ্কার॥

সা রি	সা রি গ	সা রি গ ম
রি গ	রি গ ম	রি প ন গ
গ ম	গ ম প	গ ম প ধ
ম ম	ম প ধ	ম প ধ নি
প ধ	প ধ নি	প ধ নি

শঙ্খ অলঙ্কার।

শঙ্খ বাজাইবে সাত স্বরের উপরে।
প্রকরণ তাহার কহিব তাহা পরে
দীর্ঘরূপে খরজে বাজিবে দুই বার।
পরে নিখাদে ধৈবতে হ্রস্ব রূপ তার॥

দুই বার নিখাদে বাজিবে দীর্ঘ-কালে।
হ্রস্ব প্রকারে ধৈবতে পঞ্চম মিশালে॥
পূর্ব্বমতে দুই বার বাজিবে ধৈবত।
পঞ্চমে মধ্যমে বাজিবেক পূর্ব্বমত॥
বারে বারে ছয় বার এরূপে বাজাবে।
শঙ্খ অলঙ্কার তবে সমাপনে যাবে॥

সা সা	নি	ধ
নি নি	ধ	প
ধ ধ	প	ম
প প	ম	গ
ম ম	গ	রি
গ গ	রি	সা

পদ্ম অলঙ্কার।

পদম নামেতে অলঙ্কার মুনি-উক্ত।
অতএব পদ্মের নামেতে স্বর যুক্ত॥
সারস রাজীব তদুস্তে গোবিন্দাসন।
মহোৎপল পঙ্কজ করিয়া বিরচন॥
ধাতৃভু নলিন সাত নামে বারম্বার।
সংযোগে হইবে সাঙ্গ পদ্ম অলঙ্কার॥

৬

সা রি	সা সা সা	রি	গ গ
রি গ	রি	গ	ম ম
গ ম	গ গ গ		প প
ম প	ম ম ম	প	ধ
প ধ	প প	ধ	নি নি
নি	ধ ধ ধ	নি	স । সা

জব অলঙ্কার।

জবেতে খরজ ক্রমে নিখাদে উঠিবে
নিখাদ ক্রমেতে নীচে খরজে নাবিবে ॥
পুনঃ খরজ, ক্রমেতে ধৈবতে আরোহী।
ধৈবতের ক্রমে খরজেতে অওরোহী ॥
আর বার আদ্যক্রমে পঞ্চমেতে যাবে।
পঞ্চম ক্রমেতে আসি খরজেরে পাবে ॥
অর্থাৎ উভয় পদে কথিত প্রাচীন।
দুই মতে ক্রমে দুই স্বর হবে হীন ॥
আদ্য পদে অন্তে ক্রমে এক স্বর ত্যাজ্য।
অন্ত পদে আদ্যে ক্রমে সম ভাব বর্জ্জ্য ॥
আদ্য সাত পদ আদ্যে খরজ লইবে।
অন্তের খরজ অন্তে তেমতি হইবে ॥

সা রি গ ম' প ধ নি	নি ধ প ম গ রি সা
সা রি গ ম প ধ	ধ প ম গ রি সা
সা রি গ ম প	প ম গ রি সা
সা রি গ ম	ম গ রি সা
সা রি গ	গ রি সা
সা রি	রি সা
সা	সা

স্বর-খণ্ডের উপসংহার।

ছন্দ বন্ধ ঘর বার আদি নানা-মত।
অলঙ্কার-সমাপনে কহিয়াছি যত॥
সে সকলে গুণিগণ কহেন আয়র্ত্ত।
অর্থাৎ তাহার নাম জানিবে আবর্ত্ত॥
সাঙ্গ হৈল ছাপ্পান্ন প্রকার অলঙ্কার।
নাহি রচিলাম অন্য সাঁইত্রিশ প্রকার।
রচিয়াছি অলঙ্কার দ্বাদশ আরোহী।
সেইমত আছে আর দ্বাদশ অরোহী॥
কহিয়াছি সঞ্চারী আরোহী অলঙ্কার।
অরোহীতে আছে পঞ্চবিংশতি প্রকার

সে সব রচিলে অতি-বাহুল্য হইবে।
আরোহীর বিপরীত বুঝিয়া লইবে॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
স্বর-খণ্ড রচনা হইল সমাপন॥

গমক সমূহের নাম।

রাগের সৌন্দর্য্য হেতু প্রভু যোগেশ্বর।
গমকের সৃষ্টি কৈলা কহিতে বিস্তর॥
গায়ক সংহিতাকার যত বিবেচক।
বাছিয়া নিলেন ত্রয়োবিংশতি গমক॥
নামেতে নিস্পাত, আন্দোলত, পূরাহত।
আহত, কম্পিত, করওরি, প্রস্থাহত॥
সান্ত, তুরন্ত, ঘর্ষণ, অসপূরাহত।
আঘর্ষণ, অস্থিত, বায়মি, উত্রাহত॥
অওঘর্ষণ, জাওত, মুদ্রা, সোমস্থান।
অস্ত্রাহত, ঢাল, সুঢালা, কর্সোমস্থান॥
রাগ আর রাগিণীর রূপ-আলাপন।
গায়কের নিকটেতে করিবে শ্রবণ॥
কিম্বা বীণ অথবা সেতারা আদি তত।
শুনিবেন এরূপ তন্ত্রের যন্ত্র যত॥
তবে হইবেক বোধ গমক-বিষয়।
কেবল কথায় বোধ কভু নাহি হয়॥

তদন্তে রচিব রাগ-আদির লক্ষণ।
লক্ষণে ছয় প্রকার সঙ্কেত-বচন॥
সঙ্কেত-বচন এই পৃথক পৃথক।
বিনাশ, বর্জ্জিত, অংশ, মূর্চ্ছনা, গমক॥
গ্রহ,—আদি ছয় মত চিহ্নের বচন।
বচনের বিবরণ করিব রচন॥
রাগ-রূপ আলাপিয়া যেই স্বরে রয়।
বিনাশ বলিয়া সেই স্বর প্রতি কয়॥
রাগাদির অঙ্গে যেই স্বর হীন হয়।
বর্জ্জিত বলিয়া সেই স্বরের নির্ণয়॥
এক স্বর পুনঃ পুনঃ লাগে যদি রাগে।
সেই স্বর অংশ হয় লক্ষণের ভাগে॥
যেই স্বর হৈতে হয় রাগের উত্থান।
গ্রহ বলি সেই স্বরে করিলা বাখান॥
পূর্ব্বে কহিয়াছি তুই গমক মূর্চ্ছনা।
পরে রাগ লক্ষণের করিব বর্ণনা।

রাগ আদির লক্ষণ।

প্রথমেতে সম্পূরণ লক্ষণ জানায়।
সাত স্বর হৈতে জন্ম, অশীতি সঙ্খ্যায়॥
শ্রীরাগেতে গান্ধারের তেয়র অর্জ্জিত।
অরোহে গান্ধার আর ধৈবত বর্জ্জিত॥

খরজ রিখভ দুই স্বরে গৃহ তার।
মতান্তরে উত্রা নামে মূর্চ্ছনা প্রকার॥
তিন বার লাগিবেক খরজ প্রচুর।
সা রি গ ম প ধ নি সা এই মত স্বর॥ ১।
দীপক রাগের গৃহ গান্ধারে মানায়।
অংশ আর বিনাশ খরজ স্বর তায়॥
অরোহে মধ্যম আর নিখাদ বর্জ্জিত।
গান্ধার ধৈবত স্বর প্রচুর মিলিত॥
মতান্তরে মধ্যা নামে মূর্চ্ছনার বংশ।
তিন রূপে খরজ বিনাশ গৃহ অংশ॥
মালোয়া রাগের মত দীপকের ঠাট।
সারি গম পধ নিসা স্বরাবলি-পাট॥ ২॥
মালকৌশ রাগ পঞ্চ নামেতে পৃথক।
কৌশিক কোশক আর মঙ্গল-কোশক॥
মালব-কোশক তাতে তেয়র গান্ধার।
অরোহীতে গান্ধারে নিখাদে একাকার॥
মতান্তরে কাকলী নামেতে মুরছনা।
বিকল্পে খাড়োতে এই রাগের গণনা॥
গোঁড়ের ঠাটের মত ঠাটের বন্ধান।
সারি গম পধ নিসা স্বরের বিধান॥ ৩॥
গোঁড় রাগে গান্ধার তেয়র সংমিলিত।
অরোহে গান্ধার আর নিখাদ বর্জ্জিত॥

গৃহ তার খরজ করিলা নিরূপণ।
সারি গম পধ নিসা জাতি-সম্পূরণ ॥ ৪ ॥
মালোয়ার লক্ষণ জানিবে এ প্রকার।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল তাহার ॥
অরোহীতে এক ভাব স্বরেতে ঘটিবে।
গান্ধার নিখাদ স্বর তেয়র লাগিবে ॥
গৃহ তার খরজ স্বরের অবতংস।
খরজ রিখভ আর মধ্যমেতে অংশ ॥
নিখাদ উপরে হবে শক্তিরূপে ধ্বনি।
সা রি গ ম প ধ নি সা স্বরের গাঁথনি ॥ ৫ ॥
বিভাবে মধ্যম স্বর তেয়র প্রবল।
নিখাদ গান্ধার অংশ ধৈবত কোমল ॥
অরোহে মধ্যম আর নিখাদ বর্জ্জিত।
উত্থানের গৃহ তার গান্ধারে অর্জ্জিত ॥
পঞ্চম গান্ধার অংশ ধৈবত বিনাশ।
সারিগমপধনিসা স্বরের প্রকাশ ॥ ৬ ॥
দেশকারেতে গান্ধার নিখাদ তেয়র।
হইবেক অংশ গৃহ ধৈবত উপর ॥
অরোহে রিখভোপরে গান্ধার আসিবে।
নিখাদের উপরে খরজ প্রকাশিবে ॥
এরূপ করিলে পরে রিখভে নিখাদে।
অওঘর্ষণ গমক হবে অবিবাদে ॥

মতান্তরে খরজ বিনাশ গৃহ অংশ।
আমোদিনী নামে তাতে মূর্চ্ছনার বংশ ॥
কোনো মতে প্রথমা মূর্চ্ছনা তার বলি।
সারিগম পধনিসা এই স্বরাবলি ॥ ৭ ॥
বেলায়লী রাগিণীর এমতি লক্ষণ।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়র মিলন ॥
অরোহে মধ্যম আর নিখাদ বর্জ্জিত।
গান্ধার রিখভ গৃহ করিলা ধার্য্যিত ॥
মতান্তরে ধৈবত স্বরেতে গৃহ তায়।
অথবা কেবল গৃহ গান্ধারে জানায় ॥
কোনো মতে কহিলেন পণ্ডিত প্রাচীন।
ধৈবত বিনাশ অংশ গৃহ আদি তিন ॥
পূরবী মূর্চ্ছনা এই সকলের অধঃ।
স্বরের গাঁথনি ধনি সারি গম পধ ॥ ৮ ॥
ধনাশ্রীতে শুদ্ধ স্বর করিলা ধার্য্যিত।
অরোহে রিখভ আর ধৈবত বর্জ্জিত ॥
গান্ধারের গৃহ তাতে খরজেতে অংশ।
মধ্যম বিনাশ খাড়ো ওড়ো তিন বংশ ॥ ৯
বসন্তের লক্ষণ গুজরী সঙ্গে সম।
ঠাট মালোয়ার মত নাহি তর-তম ॥
গান্ধার নিখাদ দুয়ে তেয়র প্রকাশ।
খরজ স্বরেতে গৃহ মধ্যম বিনাশ ॥

মধ্যম নিখাদ দুই অরোহে বর্জ্জিত।
মতান্তরে কৈলা গৃহ গান্ধারেতে স্থিত॥
কোনো মতে কহিলেন পণ্ডিত প্রাচীন।
রিখভ বিনাশ অংশ গৃহ আদি তিন॥
শূন্যময় আর ফুলী—দুই মুরছনা।
রিগমপধনিসারি স্বরের রচনা॥ ১০॥
দক্ষিণ গুজরীর লক্ষণ গুজরীর।
ঠাট ধ্যান সমতুল্য বুঝিবে সুধীর॥
কেবল অন্যথা আছে অরোহে কিঞ্চিত।
গুজরীতে মধ্যম নিখাদ বিবর্জ্জিত॥
দক্ষিণ গুজরীর অরোহে এই রীত।
আনিবেন মধ্যমেরে গান্ধার সহিত॥
এক-যোগে নিখাদেরে ধৈবত সহিতে।
কদাচিৎ নাহি আনিবেন অরোহীতে॥ ১১॥
কুমারীর লক্ষণ গৌরীর মতে পাবে।
অন্যথা বিনাশ অংশ গৃহ তিন ভাবে॥
ধৈবত বিনাশ অংশ গৃহ সমিলন।
প্রতি স্বরে কম্পিত গমক ঘন ঘন॥ ১২॥
গৌরী লক্ষণে রিখভ ধৈবত কোমল।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়র প্রবল॥
রিখভ গৃহ নিখাদে অংশের চমক।
নিখাদের উপরেতে কম্পিত গমক॥

এই মত ব্যবহার অরোহে করিবে।
গান্ধার ধৈবত দুই স্বরেরে বর্জ্জিবে ॥
অরোহে গান্ধার স্বর যদি আস্থা হেন।
মধ্যম স্বরের আগে নাহি যায় যেন ॥
মতান্তরে প্রথমা নামেতে মূরছনা।
খরজ বিনাশ গৃহ করিলা রচনা ॥
রিখভ পঞ্চম দুই স্বরে তেয়াগিয়া।
ওড়ো মধ্যে রাখিলেন স্থাপিত করিয়া ॥ ১৩ ॥
শঙ্করাভরণে এই লক্ষণ জানিবে।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়র মানিবে ॥
খরজ গৃহ মধ্যমে অংশের চমক।
গান্ধার বিনাশ তাহে কম্পিত গমক ॥ ১৪ ॥
অর্জ্জুনের লক্ষণ গৌরীর ঠাট মত।
অন্যথা গান্ধার গৃহ ঐক্য সে তাবত ॥
অরোহে ধৈবত আর গান্ধার বর্জ্জিত।
এই মাত্র বিভিন্নতা-মত বিরচিত ॥ ১৫ ॥
টোড়ী লক্ষণে রিখভ ধৈবত কোমল।
খরজ গৃহ গান্ধার অংশ নিরমল ॥
ধৈবত বিনাশ কভু অরোহে বর্জ্জিত।
কদাচিৎ অরোহেতে পঞ্চম রহিত ॥
মতান্তরে স্বরেশ্বরী মূরছনা কয়।
মধ্যম বিনাশ অংশ গৃহ তিন হয় ॥ ১৬ ॥

সোরঠীর ঠাট—শ্রীরাগের ঠাট এক।
গৃহ তার রিখভ স্বরেতে হইবেক॥
খরজ পঞ্চম আকর্সোম গমকিত।
জাওত গমক হবে রিখভে মিলিত॥
মতান্তরে তিন বার পঞ্চমেরে লয়।
রিখভ বৰ্জ্জিত মতে খাড়ো জাতি কয়॥
কোনো মুনি কহিলেন মতে আপনার।
সোরঠীতে খরজ বৰ্জ্জিত তিন বার॥ ১৭॥
নারায়ণী রাগিণীর আকার-প্রকার।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়র তাহার॥
অরোহে মধ্যম আর নিখাদ বৰ্জ্জিত।
ধৈবত বিনাশ অংশ গৃহ গান্ধারীত॥ ১৮॥
রামকেলী রামকরী আর রামকলী।
এক রাগিণীর এই তিন নাম বলি॥
রিখভ ধৈবত স্বর কোমল উপর।
গান্ধার নিখাদ মধ্যম তেয়র-তর॥
অরোহে মধ্যম আর নিখাদ বৰ্জ্জিত।
ধৈবতের গৃহ অংশ পঞ্চমে অৰ্জ্জিত॥ ১৯॥
নাদ রামকর—ঠাটে গৌরীর সমান।
অরোহে গান্ধার হীন—খরজে উত্থান॥
মধ্যম স্বরেতে অংশ নিখাদ বিনাশ।
অথবা গান্ধার গৃহ মধ্যে করে বাস॥ ২০॥

সুঘরই লক্ষণেতে গান্ধার তেয়র।
পঞ্চম সুরেতে অংশ গান্ধারেতে ঘর
অরোহে মধ্যম আর ধৈবত ত্বরিত।
হইবেক নিখাদের সহিত বর্জ্জিত॥ ২১
চিত্রী লক্ষণে কোমল রিখভ ধৈবতে।
গান্ধার নিখাদ মধ্যম তেয়র মতে॥
নিখাদ সুরেতে গৃহ কৈলা নির্দ্ধারিত।
রিখভ ধৈবত দুই অরোহে বর্জ্জিত॥ ২২॥
দেশাক লক্ষণে রিখভ তেয়র-তর।
গান্ধার নিখাদ দুই সুরের তেয়র॥
আরোহীতে গৃহ তার গান্ধারে ধার্য্যিত।
অরোহে গান্ধার আর ধৈবত বর্জ্জিত॥ ২৩॥
কামোদীর গান্ধার তেয়রে অবিবাদ।
অরোহীতে বিবর্জ্জিত মধ্যম নিখাদ॥
গান্ধারেতে গৃহ অংশ ধৈবতের মত।
অথবা গান্ধার হীন, গৃহ সে ধৈবত॥ ২৪॥
গোপী কামোদীর এই লক্ষণ তাবত।
কামোদীর ঠাট মত গৃহ সে ধৈবত॥
হইবে নিখাদ সুর অরোহে বর্জ্জিত।
মধ্যম পঞ্চম সুরে গমক কম্পিত॥ ২৫॥
সারঙ্গের লক্ষণেতে এরূপ জানায়।
অতি-তেয়র-তম গান্ধার সুর তায়॥

মধ্যম তেয়র-তর ধৈবতেও বটে।
নিখাদ তেয়র গৃহ খরজেতে ঘটে॥
পুনঃ সে খরজ স্বর হইবে বিনাশ।
মধ্যম স্বরেতে অংশ সর্ব্বদা প্রকাশ॥ ২৬॥
দেওগান্ধারের গৃহ গান্ধারে নিবাস।
খরজ স্বরেতে অংশ করিবে প্রকাশ॥
রিখভ স্বরেতে গৃহ মানাবে যখন।
অরোহে গান্ধার হবে বর্জ্জিত তখন॥
কোনো মুনি অন্য মতে করিলা বর্ণনা।
দেওগান্ধারের জাতি ওড়োতে গণনা॥ ২৭॥
দেওগিরী রাগিণীর এমতি লক্ষণ।
গান্ধারের নিখাদের তেয়র গমন॥
ধৈবত তেয়র-তর গৃহ খরজের।
অরোহে বর্জ্জিত ধৈবতের গান্ধারের॥ ২৮॥
আসায়রী রাগিণীর সুন্দর লক্ষণ।
গৌরীর ঠাটের মত ঠাটের গঠন॥
গৃহ তার মধ্যম স্বরেতে সুপ্রকাশ।
ধৈবত স্বরেতে অংশ পঞ্চম বিনাশ॥
মুনিগণ করিলেন এই নির্দ্ধারিত।
অরোহে গান্ধার আর নিখাদ বর্জ্জিত॥ ২৯॥
// মনোহর রাগের লক্ষণ সুপ্রকাশ।
স্বর সব শুদ্ধ লাগে, খরজ বিনাশ॥

আরোহীতে করিলেন এরূপ ধার্য্যিত।
রিখভ গান্ধার আর মধ্যম বর্জ্জিত॥
খরজ হইতে স্বর ধৈবত অবধি।
আন্দোলত গমক হইবে নিরবধি॥
পুনঃ খরজ হইতে তার-স্থান গিয়া।
অরোহে মধ্যম স্বরে আসিবে ফিরিয়া॥
পুনঃ নিখাদে উঠিয়া মধ্যমে ফিরিবে।
নিস্পাত নামক প্রতি স্বরেতে করিবে॥
গান্ধার রিখভেতে গমক আন্দোলত।
খরজ স্বরেতে গ্রহ আরোহীর মত॥ ৩০॥
দেবয়তী রাগিণীর লক্ষণ সরল।
মধ্যম তেয়র-তর ধৈবত কোমল॥
রিখভ গ্রহ নিখাদ তেয়র ধার্য্যিত।
অরোহে ধৈবত স্বর বিকল্পে বর্জ্জিত॥ ৩১॥
বরারেকা নামেতে যাহার পরিচয়।
বরারী বলিয়া সেই রাগিণীরে কয়॥
সপ্ত প্রকার বরারী কৈলা নিরূপণ।
অতএব এখানেতে নাহিক লক্ষণ॥ ৩২
বরারীর লক্ষণ এরূপে প্রকাশিবে।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল লাগিবে॥
গান্ধার নিখাদ স্বর তেয়র জানায়।
মধ্যম তেয়র-তর অগ্রেতে মানায়॥

ধৈবত স্বরেতে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে।
কম্পিত গমক তায় নির্গত হইবে॥ ৩৩॥
শুদ্ধ বরারীর এই লক্ষণ বিমল!
রিখভ ধৈবত দুই স্বরের কোমল॥
পূর্ব্ব হইবেক তার গান্ধার উপর।
মধ্যম তেয়র-তর নিখাদ তেয়র॥
গৃহ ধৈবত মধ্যম অংশের প্রকাশ।
নিখাদ স্বরেতে তার হইবে বিনাশ॥ ৩৪॥
মনো-বোধী বরারীর অপূর্ব্ব লক্ষণ।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল মিলন॥
মধ্যম তেয়র-তর, গৃহ সে গান্ধার।
বিকল্পে ধৈবত গৃহ সম্ভবে তাহার॥ ৩৫॥
নাগ-বরারীর এই লক্ষণ প্রবল।
রিখভ পূর্ব্ব গমনে উদয় কোমল॥
শুনিতে আশ্চর্য্য এই গৃহের তদন্ত।
গান্ধার অবধি করে ধৈবত পর্য্যন্ত॥ ৩৬॥
বিবাগ-বরারীর লক্ষণ পূর্ণ ভাগে।
সুমিলনে মধ্যম তেয়র-তর লাগে॥
নিখাদ তেয়র পরে গৃহের তদন্ত।
গান্ধার অবধি করি ধৈবত পর্য্যন্ত॥ ৩৭॥
প্রতাপ-বরারী রাগিণীর সুলক্ষণ।
মধ্যম তেয়র-তর হইবে ঘটন॥

নিখাদ তেয়র তায় আরোহে ধরিবে।
গান্ধার স্বরেতে গৃহ নির্ম্মাণ করিবে॥ ৩৮॥
বিয়োগ-বরারী এই লক্ষণে ঘটিবে।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল উঠিবে॥
গান্ধার হইবে পূর্ব্ব বিধানের লাগি।
মধ্যম তেয়র-তর লক্ষণের ভাগী॥
পঞ্চম স্বরেতে গৃহ পাইবে প্রকাশ।
নিখাদ হইবে অংশ খরজ বিনাশ॥ ৩৯॥
খটের লক্ষণ তার এমতি প্রভাব।
রিখভ ধৈবত পায় কোমলের ভাব॥
গান্ধার নির্ম্মিত গৃহ মধ্যে করে বাস।
নিখাদ উপরে আসি হইবে বিনাশ॥ ৪০॥
টঙ্ক নাম যাহার—লক্ষণ এই তার।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল প্রকার॥
অরোহে নিখাদ আর মধ্যম বর্জ্জিত।
আভিরীর তাবৎ মূর্চ্ছনাতে মিলিত॥
পঞ্চমাংশ তস্য পরে গান্ধার ধরিবে।
কম্পিত গমক সঙ্গে নির্গত করিবে॥ ৪১॥
সৌদামিনী রাগিণীর এরূপ লক্ষণ।
রিখভ ধৈবত দুই কোমলে গমন॥
গান্ধার তেয়র-তম, মধ্যম তেয়র।
নিখাদ তেয়র গৃহ গান্ধার উপর॥ ৪২॥

কুরঙ্গে তেয়র-তর রিখভ মধ্যম।
হইবেক গান্ধার অতি-তেয়র-তম॥
নিখাদ তেয়র গৃহ খরজাবতংস।
পুনঃ খরজ বিনাশ পঞ্চমেতে অংশ॥ ৪৩॥
ত্রিবেণীর লক্ষণেতে অপূর্ব্ব ঘটন।
গৌরীর ঠাটের মত ঠাটের গঠন॥
অরোহে মধ্যম স্বর বিবর্জ্জিবে দূরে।
অংশ হবে খরজ রিখভ দুই সুরে॥ ৪৪॥
পুরবী রাগিণী রূপে সর্ব্ব সুলক্ষণা।
গৌরীর ঠাটের সঙ্গে ঠাঠের তুলনা॥
গান্ধার বিনাশ অংশ খরজে উত্থান।
গান্ধারে অওঘর্ষণ গমক বিধান॥
সেই গমকের গতি এমতি বুঝিবে।
তাহার মিলনেতে মধ্যম প্রকাশিবে॥ ৪৫॥
পুরবী-সারঙ্গ রিখভের গৃহে বাস।
পঞ্চম সুরেতে অংশ গান্ধার বিনাশ॥
সকল তানের শেষে গান্ধার ধরিবে।
অওঘর্ষণ গমক তাহাতে করিবে॥ ৪৬॥
সামন্ত রাগের এই লক্ষণ জানায়।
রিখভ তেয়র-তর লাগিবেক তায়॥
গান্ধার তেয়র হবে কথিত প্রাচীন।
খরজ বিনাশ অংশ গৃহ আদি তিন॥ ৪৭॥

মুকুন্দের লক্ষণেতে এমতি সন্ধান ।
নটের ঠাটের মত ঠাটের বন্ধান ॥
অরোহীতে মধ্যম বর্জ্জিত ভাব ধরে ।
গান্ধার নির্ম্মিত গৃহ মধ্যে বাস করে ॥ ৪৮ ॥
মারু রাগ শুদ্ধ স্বরে হইল নির্ম্মাণ ।
অরোহে ধৈবত হীন—গান্ধারে উত্থান ॥
গান্ধারেতে জাওত গমক অবিবাদে ।
আন্দোলত গমক সে ধৈবত নিখাদে ॥
আর সব স্বরেতে গমক অধিষ্ঠান ।
এই দুই সোম স্থান আকর্সোম-স্থান ॥ ৪৯ ॥
কল্যাণেতে মধ্যম তেয়র-তর লাগে ।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়রের ভাগে ॥
অরোহীতে মধ্যম নিখাদ বিবর্জ্জিত ।
গান্ধার স্বরেতে গৃহ করিলা ধার্য্যিত ॥ ৫০ ॥
আভিরীর লক্ষণেতে ধৈবত কোমল ।
নিখাদ তেয়র গৃহ খরজ বিমল ॥
প্রতি স্বরে কম্পিত গমক বারে বারে ।
অধিক লাগিবে কিন্তু ধৈবত গান্ধারে ॥
আরোহে অরোহেতে গমক অবতংস ।
খরজ পঞ্চম দুই স্বরে হবে অংশ ॥ ৫১ ॥
বড়হংস বুঝিবেন এরূপ লক্ষণে ।
ঠাটের তুলনা তার শঙ্করাভরণে ॥

অরোহীতে হইবেক গান্ধারের ধ্বংস।
খরজ বিনাশ গৃহ পঞ্চমেতে অংশ ॥ ৫২ ॥
কল্যাণ-বরারীর গান্ধার গৃহে বাস ॥
মধ্যম স্বরেতে অংশ পঞ্চম বিনাশ ॥
কল্যাণের যেমন ঠাটের পরিপাটি।
সেই মত ইঁহার ঠাটের আঁটিসাটি ॥ ৫৩ ॥
পটমঞ্জরীর ঠাট মালোয়ার সম।
মতান্তরে গৃহ তার খরজে নিয়ম ॥
অরোহীতে হইবে গান্ধার স্বরহীন।
পঞ্চম বিনাশ অংশ গৃহ আদি তিন ॥ ৫৪ ॥
এইতো গান্ধার-গৌর লক্ষণে জানিবে।
প্রথমে গান্ধার স্বর তেয়রে আনিবে ॥
গান্ধার ধৈবত গৃহে উত্থান তাহার।
নিখাদ পঞ্চম অংশ অথ বারম্বার ॥
রিখভ সে পঞ্চমের সহিত মিশিয়া।
পুনঃ পুনঃ রাগ-রূপে বসিবে আসিয়া ॥
পঞ্চম মিলায়্যা অঙ্গ খরজের অঙ্গে।
পাইবেক অংশ ভাব রিখভের সঙ্গে ॥ ৫৫ ॥
এই করণাট-গৌর রূপের সাগর।
রিখভ তেয়র-তর গান্ধার তেয়র ॥
খরজে উত্থান করি হইবে প্রকাশ।
মধ্যম স্বরেতে অংশ গান্ধার বিনাশ ॥

এইমত গুণিগণ কহিলা ধার্য্যিত।
অরোহে ধৈবত স্বর হইবে বর্জ্জিত॥ ৫৬॥
অনন্ত-গৌরের গৃহ ধৈবতে নির্ম্মিত।
অরোহীতে হইবেক পঞ্চম বর্জ্জিত॥
রিখভ স্বরেতে অংশ খরজ বিনাশ।
বিরচিত শ্রীরাধামোহন সেনদাস॥ ৫৭

নারায়ণ-গৌর বরণে আলো।
গান্ধার ভৈরব শোভিত ভাল॥
অরোহে রিখভ পঞ্চমোপরে।
গমক সোমিস্থান কেলি করে॥
সকল স্বরের উপরি-ভাগে।
ভাগ পূরাহত গমক লাগে॥ ৫৮॥
নট-নারায়ণ রাগের বেশ।
নহে বেলায়ল ঠাটে বিশেষ॥
অরোহে গান্ধার বর্জ্জিত হয়।
গান্ধার মধ্যম অংশেতে রয়॥
নিখাদ খরজ স্বরেতে ভাল।
ঢল ঢল ঢল গমক ঢাল॥
প্রতি স্বর প্রতি গমক ঘন।
ঘর ঘর ঘর অওঘর্ষণ॥
রাগের আলাপ বিরামে রবে।
রিখভ তাহাতে বিনাশ হবে॥ ৫৯॥

নটেতে রিখভ গৃহের ভাগে।
রিখভ ধৈবত তেয়র লাগে ॥
গান্ধার নিখাদ তেয়র পুনঃ।
অরোহে ধৈবত গান্ধার ন্যূন ॥ ৬০ ॥
সালঙ্গ নাটের লক্ষণ খাট।
সমান শঙ্করাভরণ ঠাট ॥
এতাবত মাত্র লক্ষণ পাই।
বিবরণ আর অধিক নাই ॥ ৬১ ॥
ছায়ানট ঠাঠ হয় এমন।
শঙ্করাভরণ ঠাট যেমন ॥
অরোহে নিখাদ গান্ধার ধ্বংস।
ধৈবতের গৃহ মধ্যম অংশ ॥
আলাপিয়া রাগ দেয় বিরাম।
খরজ স্বরের বিনাশ নাম ॥ ৬২ ॥
গান্ধার তেয়র কামোদ নটে।
অরোহে ধৈবতে বর্জ্জিত ঘটে ॥
খরজ বিনাশ গৃহ ধৈবত।
অংশের ভাবেতে মধ্যম গত ॥ ৬৩ ॥
আভিরী নটের ঠাট-সাগরে।
আভিরী রাগিণী ডুবিয়া মরে ॥
আরোহে ধৈবত হীন-প্রভাব।
মধ্যম স্বরেতে অংশের ভাব ॥

খরজের গৃহে করয়ে বাস।
গান্ধার স্বরেতে হয় বিনাশ ॥ ৬৪ ॥
কল্যাণ নটের লক্ষণ এই।
কল্যাণের ঠাটে একই সেই ॥
অরোহে গান্ধার ধৈবত হীন।
খরজের গৃহ কহে প্রাচীন ॥ ৬৫ ॥
গান্ধার নটের রূপে, বড় শোভা পায়্যাছে।
গান্ধারের ঠাট লয়্যা, নিজ অঙ্গ ছায়্যাছে ॥
গান্ধার নিখাদ ভাব, তেয়রেতে ধায়্যাছে।
গান্ধার স্বরেতে অংশ, পুনঃ পুনঃ গায়্যাছে ॥
অরোহী বর্জ্জিত মুখ, বিস্তরণে ভায়্যাছে।
ধৈবত গান্ধার এই, দুই স্বরে খায়্যাছে ॥ ৬৬ ॥
বরারী নটরূপ ধনে ধনী।
বরারীর মত ঠাট-বাঁধনি ॥
অরোহে ধৈবত গান্ধার ধ্বংস।
ধৈবতের গৃহ পঞ্চম অংশ ॥
খরজ বিনাশ তাহার পরে।
নিখাদ মধ্যম স্বরেরোপরে ॥
কম্পিত গমক অধিক ভাগে।
থর থর থর গতিকে লাগে ॥ ৬৭ ॥
সিন্ধোরী রাগিণী রূপে।
স্বর আছে শুদ্ধ রূপে ॥

গান্ধার নিখাদ দ্বয়।
অরোহে বর্জ্জিত হয়॥
ধৈবতের গৃহ কয়।
রিখভেতে অংশময়॥ ৬৮॥

নীলাশ্রী বিকৃত সুরে রূপেতে পরাজিবে।
খরজ গৃহ, কম্পিত গমকেতে বাজিবে॥
মধ্যম বিনাশ অংশ পঞ্চমে বিরাজিবে।
পঞ্চম বিনাশ অংশ মধ্যমেতে গাজিবে॥
রিখব বিনাশ অংশ গান্ধারেতে মাজিবে।
নিখাদ বিনাশ অংশ খরজেতে সাজিবে॥
উলত পুলত এই মত সুর রাজিবে।
খরজ অবধি তান পঞ্চমেতে ভাঁজিবে॥ ৬৯॥

ভখারী সুলক্ষণের অলঙ্কার পরিল।
রিখভ ধৈবত দুই কোমলেতে সরিল॥
গান্ধার নিখাদ সুর পূর্ব্ব ভাব ধরিল।
পুনঃ তারা অরোহী-সলিলে ডুবি মরিল॥
ধৈবত হইতে রূপ গাত্রোত্থান করিল।
খরজ বিনাশ অংশ পঞ্চমে আচরিল॥ ৭০॥

ভৈরবী তো রূপে ভালো, শ্রবণ-গগন আলো,
এ গগন দেখি কালো, আলাপনে কহিল।
হইতে খরজ-গেহ, উত্থান হইল দেহ,
সম্পূরণ ভাবে সেহ, শরীরেতে সহিল॥

অরোহীর দেখ রঙ্গ, গান্ধার নিখাদ অঙ্গ,
পাইয়া বর্জ্জিত সঙ্গ, অপ্রকাশে রহিল।
রিখভ আপন গুণ, করিতে অধিক গুণ,
যাতায়াতে পুনঃ পুনঃ, অংশ লয়্যা বহিল ॥ ৭১ ॥
দেশী রাগিণীর, সুন্দর শরীর,
রিখভ ধৈবত কোমল তায়।
অরোহে তাহার, নিখাদ গান্ধার,
এই দুই স্বর বর্জ্জিত পায় ॥
খরজে বিদিত, গৃহ নিরমিত,
তা হত্যা উত্থান হইল কায়।
রিখভ সঘনে, গমনাগমনে,
অংশ ভাব লয়্যা চলিয়া যায় ॥ ৭২ ॥
সালঙ্গোপাক্ষণ, অতি বিলক্ষণ,
যত কুলক্ষণ-ভয়ে ভাগিল।
রিখভ কোমল, গান্ধার কেবল,
তেয়রে প্রবল, গৃহ দাগিল ॥
ধৈবত বিনাশে, মধ্যমের পাশে,
ধৈবত প্রকাশে, অংশ মাগিল।
কম্পিত গমক, যমক যমক,
তাহাতে চমক সুরে লাগিল ॥ ৭৩ ॥
আনন্দ-ভৈরবে রূপের গর্ব্ব।
ঠাটে ভৈরবীরে করিল খর্ব্ব ॥

নিখাদ গান্ধার স্বরেতে পর্ব্ব।
বায়মি গমক লাগিবে সর্ব্ব ॥ ৭৪ ॥
শঙ্করানন্দের রূপ নিরুপম।
শঙ্করাভরণ ঠাট সনে সম ॥
রিখভ বিনাশ গান্ধার পঞ্চম।
অংশ আসে পুনঃ পুনঃ সমাগম ॥
সম্বাদী স্বরেতে এমতি নিয়ম।
কম্পিত গমকে নাহি তর-তম ॥ ৭৫ ॥
মালবী রাগিণী লক্ষণ প্রমাণ।
সিন্ধোরার মত সকলি সমান ॥
অরোহে কেবল এই মত মান।
নিখাদ লাগিবে ভাগ পরিমাণ ॥ ৭৬ ॥
রাজধানী রূপে অনেকে আকুল।
কল্যাণ রাগের ঠাট সানুকূল ॥
অরোহে গান্ধার আছে প্রতিকূল।
কম্পিত গমক স্বরের দুকূল ॥ ৭৭ ॥
স্বরদরী রূপ হইয়া প্রকাশ।
গৌরীর ঠাটেরে করিল গরাস ॥
পঞ্চমাংশ গৃহ খরজে নিবাস।
মধ্যম খরজ নিখাদ বিনাশ ॥ ৭৮ ॥
বয়রাটী গুরু লক্ষণে বিহীন ॥
খরজ বিনাশ গৃহ অংশ তিন ॥

সংক্ষেপ লক্ষণে কথিত প্রাচীন।
হইবে প্রথমা মূরছনাধীন ॥ ৭৯ ॥
মালশ্রী লক্ষণে শুদ্ধ স্বরগণ।
মধ্যমেতে গ্রহ করিলা বন্ধন ॥
ধৈবত হইলো অংশের কারণ।
পঞ্চমে বিনাশ কৈলা নিরূপণ ॥
উত্রা মুরছনা ইহাতে মিলন ॥
বিকল্পে খাড়োস্তে হইবে ঘটন ॥
শ্রীরাধামোহন করে নিবেদন।
সম্পূরণ রাগ হৈল সমাপন ॥ ৮০ ॥

খাড়ো রাগাদি।

এই স্বরে খাড়ো রাগাদি অর্জ্জিত।
লক্ষণে ত্রিংশৎ রূপ উপার্জ্জিত ॥
বর সাল রাগ পঞ্চম বর্জ্জিত।
খরজ স্বরেতে গ্রহের ধার্য্যিত ॥ ১ ॥
কলহংস, খাড়ো বংশ, অবতংস সজ্জন।
স্বভাবের, নাহি ফের, মধ্যমের বর্জ্জন ॥
এ গান্ধার, সুবিস্তার, গ্রহ তার মার্জ্জন।
অরোহের, হৈলটের, ধৈবতের নির্জ্জন ॥ ২ ॥
ধনাশ্রীতে শুদ্ধ স্বর লাগিবে।
ধৈবত বর্জ্জিত পথে ভাগিবে ॥

উত্থানে গান্ধার গৃহ দাগিবে।
খরজ কারণে অংশ মাগিবে॥
মধ্যম বিনাশে অনুরাগিবে।
রূপের প্রহার তবে জাগিবে॥ ৩॥
মালশ্রীতে শুদ্ধ সুর সহিল।
ধৈবত বর্জ্জিতানলে দহিল॥
উত্থান মধ্যম গৃহে বহিল।
ধৈবত সুরেতে অংশ চাহিল॥
পঞ্চম বিনাশ ভাবে রহিল।
বিকল্পেতে সম্পূরণ কহিল॥ ৪॥
রক্ত-হংস-রূপ এতাধিক।
গান্ধার বর্জ্জিত স্বাভাবিক॥
অরোহীতে বর্জ্জন অধিক।
নিখাদ ধৈবত দ্বিযৌগিক॥
খরজের গৃহে আশ্রমিক।
কথিত সুপণ্ডিত রসিক॥ ৫॥
উত্রা গুজরীতে ঠাট মালোয়ার।
দক্ষিণ গুজরী সমিভ্যারে তার॥
অন্যথা কেবল এরূপ প্রকার।
বর্জ্জিত হইবে ইহাতে গান্ধার॥ ৬॥
ফুলমতী শরীর গৌঁড়ের ঠাটে বাঁধনা।
মধ্যম বিবর্জ্জিত গান্ধার গৃহ ফাঁদনা॥

পঞ্চমাংশ খরজ অধিক ভাগে ছাঁদনা।
নিখাদ খরজ যোগে না করিবে সাধনা॥ ৭॥
তারক টোড়ীর, সুন্দর শরীর,
রিখভ ধৈবত কোমল ভাবে।
পঞ্চম বর্জ্জিত, তাহাতে ধার্য্যিত,
উত্থান ধৈবত গৃহ স্বভাবে॥
সদা সর্ব্বক্ষণ, গমনাগমন,
করয়ে মধ্যম অংশ প্রভাবে।
খরজের পাশ, হইল বিনাশ,
অন্য যত ভাব আছে অভাবে॥ ৮॥
গুণকলী রূপ প্রকাশ পায়।
রিখভ ধৈবত কোমল তায়॥
গান্ধার বর্জ্জিত ধৈবত গেহ।
গান্ধার স্বরেতে কহেন কেহ॥
কোনো মতে ওড়ো জাতি জানায়।
রিখভ ধৈবত বর্জ্জিতে যায়॥
নিখাদে গৃহাংশ আর বিনাশ।
অথবা খরজ গৃহেতে বাস॥ ৯॥
সুরোঠা ভাখারী একই দেহ।
মধ্যম বর্জ্জিত গান্ধার গেহ॥
অরোহে নিখাদ বর্জ্জিত পাশ।
পঞ্চম স্বরেতে অংশ বিনাশ॥ ১০॥

কঙ্গন রাগের রূপ নিয়ম।
ঠাটেতে শঙ্করাভরণ সম॥
পঞ্চম বর্জ্জিত গৃহ গান্ধার।
মধ্যম স্বরেতে অংশ তাহার॥ ১১॥
ঐরাবত ঠাটে কল্যাণ দেহ।
ধৈবত বর্জ্জিত গান্ধার গেহ॥
পঞ্চম স্বরেতে বিনাশ হয়।
অথবা খরজ বিনাশ কয়॥ ১২॥
তারক হিণ্ডোলের পরিচ্ছেদ।
হিণ্ডোল রাগেতে নাহিক ভেদ॥
তাবৎ লক্ষণে রূপে অভেদ।
কেবল উভয়ে জাতি-প্রভেদ॥
পঞ্চম রিখভ বর্জ্জিত হয়।
হিণ্ডোলেরে ওড়ো বলিয়া কয়॥
রিখভ স্থাপিত রবে যখন।
তারক হিণ্ডোল খাড়ো তখন॥ ১৩॥
প্রাণ-রাগে গৌরী ঠাটে অবাদ।
ধৈবত বর্জ্জিত গৃহ নিখাদ॥
আরোহেতে এই মত জানিবে।
রিখভেরে ত্যাজ্য বলি মানিবে॥ ১৪॥
বেহাগরা খাড়ো গ্রামের রাগে।
গান্ধার নিখাদ তেয়র লাগে॥

ধৈবত বর্জ্জিত ভাবানুরাগে।
অরোহী শাসনে রিখভ ভাগে॥
গান্ধার গৃহেতে সতত জাগে।
রিখভ অংশ বিনাশের ভাগে॥
মতান্তরে গৃহ পঞ্চমে দাগে।
গান্ধারে বর্জ্জিল আরোহী রাগে॥
দয়া নামে মূরছনার আগে।
আরোহী অরোহী বিভাগ মাগে॥ ১৫॥
খাম্বায়ত্তি রূপের বিবেচনা।
পঞ্চম বর্জ্জিত মত সূচনা॥
ধৈবত কোমলাংশ আলোচনা।
গৃহ বিনাশের সেই রচনা॥
অরোহীতে রিখভের মোচনা।
মতান্তরে পূরবী মূরছনা॥ ১৬॥
কুল-কল্পরূপে শ্রুতি-বিলাস।
গান্ধার তেয়র ধৈবত নাশ॥
গান্ধার বর্জ্জিত জাতি সন্তাস।
মতান্তরে সম্পূরণেতে বাস॥
ব্রতা মূরছনা তথা প্রকাশ।
ধৈবতের গৃহ অংশ বিনাশ॥ ১৭॥
বাহারীর ঠাট গৌরী প্রমাণে।
গান্ধার বর্জ্জিত স্বভাবে টানে॥

রিখভাংশ গৃহ খরজে আনে।
মধ্যম বিনাশ তাহাতে মানে॥ ১৮॥
শুন চক্রধর রাগের ধ্যান।
প্রকাশিল খাড়ো জাতীয় জ্ঞান॥
লইল বর্জ্জিত বিষের ঘ্রাণ।
তাহাতে পঞ্চম ত্যজিল প্রাণ॥
নটের ঠাটেতে পাইল ত্রাণ।
খরজ গৃহেতে হইল স্থান॥ ১৯॥
মঞ্জুঘোষা ঠাট শ্রীরাগাশ্রিত।
গান্ধার বর্জ্জিত জাতীয় রীত॥
অরোহে নিখাদ স্বর অস্থিত।
ধৈবত গৃহে আসি উপস্থিত॥ ২০॥
মালো গৌর ঠাট প্রকাশ পায়।
গৌরী রাগিণীর ঠাটে মিশায়॥
ধৈবত বর্জ্জিত রিখভ গেহ।
অরোহে বর্জ্জিত গান্ধার দেহ॥
যদ্যপি অরোহে গান্ধার লাগে।
মধ্যা মূরছনা প্রাপ্তির ভাগে॥
তখন পঞ্চমে আরব্ধ হবে।
পশ্চাতে মধ্যম স্বরকে লবে॥ ২১॥
খরজে উঠিয়া সালঙ্গ নাট।
ধরিল শঙ্করাভরণ ঠাট॥

গান্ধার বর্জ্জিত জাতীয় ধারা।
সম্পূর্ণ বলে,—মত-ভিন্ন যারা॥
খরজে নিখাদে নিয়মে হেন।
এই দুয়ে যোগ না হয় যেন॥
মধ্যম ধৈবত সমান ভাগে।
দুই দুই বার লাগিবে রাগে॥ ২২।
কল্পতরু ভাব তরুতে রাখা।
রিখভ গান্ধার এ দুই শাখা॥
তাহাতে ভৈরব পল্লব ভায়।
ধৈবত কণ্টক বর্জ্জিত তায়॥
জন্মিল রিখভ রূপ ধরায়।
খরজ বিনাশ কুসুম পায়॥ ২৩॥
মল্লারী খরজে উত্থান করে।
গৌরী রাগিণীর ঠাটেরে ধরে॥
নিখাদে বর্জ্জিত ভাব আচরে।
অরোহে গান্ধার সুরেরে হরে॥
মতান্তরে ওড়ো গ্রামে বিহরে।
রিখভ পঞ্চম বর্জ্জিত ভরে॥
ধৈবতাংশ গ্রহ বিনাশোপরে।
পূরবী মূরছনা ভাবে চরে॥ ২৪॥
ললতে গৌরীর ঠাটের চিন।
খরজে উত্থান নিখাদ হীন॥

মতান্তরে ওড়ো কহে প্রাচীন।
রিখভ ধৈবত বর্জ্জিতে ক্ষীণ ॥ ২৫
মেঘ নাদে রিখভ কোমল।
মধ্যম সে বির্জ্জতের তল ॥
উত্থানেতে খরজ মণ্ডল।
রিখভ গান্ধার অংশ স্থল ॥ ২৬ ॥
আসায়রী অতি রূপবতী।
গান্ধার তেয়রে করে গতি ॥
নিখাদের বর্জ্জিত ভারতী।
অরোহে গান্ধারে সেই গতি ॥
ধৈবতের গৃহেতে বসতি।
মধ্যমেতে অংশ অনুমতি ॥ ২৭ ॥
মনোহরা প্রকাশ পাইল।
ভৈরবীর ঠাটে মিশাইল ॥
গান্ধারের এ দশা হইল।
বর্জ্জিতের শরণ লইল ॥
অরোহে নিখাদ লুকাইল।
মধ্যমের গৃহে দাঁড়াইল ॥ ২৮ ॥
মালকৌশে পঞ্চম বর্জ্জিত।
গান্ধার তেয়রে অবস্থিত ॥
তাহাতে উত্থানের বিহিত।
খরজেতে গৃহ নিরূপিত

নিখাদ ধৈবত সংমিলিত।
অরোহে কোমলে উপস্থিত ॥
বিকল্পেতে প্রাচীন পণ্ডিত।
করিলেন সম্পূরণে স্থিত ॥ ২৯ ॥
সোরঠীর এমতি লক্ষণ।
রিখভ স্বরের বিসর্জ্জন ॥
আর সব রহিবে স্থাপন।
সম্পূরণ বিকল্পে যেমন ॥ ৩০ ॥
রাধামোহনের নিবেদন।
খাড়ো বংশ হৈল সমাপন ॥

ওড়ো রাগাদি।

পাঁচ স্বরে ওড়ো বংশ জাতির লক্ষণ।
রাগাদি ষোড়শ রূপ করিলা সৃজন ॥
ভৈরবের লক্ষণেতে কোমল ধৈবত।
গান্ধার নিখাদ দুই তেয়রেতে গত ॥
রিখভ পঞ্চম হীন ধৈবতে গৃহত্ব।
মধ্যমে নিখাদে হবে বিনাশের তত্ত্ব ॥
মতান্তরে ধৈবত বিনাশ গৃহ অংশ।
কোনো মুনি কহিলেন সম্পূরণ বংশ ॥ ১ ॥
পাঁচ স্বরে ভুপালীর শরীর আবৃত।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল বিকৃত ॥

মধ্যম নিখাদ স্বর হইবেক নাশ।
গান্ধার হইবে অংশ, রিখভ বিনাশ॥
কোনো মতে রিখভ পঞ্চম বিবর্জ্জিত।
কোনো মতে সম্পূরণ কুলে অবস্থিত॥
সেই মতে খরজেতে গৃহাংশ বিনাশ।
প্রথমা নামেতে মুরছনার প্রকাশ॥ ২॥
বঙ্গালীতে রিখভ ধৈবত ত্যাজ্য-তর।
মধ্যম তেয়র-তর, নিখাদ তেয়র॥
খরজেতে অংশ গৃহ বিনাশ রচনা।
প্রথমা নামেতে তাতে হবে মুরছনা॥ ৩॥
ধনাশ্রী রাগিণী সম্পূরণ প্রথমত।
খাড়ো জাতি পাইবেন ত্যজিলে ধৈবত॥
বর্জ্জিত করিলে দুই ধৈবত গান্ধার।
ওড়ো জাতি প্রাপ্তি হয়, এই সারোদ্ধার॥ ৪॥
মধমাধ মধ্যমের গৃহেতে উত্থান।
বিবর্জ্জিতে গান্ধার ধৈবত সমাধান॥
রিখভ নিখাদ আর মধ্যমেতে অংশ।
কোনো মতে রিখভ ধৈবত স্বর ধ্বংস॥
অথবা মধ্যম অংশ গৃহার বিনাশ।
মধ্যমের মুরছনা হইবে প্রকাশ॥
কোনো মুনি কহিলেন এমতি সম্ভব।
মধমাধ সম্পূরণ কুলেতে উদ্ভব॥ ৫॥

রে‌ওয়া রাগিণীতে গৌরী ঠাটের বন্ধান।
মধ্যম নিখাদ হীন, খরজে উত্থান॥
অরোহীতে গান্ধার পঞ্চম সমিভ্যার।
এক এক স্বর লাগে দুই দুই বার॥ ৬॥
ছায়া টোড়ী অঙ্গে বটে লাগে পাঁচ স্বর।
কিন্তু টোড়ী সঙ্গে তুলনায় নহে দূর
তাবৎ টোড়ীর মত নাহিক প্রভেদ।
নিখাদ পঞ্চম হীন এই মাত্র ভেদ॥ ৭॥
হংস-রাগে গান্ধার নিখাদ বিবর্জ্জিত।
রিখভ ধৈবত দুই কোমল আশ্রিত॥
মুনিগণ এই মাত্র করিলা লক্ষণ।
অতএব করিলাম সংক্ষেপে রচন॥ ৮॥
রত্নাবলী লক্ষণেতে তেয়র গান্ধার।
মধ্যম তেয়র-তর লাগিবে তাহার॥
রিখভ নিখাদ স্বর হইবেক নাশ।
গান্ধার স্বরেতে গৃহ পঞ্চম বিনাশ॥ ৯॥
হিণ্ডোলেতে ধৈবত কোমল ভাব ধরে।
রিখভ পঞ্চম দুয়ে বিসর্জ্জন করে॥
যদ্যপি রিখভ স্বরে স্থাপন আচরে।
তারক হিণ্ডোল হয়্যা, খাড়োতে বিহরে॥
রখভ ধৈবত দুই স্বর মতান্তরে।
গোপন করিয়া রাখে বর্জ্জিতের তরে॥

মধ্যম সুরের মুরছনা তদন্তরে।
কাকলী প্রভৃতি তারা রূপের উপরে ॥ ১০ ॥
কোকিল রাগের এই শুন পরিচয়।
কল্যাণের তাবৎ লক্ষণে ঐক্য হয় ॥
কি রূপ কি ঠাট, কিম্বা বিকৃত বিষয়।
তুল বটে, কেবল জাতীয় ধর্ম্ম নয় ॥
সম্পূরণ কল্যাণ কোকিলে ওড়ো কয়।
তার সাক্ষী মধ্যম নিখাদ হীন হয় ॥ ১১ ॥
জয়েত-গৌরীতে আর গৌরীতে অভেদ।
তেয়র কোমল ঠাটে নাহিক প্রভেদ ॥
অন্য কোনো মতে আর নাহি ভেদাভেদ।
কেবল জাতি-মাহাত্ম্য-গুণে আছে ভেদ ॥
তাতে গান্ধার ধৈবত অরোহে বিচ্ছেদ।
আরোহীতে ইহাতে বিচ্ছেদ-পরিচ্ছেদ ॥ ১২ ॥
গৌড়-শারঙ্গ—সে ওড়ো কুলে অবতংস।
গান্ধার ধৈবত স্বজাতীয় ধর্ম্মে * * *॥[১]

১ ১২২৫ সালের মুদ্রিত পুঁথির এ স্থানটুকু পড়া গেল না,—পোকায় কাটিয়াছে। ১২৫৬ সালের পুঁথিতে এইরূপ আছে,—

"গৌড়-শারঙ্গের ওড়ো কুলে অবান্তর।
গান্ধার ধৈবত রাগ রূপেতে অন্তর ॥
খরজ বিনাশে গ্রহে নহে ভাবান্তর।
মধ্যমাংশ শারঙ্গের ঠাটে নিরন্তর ॥"

ঠাটেতে সংযোগ আছে শারঙ্গের অংশ।
খরজ বিনাশ গৃহ মধ্যমেতে অংশ ॥ ১৩ ॥
মেঘের উদয় হইল খরজ-গগনে।
মতান্তরে সম্পূরণ কহে কোন জনে ॥
প্রথম তানের দ্বারে কৈলা গরজন।
খরজ রূপের তিন ধারা বরিষণ ॥
তিন ধৈবত মিলন বহে মহাবাত।
উত্রা মূরছনা চপলার যাতায়াত ॥
মহাশব্দে হইল বর্জ্জিত বজ্রাঘাত।
গান্ধার নিখাদ দুই পর্ব্বত-নিপাত ॥
শ্রোতা-চাতকের হৈল আশার সুসার।
ধৈবত বিকৃত ছলে ঘোর অন্ধকার ॥ ১৪ ॥
পঞ্চম রাগেতে লাগে তেয়র গান্ধার।
রিখভ পঞ্চম দুই বর্জ্জিত তাহার ॥
খরজে উত্থান করি হইল প্রকাশ।
মধ্যম সুরেতে অংশ মধ্যম বিনাশ ॥ ১৫ ॥
কেদারীতে গান্ধার নিখাদের তেয়র।
রিখভ ধৈবত হীন গান্ধারেতে ঘর ॥
তিন বার নিখাদ আসিবে পূর্ণভাগে।
মতান্তরে কাকলী মুর্চ্ছনা তাতে লাগে ॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
ওড়ো-কুলোদ্ভব রাগ হৈল সমাপন ॥

রাগ-আদির বর্ণ।

রাগ রাগিণীর তিন বর্ণের বর্ণন।
শুদ্ধ আর সালঙ্ক তৃতীয় সঙ্কীরণ॥
শুদ্ধ মহাশুদ্ধ এই দুই মত হয়।
বিশেষ করিয়া তার দিব পরিচয়॥
অন্য রাগ রাগিণী মিশ্রিত নাহি যায়।
কোনো মতে কারো ছায়া লাগে নাহি তায়
স্বর বিকৃত হইলে সালঙ্ক জানায়।
এই মত লক্ষণেতে শুদ্ধ বলা যায়॥
দেখ তার নিদর্শন—মল্লারাদি করি।
টোড়ী গৌরী নট আর রাগিণী গুজরী॥
স্বর শুদ্ধ থাকয়ে, শোরত পূর্ণ লাগে।
মহাশুদ্ধ বলি—সেই রাগিণী ও রাগে॥
তাহার প্রমাণ লিখি সঙ্গীত-তরঙ্গে।
যেমন বুঝিবে দুই—কানড়া শারঙ্গে॥
সালঙ্ক দু মত—স্বর-সালঙ্ক প্রথম।
রাগ-সালঙ্ক তাহার দ্বিতীয় নিয়ম॥
শুদ্ধের মধ্যেতে স্বর-সালঙ্ক গণনা।
পরে রাগ-সালঙ্কের করিব বর্ণনা॥
অন্য রাগাদির ছায়া যে করে ধারণ।
সে রাগ-সালঙ্ক,—পরে তার বিবরণ॥

শ্রীরাগে গৌরীর ছা[illegible], মেঘে মল্লারের ।
গান্ধারে সুহোর রঙ্গ, গৌরাতে গোঁড়ের
ভীমপলাশীর ছায়া—দীপকের কায়া ।
বভাস ধারণ করে ললিতের ছায়া ॥
ললিতে বসন্ত-ছায়া, সোরঠে সুহোর ।
কাফিতে কানড়া, ধনাশ্রীতে ভয়রোঁর ॥
বেলায়লে কানড়ার ছায়ার বিহিত ।
শ্রীরাধামোহন সেনদাস-বিরচিত ॥

সঙ্কীরণ নির্ণয় ।

সঙ্ক রণে দুই ধারা—তার বিবরণ ।
লঘু-সঙ্কীরণ আর মহাসঙ্কীরণ ॥
দুই শুদ্ধ রাগ হয় একত্রে মিলন ।
এই মত লঘু-সঙ্কীরণের লক্ষণ ॥
[illegible] রাগ জন্মে, শুন মহামতি ।
টোড়ী আর কানড়াতে ভৈরব মুরতি ॥
গৌরী আর কেদারে, কানড়া রূপবন্ত ।
ক দারা-কানড়া-যোগে জন্মিল সামন্ত ॥
শারঙ্গ-মল্লার হৈতে সম্পত হইল ।
কানড়া-মল্লারে মলরোহা জনমিল
মহা-সঙ্কীরণ হয় ত্রিবিধ প্রকার ।
সোরসা, সারসা আর সরসা তাহার ॥

লঘু গুরু দুয়েতে তিনের বিশেষণ।
থমে প্রকাশ লঘু-সোরসা লক্ষণ॥
শুদ্ধ আর সালঙ্কেতে হইলে ঘটন।
সেই লঘু-সোরসা তাহার বিবরণ॥
কানড়া সোরঠী দুই আড়ানার অঙ্গে।
গৌর-শারঙ্গের জন্ম পওরা-শারঙ্গে॥
গৌরী-গুজরীর যোগে পূরবী উদ্ভব।
টোড়ী আর ধনাশ্রীতে বরারী সম্ভব॥
সুরেওয়া রাগিণী হৈল গুজরী-রেওয়াতে।
গুরু-সোরসার ভাব প্রকাশ পশ্চাতে
শুদ্ধ আর সঙ্কীরণে হইলে মিলন।
তারে গুরু-সোরসা কহেন মুনিগণ॥
টোড়ী-বরারীতে ভৈরবী বলি।
গুজরী-দেশী-যোগে রামকলী॥
গোড়-মল্লারেতে গৌঁড়-মল্লারী।
টোড়ী আর বঙ্গালীতে ভাখারী
গৌরী-খটে দেশী রাগিণী বলি।
গুজরী মালোয়াতে গুণকলী॥
ধনাশ্রী-কানড়া-যোগে রেখব।
দেশী-টোড়ীতে দেশী-টোড়ী রব
কানড়া-কায়ায় পশিল নাট।
তাহাতে হইল কানড়া-নাট॥

মারু-কেদারায় একত্র করা।
তাহাতে জনমিল বেহাগরা॥
কেদারা-ইমনে একত্রে তারা।
খ্যাত হইল ইমন-কেদারা॥
পূরিয়া-কানড় একই ময়।
তাহাতে পুরিয়া-কানড়া কয়॥
ফরোদস্ত-কানড়া পরিপাটি।
এ দুই যোগেতে বলে বরাটী॥
কল্যাণ-কেদারা-মিলনে নাম।
বিখ্যাত কেদার-কল্যাণ ঠাম॥
শারঙ্গ-পূরবী রঙ্গে মিলিল।
তাহে দেওগিরি নাম হইল॥
শারঙ্গ-মিলনে নাটের নাট।
প্রকাশ পাইল শারঙ্গ-নাট॥
বরাড়ীর সনে মিলিয়া শ্যাম।
পাইলেন শ্যাম-বরারী নাম॥
টোড়ীতে পূরিয়া গেল মিলিয়া।
বিখ্যাত পুরিয়া-টোড়ী বলিয়া॥
শারঙ্গ,—অঙ্গ দিল বেলায়লে।
এ দুই মিলনে পুরিয়া বলে॥
শারঙ্গ-শ্রীরাগে মিলন হয়।
তাতে নাম পরদীপকী কয়॥

গৌরী জয়েতশ্রী যোগ-প্রকারে।
জয়েতী রাগিণী বলে তাহারে॥
লঘু-সারসার শুন কাহিনী।
তাহাতে কেবল এক রাগিণী॥
দুই সালঙ্কতে একত্র হয়।
তার নাম লঘু-সারসা কয়॥
শ্রীরাগ-ধনাশ্রী একই সাত।
বিথারা রাগিণী নাম বিখ্যাত॥
রাধামোহনের ভাষা সরসা।
পরেতে প্রকাশ—গুরু-সারসা॥

গুরু-সারসা।

সালঙ্কে মিলন, হয় সঙ্কীরণ,
গুরু-সারসা—এ মত।
তাহার প্রমাণ, দেখ বিদ্যমান,
যেমন পরে আগত॥
ধনাশ্রী-সুসঙ্গ, জয়েতশ্রী অঙ্গ,—
সংযোগে কল্যাণ হয়।
বেলায়ল সনে, কল্যাণ-মিলনে,
ভুপালী বলিয়া কয়॥
দেশকার-কায়, পূরবী মিলায়,
মালোয়া জনমে তায়।

ললতে বরারী, হয়্যা সহকারী,
বসন্ত নাম জানায় ॥
ললিত পঞ্চম, করিয়া সঙ্গম,
ললতেরে প্রসবিল।
ধনাশ্রী-ভৈরবে, মিলন সম্ভবে,
মালোশ্রী রূপ জন্মিল ॥
নাট-কেদারায়, মিলায়্যা দোঁহায়,
কেদার-নাট প্রকাশে।
ধনাশ্রী পূরিয়া, একত্র করিয়া,
পূরিয়া ধনাশ্রী ভাষে ॥
মালোশ্রী-মেঘেতে, মিলি একত্রেতে
প্রকাশিল মধ-মাধ।
সোরঠী সহিতে, মারু সংমিলিতে,
সিন্ধোরা রাগিণী সাধ ॥
বেলায়ল-অঙ্গ,— পায়্যা গৌড়-সঙ্গ,
দিল কামোদ প্রকাশি।
ধনাশ্রী হাসিয়া, পূরিয়া গ্রাসিয়া,
উগরে ভীমপলাশী ॥
জয়েতশ্রী-কায়, দেশকার-পায়,
তাহাতে ললিতলাবতী।
জয়েতশ্রী সনে, শঙ্করাভরণে,
বিভাস ধরে মূরতি ॥

সোহানা সোহাগে, সুঘরই রাগে,
অঙ্গ মিশায়্যা রাখিল।
শ্রীরাধামোহন, করে নিবেদন,
বেলায়ল জনমিল ॥

লঘু-সরসা।

দুই সঙ্কীরণ রাগ, একত্রে মিলন।
এই মত হয় লঘু-সরসা লক্ষণ ॥
পূরিয়ার শরীরে অজপা হৈল ভুক্ত।
কোশক জন্মিল তার স্বভাব প্রযুক্ত ॥
সমাদরে বরারী রেখবে দিল কোল।
তখনি অমনি তাহে জনমিল ঢোল ॥
হিন্দোল,—বসন্ত সঙ্গে করিল সঙ্গম।
তাহে অনুরাগ এই জন্মিল পঞ্চম ॥
মালোয়া-কোশকে মালকৌশ জনমিল।
শ্যাম-পূরবীতে শ্যাম-পূরবী হইল ॥
রামকলী ভুপালী মিলিয়া কৈলা কেলি।
জনমিল তাহে দেখ নামেতে রন্তেলী ॥
আসায়রী-শরীরে পূরিয়া প্রবেশিল।
তাহাতে পূরিয়া-আসায়রী প্রকাশিল ॥
বরারীর অঙ্গে—শ্যাম, অঙ্গ মিলাইল।
শ্যাম-বরারী বলিয়া বিখ্যাত হইল ॥

বেহাগরা-মালোশ্রীতে খাম্বায়তী হয়।
ঢোলে-অজয়পালেতে পূরিয়া উদয়॥
দেওকলী-গান্ধারেতে গৌড় নাম রৈল।
শ্যাম-রামকলী যোগে শ্যাম-রাম হৈল॥
সিন্ধুরী-সিন্ধোরা হৈতে সিন্ধুবী সঞ্চার।
ভৈরব-বরারী-যোগে বঙ্গালী আকার॥
রামকলী-বঙ্গালীতে ভেটীয়াল ধ্যান।
জয়েতশ্রী-কল্যাণতে জয়েত-কল্যাণ॥
শ্যামে-কল্যাণে মিলনে এ শ্যাম-কল্যাণ।
কল্যাণ-কামোদ-যোগে কামোদ-কল্যাণ
কল্যাণ ইমন সঙ্গে হইল মিলন।
ইমন-কল্যণ রূপ দিল দরশন॥
গান্ধার রেখব দুই অঙ্গের প্রমাণ।
অজয়-পালের মুর্ত্তি হইল নির্ম্মাণ॥
খট-বঙ্গালী ভাঙ্গিয়া শুদ্ধ নিরমিত।
হামির-শুদ্ধের যোগে ছায়া উপস্থিত॥
নাটে শুদ্ধে মিলাইয়া হৈল শুদ্ধ-নাট।
নাট-ছায়ারাশ্রমে আশ্রিত ছায়া-নাট॥
হামিরের সঙ্গে নাট কৈল আলিঙ্গন।
তাহাতে হামির-নাট রাগের জনন॥
আভিরী-শরীরে নাট করিল প্রবেশ।
তাতে এই হইল আভির-নাট বেশ॥

নাট আর কামোদে হইল সংস্রব।
জন্মিল কামোদ-নাট সেই অবয়ব॥
শঙ্করাভরণ-টৌড়ী-মিলনে কোকব।
টঙ্ক-ঢোল-সংঘটনে সুহিনী উদ্ভব॥
া ইল ত্রি য়ণে লত্রলাবতী-অঙ্গ।
তাহে প্রকাশিল এই সঙ্কোচীর রঙ্গ॥
হইলেন মল্লারী নাটের সমিভ্যারী।
তাহাতে জন্মিল দেখ এ নাটমল্লারী॥
বসন্ত-জয়েতী-যোগে বসন্তী প্রকাশ।
বিরচয় শ্রীরাধামোহন সেন-দাস॥

গুরু-সরসার লক্ষণ।

ন চারি কিম্বা যুক্ত হয় পাঁচ রাগ।
এরূপ প্রকারে গুরু-সরসার ভাগ॥
ড় া-গৌরী তিনের মিলন।
তাতে জয়জয়ন্তীর রূপ-নিরূপণ॥
লত্রলাবতী-ললিতে ভৈরবের কোল।
তিন রাগ রাগিণীর মিলনে হিন্দোল॥
মালোয়া-গুজরী-গৌরা ভাবি ভাব-জ্ঞান।
পরস্পর অঙ্গ-যোগে হৈল মন-ধ্যান॥
পূরিয়া-সংযোগী শ্যাম তত্র গৌরী অস্তি।
এরূপ রূপ-সংযোগে হৈল ফরোদস্তী॥

শুদ্ধ আর জয়েতশ্রী নটের সংগতি।
তিনের মিলন হৈতে হৈলা সরস্বতী॥
রেওয়া, বঙ্গালী, পঞ্চম বরজাবরজ।
তিন অঙ্গ সহ সঙ্গ—প্রকাশ পরজ॥
সিন্ধোরা, মল্লার, টোড়ী মিলন আচরি
তিনের শরীর জাত হৈলা আসায়রী॥
বঙ্গালী, অজয়পাল, ললত সুঠাম।
তিন অঙ্গ সংযোগেতে উপজিল শ্যাম॥
গোঁড়, বেলায়াল, সারঙ্গেতে নামাবলি
তিন রূপ যোগেতে হইল বেলায়লী॥
কানড়া, মল্লার, শঙ্কারভরণ থাক্।
তিন রূপে যোগ-রূপে ডাকিল দেশাক॥
কামোদ, কানড়া, খট তিনের আমোদ
পরশ-প্রমোদে হৈল তিলক-কামোদ॥
কানড়া, ভৈরব আর শ্রীরাগের অঙ্ক।
অঙ্কেতে জানায় চিহ্ন সেই,—সেই টঙ্ক॥
দেশকার, ললতে গৌরীর যোগ-বল।
তাহার প্রভাবে জন্ম পাইল ত্রিয়ল॥
কল্যাণ, গুজরী, দেশকার ধীরি ধীরি।
তিন অঙ্গ সংযোগেতে জন্মিল আহিরী॥
ইমন, সোহানা আর কেদারা—শরীর।
একত্র করিতে হৈল প্রকাশ হামির॥

দেওগিরি, ভয়রোঁ, নট—তিনের মিলন।
অষ্টি নামে রাগিণীর স্বষ্টির কারণ ॥
ইমন, কানড়া আর ধনাশ্রী সুন্দরী।
অঙ্গ প্রতি অঙ্গ মিশি, হৈল বাগেশ্বরী ॥
হিণ্ডোল, পরদীপকী, নট নিরুপমা।
তিনের রূপের যোগে স্বজন মধ্যমা ॥
সুঘরই, কানড়া-মল্লার, সুররুহ।
তিনের তনুর যোগে জনমিল সুহ ॥
মল্লার, পূরবী, গৌরী, দেশকার চারু।
চারি অঙ্গ সঙ্গ-যোগে স্বষ্টি হৈল মারু ॥
আসায়রী, সিন্ধুবী, ধনাশ্রী-সমিভ্যার।
টোড়ী সহ চারি অঙ্গে স্বজন গান্ধার ॥
গান্ধার, বঙ্গালী আর গুজরী, ভৈরব।
পঞ্চম পঞ্চেতে চোর-অষ্টকী উদ্ভব ॥
আসায়রী, গুজরী, শ্যামের সন্নিকট।
বরারী, গান্ধার পাঁচে উপজিল খট ॥
মধমাধ, নট, বাগেশ্বরী, শুদ্ধ-নাট।
পূরিয়া পাঁচের যোগে জনমিল নাট
রাগ রাগিণীর রূপ এরূপে প্রকাশ।
বিরচয় শ্রীরাধামোহন সেন-দাস ॥

ছয় রাগের পরিবার-বর্ণন।

কহিলাম লক্ষণের যেমন প্রকার।
পরে ছয় রাগের কহিব পরিবার॥
রাগ-প্রতি ছয় ভার্য্যা, ছয় পুত্র কয়।
এক সখা, এক সখী, পুত্রবধূ ছয়॥
একবিংশতি সংখ্যায় প্রতি রাগে বলে।
এক শত আর ষড়বিংশতি সকলে॥
যে রাগের যেই যেই পরিবার হয়।
বিশেষ করিয়া তার দিব পরিচয়॥
ভৈরব রাগের ভার্য্যা বঙ্গালী ভৈরবী।
বরারী মধ্যমা মধমাধবী সিন্ধবী॥
ছয় পুত্র—কোশক, অজয়পাল, শ্যাম।
খরতাপ, শুদ্ধ, ঢোল এই ছয় নাম॥
পুত্রবধূ—অষ্টী, রেওয়া, বহলা তৎপরে।
সোহিনী, রস্তেলী, পুহু ছয় নাম ধরে॥
সহচরী গান্ধারী,—রেখব সহচর।
মালকৌশ-পরিবার কব তস্য পর॥
ভার্য্যা—টোড়ী, মাজ, খাম্বায়তী, গুণকলী
গৌরী আর কোকব ছয়ের নাম বলি॥
পুত্র—ছায়ানাট, শুদ্ধনাট, হামিরনাট।
কেদারনাট, সালঙ্গনাটাভিরনাট॥

পুত্রবধূ—শ্যাম-পুরবী, ললিতাবতী।
গৌড়-শারঙ্গ, পুরিয়া, বেলায়লী সতী॥
সোঘরই আদি ছয় নামের পশ্চাতে।
সখা সে গান্ধার, সখী শারঙ্গ তাহাতে॥
হিণ্ডোলের ছয় ভার্য্যা শুন গুণনিধি।
রামকলী, বেহাগরা, বেলায়ল বিধি॥
পটমঞ্জরী, ললত পরেতে দেশাক।
এই ছয় নামে ছয় যুবতীর ডাক॥
ছয় পুত্র—মালোয়া, সোহানা, মন-ধ্যান।
কল্যাণ, কানর-গৌর, ইমন-কল্যাণ॥
পুত্রবধূ—দেওগিরি, জয়েতী, ত্রিয়ণ।
পরদীপকী, পূরবী, মারুর গণন॥
সহচর পঞ্চম, বসন্তী সহচরী।
চতুর্থ রাগের কথা নিবেদন করি॥
দীপক রাগের দেশী, কামোদী, কেদারা।
কাফি, নট, কানড়া নামেতে ছয় দারা॥
পুত্র,—ইমন-কেদারা, কেদার-কল্যাণ।
জয়েত-কল্যাণ আর কামোদ-কল্যাণ॥
হামির-কল্যাণ, শ্যাম-কল্যাণ—এ ছয়।
পরে পুত্রবধূ সকলের পরিচয়॥
পুরিয়া-ধনাশ্রী, চোর-অষ্টকী, ভাখারী।
ললরোহা, কানড়া-আহিরী, অষ্টী—নারী॥

সখা খট, সখী ভীমপলাশী বিখ্যাত।
মেঘ-রাগ-পরিবার কহিব পশ্চাত॥
দেশকার, গুজরী, ভুপালী সুবদনী।
সোরঠী, মল্লারী, টঙ্ক—মেঘের রমণী॥
পুত্র,—নাট, সিন্ধোরা, সামন্ত, ছায়া পরে
আড়ানা, সম্পত এই ছয় নাম ধরে॥
পুত্রবধূ—পুরিয়া-সায়রী, শ্যাম-বরারী।
জয়েতশ্রী—দেশী-টোড়ী পরেতে বাহারী॥
পুরিয়া-টোড়ী প্রভৃতি এই ছয় জনা।
সখা গৌরা, সখী নট-পলাশী গণনা॥
শ্রীরাগের ভার্য্যা—দেওগান্ধার, বসন্ত।
আসায়রী, মালবী রূপের নাহি অন্ত॥
ধনাশ্রী, মালশ্রী পরে—পুত্র শ্যাম-রাম।
পুরিয়া, কানড়া বাগেশ্বরী, গৌড় নাম॥
পরেতে কামোদ নাট, তিলক কামোদ।
পরে কর এ ছয়ের যে ছয়ে আমোদ॥
বিজয়া, জয়জয়ন্তী আর সরস্বতী।
নটমল্লারী, পরজ, বিথায়া যুবতী॥
সখী কোলাহল, সখা শঙ্করাভরণ।
পরে আর দুই মত করিব রচন॥

হনূমান-মতে রাগাদির পরিবার।

হনূমান মত ইতে শুন মহাশয়।
প্রত্যেক রাগের পাঁচ রাগিণী নির্ণয়॥
ভৈরবের মধমাধ, ভৈরবী তৎপরে।
বঙ্গালী, বয়রাটী, সিন্ধবী নাম ধরে॥
মালকৌশ-প্রমোদিনী টোড়ী, খাম্বায়তী।
রম্ভা, গুণকরী আর কোকব যুবতী॥
হিণ্ডোলের ভার্য্যা বেলায়ল, রামকরী।
দেশাক, পটমঞ্জরী, ললত সুন্দরী॥
দীপক রাগের—দেশী, কানরা, কেদারী।
কামোদ, নাটিকা আদি এই পঞ্চ নারী॥
শ্রীরাগের আসায়রী, বসন্তী, মালিনী।
মালশ্রী, ধনাশ্রী নামে এ পাঁচ কামিনী॥
মেঘের রমণী—টঙ্ক আর দেশকারী।
ভূপালী, গুজরী তস্য পরেতে মল্লারী॥

ভরত-মতে রাগাদির পরিবার।

ভরত মতের ধারা করহ শ্রবণ।
প্রত্যেক রাগের পরিবারের কথন॥
ভার্য্যা, পুত্র, পুত্রবধূ করিব রচনা।
পঞ্চ পঞ্চ পঞ্চ অঙ্কে তিনের গণনা॥

ভৈরবের ভার্য্যা—মধমাধবী, ভৈরবী।
বঙ্গালী, বরারী সর্ব্ব কনিষ্ঠা সিন্ধবী॥
পুত্র বেলায়ল আর পঞ্চম দেশাক।
দেওগান্ধার, বিভাস এই নাম-ডাক॥
পুত্রবধূ—রামকলী, সুহো, সুঘরই।
পটমঞ্জরী পরেতে টোড়ী নাম কই॥
মালকৌশ রাগের রমণী গুণকলী।
খাম্বায়তী, গুজরী, ভুপালী, গৌরী বলি॥
পুত্র—সোম, পরশম, বড়হংস পরে।
কোকব, বঙ্গাল এই পাঁচ নাম ধরে॥
পুত্রবধূ—সোরঠী, ত্রিবেণী, করণাটী।
আসায়রী, গোড়-গিরি নাম পরিপাটি॥
হিণ্ডোলের—বেলায়লী, দেশাকী, ললিতা।
ভীমপলাশী, মালবী এ পঞ্চ বনিতা॥
সন্তান—রেখব হংস বসন্ত লোখাস।
গন্ধর্ব্ব ললত পঞ্চ নামের প্রকাশ॥
পুত্রবধূ—কেদারা, কামোদী, বেহাগরা।
কাফী, পরজ প্রভৃতি অতি মনোহরা॥
দীপক রাগের নট মল্লারী, কেদারী।
কানরী, ভারেকা, দেশী এই পাঁচ নারী॥
পুত্র—শুদ্ধ-কল্যাণ, সোরঠ, দেশকার।
হামির পরেতে মারু নামের প্রচার॥

বধূ—বড়হংসী, দেশ-বরারী, বরাটী।
দেওগিরি, সিন্ধোরা নামের পরিপাটি॥
শ্রীরাগের, বাসন্তী, মালবী, প্রাণেশ্বরী।
মালশ্রী, সাহানা আর ধনাশ্রী সুন্দরী॥
পুত্র—নট, ছায়ানট, কানড়া, ইমন।
শঙ্করাভরণ পঞ্চ নাম প্রকরণ॥
পুত্রবধূ—শ্যাম আর পূরিয়া, গুজরী।
হামিরী, আড়ানা নামে এ পাঁচ সুন্দরী॥
মেঘের—শারঙ্গ, বঙ্ক, গন্ধর্ব্বা, মল্লারী।
মুলতানী প্রভৃতি করিয়া পঞ্চ নারী॥
পুত্র—বাহাদুরী আর নট, নারায়ণ।
মালোয়া, জয়েতী শেষে কামোদ গণন॥
পুত্রবধূ—পাহাড়ী, জয়ন্তী নাম জানি।
গান্ধারী, পূরবী, জয়জয়ন্তী বাখানি॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
ছয়-রাগ-পরিবার হৈল সমাপন॥

রাগাঙ্গে বর্জ্জিত সুর-নিরূপণ।

খাড়ো বংশে যে রাগের যে সুর বর্জ্জিত।
প্রত্যেকে প্রত্যেকে তার এই পরিমিত॥
বর্জ্জিত রিখব সুর রাগাদি সবাতে।
মালশ্রী কেবল এক রাগিণী তাহাতে॥

গান্ধার বর্জ্জিত মঞ্জুঘোষা গুণকরী।
বাহারী সালঙ্গনাট দক্ষিণ-গুজরী॥
পরেতে রিখভ হংস মনোহরা সাত।
মধ্যম বর্জ্জিত চারি কহিব পশ্চাত॥
সোরঠ এ মেঘনাদ কলহংস ফুলী।
পঞ্চম বর্জ্জিত রাগ কব যত গুলি॥
তারক হিন্দোল রাসা কঙ্গন তৎপর।
ললত তারক টোড়ী আর চক্রধর॥
খাম্বায়তী আদি এই সাত রাগ তারা।
ধৈবত বর্জ্জিত কব সাত রাগ যারা॥
ঐরাবত বেহাগরা কল্পতরু-প্রাণ।
ধনাশ্রী কোকব মালোয়াতে সমাধান॥
নিখাদ বর্জ্জিত ভাবে দুই রাগ ধরি।
প্রথমে মল্লারী তার পরে আসায়রী॥
ওড়ো রাগে যে যে স্বর বর্জ্জিতকে পায়।
রাগ-স্বর নামোল্লেখে তদন্ত জানায়॥
রিখভ পঞ্চম স্বর হইবেক হীন।
ভৈরব হিন্দোল আর পঞ্চম এ তিন॥
বিবর্জ্জিত রিখভ ধৈবত এক সঙ্গে।
কেদারী বঙ্গালী দুই রাগিণীর অঙ্গে॥
রিখভ নিখাদ দুই বর্জ্জিত বিধানে।
রত্নাবলী এক মাত্র দেখ বিদ্যমানে॥

গান্ধার ধৈবত বিবর্জ্জিত চারি অঙ্গে :
ধনাশ্রী জয়েত গৌরী গওরাশারঙ্গে ॥
গান্ধারে নিখাদে হৈল বর্জ্জিতের ভাগ।
তাতে এই মেঘ আর হংস দুই রাগ ॥
মধ্যম নিখাদ স্বর বর্জ্জিত প্রমাণে।
পালী কোকিল রেওয়া তিন রূপ মানে ॥
য়া টোড়ী পঞ্চম নিখাদ বিবর্জ্জিত।
শ্রীরাধমোহন সেন-দাস বিরচিত ॥

রাগের সময়-নিরূপণ।

সঙ্গীত-পারিজাতক-মতের বিধান।
যে সময়ে যে যে রাগ করিবেক গান ॥
দেশকার ভৈরব ভূপালী নারায়ণী।
বিভাস বঙ্গালী মধমাধী স্থবদনী ॥
পরছায়া লোখাস রেখব বেলায়লী।
ধনাশ্রী মালশ্রী আর বসন্তী আবলি ॥
এই চতুর্দ্দশ রাগ-রাগিণী-প্রমাণে।
গাইবেক প্রথম প্রহরে দিনমানে ॥
দেও খুম্বিত গুজরী ফুলী রামকলী।
সোরঠী কুমারী টোড়ী আর গুণকলী ॥
শঙ্করাভরণ চিত্রী নাদ রামকর।
গদাই সোলভা আর দেশাক্র তৎপর ॥

এই চতুর্দ্দশ গাবে দ্বিতীয় প্রহরে।
তৃতীয় যামের চতুর্দ্দশ কহি পরে॥
আসায়রী বরারেকা রত্নাবলী অঙ্গ।
দেওগান্ধার দীপক কামোদী শারঙ্গ॥
ঐরাবত মনোহর হিণ্ডোল বিজয়।
অর্জ্জুন কঙ্গন হংস তাহার নির্ণয়॥
যে সকল রাগাদিকে লিখিতেছি পরে।
এই সব গাইবেক চতুর্থ প্রহরে॥
খাম্বায়তী কল্পতরু তরুণী বরারী।
কল্যাণ কুরঙ্গ আর কোকিল কেদারী॥
পটমঞ্জরী বাহারী আর বেহাগড়া।
শ্রীরাগ আভিরী টঙ্ক পূরবী কানড়া॥
কল্যাণ মুকুন্দ মারু গৌরী প্রাণিরব।
বড়হংস মঞ্জুঘোষা মালোয়া কোকব॥
সৌদামিনী খট এ সামন্ত চক্রধর।
ভিন্ন প্রকরণ কিছু কহিব তৎপর॥
নারায়ণ গৌর আদি যত গৌর পাবে।
ছায়া-নাট আদি করি সব নাট গাবে॥
গানের নিয়ম-কাল এমতি বুঝিবে।
শ্রোতার ইচ্ছায় কিন্তু সর্ব্বদা গাইবে॥
স্বাভাবিক যে যে রাগ,—সর্ব্ব কাল গাবে
তাহারো বিধান আছে, পরে তাহা পাবে।

সোরবরী মেঘনাদ সাবেরী মল্লারী।
মঙ্গল-কোশক মেঘ সালঙ্গ ভাখারী॥
সিন্ধোরা শঙ্করানন্দ সুন্দর মালবী।
আনন্দভৈরবী দেশী বসন্ত-ভৈরবী॥
নীলাশ্রী ললত রাজধানী এ তাবত।
প্রকাশ করিব পরে সোমেশ্বর-মত॥

সোমেশ্বর-মতে রাগের সময়নিরূপণ।

রাগ আর রাগিণী প্রভৃতি অষ্ট বলি।
মধমাধ ভৈরবী দেশাক্ বেলায়লী॥
করণাটী ভুপালী মল্লারী গাবে সুখে।
বসন্ত প্রভৃতি গাইবেক দিনমুখে॥
প্রথম প্রহরে গাবে সাবেরী গুজরী।
সোরঠী ভৈরবী আর এ পটমঞ্জরী॥
রামকলী গুণকলী কোকব গাইয়া।
রেওয়া গাইবেক এই সময় জানিয়া॥
দ্বিতীয় প্রহরে গাবে শঙ্করাভরণ।
বাগেশ্বরী গান্ধার দেশীর নিরূপণ॥
তৎপর দিবসাবধি সময় জানিয়া।
দ্বিতীয় প্রহর নিশি পর্য্যন্ত করিয়া॥
গাইবেক রাগাদির অষ্ট এ তাবতে।
সংক্ষেপিয়া কহিলেন সোমেশ্বর-মতে॥

নাদ-পুরাণ-মতে রাগের সময়-নিরূপণ।

শ্রীরাগ হামির-নাট কল্যাণ বাহারী।
খট হংসী করণাটী মালোয়া কেদারী॥
যে রাগের যে ঋতু যে সময়-বিধান।
ভার্য্যা, পুত্র, পুত্রবধূ—সবারি সমান॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
সাদ-পুরাণের মত হৈল সমাপন॥

তোফতুল-হেন্দ।

তোফতুল-হেন্দ—মুজ-জানের রচিত
গ্রন্থের বিষয় সপ্ত কাণ্ডে বিস্তারিত।
প্রথমে পিঙ্গল, ছন্দ দ্বিতীয় তাহার।
তৃতীয়তে অলঙ্কার, চতুর্থে শৃঙ্গার॥
পঞ্চমে সঙ্গীত, ষষ্ঠে কোক বিস্তারিত
সপ্তমেতে সামুদ্রিক শাস্ত্রের বিহিত॥
পঞ্চম কাণ্ডেতে সঙ্গীতের বিবরণ।
তাহারি কিঞ্চিৎ ভাগ করিব রচন॥
রাগ তাল আদি সঙ্গীতের প্রকরণ।
তাহাতে প্রধান চারি মত নিরূপণ॥
সোমেশ্বর, ভরত পরেতে হনূমন্ত।
কলানাথ এই চারি মতেতে তদন্ত॥

তার মধ্যে হনূমন্ত মত ব্যবহার।
হিন্দুস্থানী অবধি করিয়া সবাকার॥
সপ্তাধ্যায়ে সঙ্গীতেরে অন্তর্গত করে।
স্বরাধ্যায় রাগাধ্যায় তালাধ্যায় পরে॥
নৃত্য-অধ্যায় পরে অরুণাধ্যায় বলে।
কোকাধ্যায় হস্তাধ্যায় এই তো সকলে॥
স্বরাধ্যায় মধ্যে স্বর শ্রুতি মূরছনা।
রাগাধ্যায়ে রাগ আর রাগিণী বর্ণনা॥
তালাধ্যায়ে করিলা লয়ের পরিমাণ।
নৃত্যের তৎকার, নৃত্য-অধ্যায়ে বিধান।
অরুণ-অধ্যায়ে অঙ্গ-ভঙ্গির প্রভেদ।
কোকাধ্যায়ে নর-নারী-জাতি-ভেদাভেদ॥
হস্তাধ্যায়ে সমুদায় যন্ত্রের মিলন।
কেবল রচিব রাগাধ্যায় বিবরণ॥
কারণ কতক—নাদ-পুরাণেতে আছে।
অবশিষ্ট তুল্যমতে বিরচিব পাছে॥
ভয়রো মালকৌশ আর হিণ্ডোল দীপক।
শ্রীমেঘ প্রভৃতি ষড়-রাগ-বৃন্দারক॥
প্রত্যেকের পাঁচ ভার্য্যা পুত্র অষ্ট জন।
অন্য অন্য মতে পুত্রবধূর গণন॥
বসন্ত চৈত্র বৈশাখ দিবার প্রথমে।
গাইবে হিণ্ডোল রাগ ঋতুর নিয়মে॥

গ্রীষ্ম ঋতু জ্যৈষ্ঠাদি আষাঢ় মাস দ্বয়।
গাইবে দীপক রাগ মধ্যাহ্ন সময়॥
বরিষা শ্রাবণ ভাদ্র সঙ্গীত-প্রমাণে।
গাইবেক মেঘ রাগ শেষ-রাত্রিমানে॥
শরতে আশ্বিন আদ্য কার্ত্তিক পশ্চাতে।
গাইবে প্রথম রাগ ভৈরব প্রভাতে॥
হিম ঋতু মার্গশীর্ষ পরে পৌষ নামে।
গাইবে শ্রীরাগ দিবসের শেষ যামে॥
মাঘ ফাল্গুন—শিশির সাঙ্গ ঋতু—গানে।
গাবে মালকৌশ রাগ মধ্য-রাত্রি-মানে॥
এই মত কহিলাম ঋতু-প্রতি রাগ;
কিন্তু সর্ব্বকাল গাবে সব রাগ-ভাগ॥
পূর্ব্বে রচিয়াছি রাগাদির জাতিভেদ।
এখানে বুঝিবে সেই মত পরিচ্ছেদ॥
শ্রবণে আকার-বোধ রাগ রাগিণীর।
ভিন্ন ভিন্ন কেন হয়—তাহা কব স্থির॥

রূপ-ভেদের কারণ।

যদি কেহ হয়্যা বাদী, বলে টোড়ী সিন্ধু আদি,
অনেকের জাতি সম্পূরণ।
সম স্বর পরিচ্ছেদ, তবে নানা রূপ-ভেদ,
শ্রবণেতে হয় কি কারণ॥

তাহার উত্তর এই, একজাতি যেই যেই,
ভিন্ন ভিন্ন শ্রবণ আকার।
বিশেষ কারণ শুন, এ সব শ্রুতির গুণ,
খর্ব্ব হ্রাস এ দুই প্রকার॥
কোনো সম্পূরণ-রাগে, শ্রুতি আছে পূর্ণ ভাগে,
কারো শ্রুতি হইয়াছে খর্ব্ব।
অথবা কাহারো পাশ, শ্রুতি হইয়াছে হ্রাস,
এই মত বুঝিবেন সর্ব্ব॥
যে স্বরে প্রথম ধরিবে রাগ।
গ্রহ বলি সেই স্বরের ভাগ॥
প্রত্যেকেতে রাগ-রাগিণীগণ।
রূপ ধ্যানাদির করি রচন॥
সকল মত একমত নয়।
একতা করিলে ভিন্নতা হয়॥
এক মতে যারে রাগে বাখানে।
অন্য মতে তারে রাগিণী মানে॥
যে রাগিণী একমতের সূত্র।
ভিন্ন মতে সেতো রাগের পুত্র॥
একের বিধানে যে অনুরাগ।
অন্যের প্রমাণে প্রধান রাগ॥
এক মতে যারা হয় রাগিণী।
মতান্তরে তারা অনুরাগিণী॥

এমত সকল মতের মত।
কেমতে বুঝিব মত বিমত ॥
যে মত চলত আছে যেমত।
মত মত রচিলাম সেমত ॥
রাগাদির ধ্যান দেখহ পরে।
কবি সেন-দাস রচনা করে ॥

রাগ ও রাগিণীর ধ্যান।

—০:০—

ভৈরব—ভৈরবী।

ভয়রোঁ আদি রাগ পরম সুখে।
জনমিলা মহাদেবের মুখে ॥
শিবের আকার—শিবের বেশ।
সকলি সমান—ফলে বিশেষ ॥
বিভুতি-ভূষিত শিরেতে জটা।
জটায় বিপুল ভুজঙ্গ-ঘটা ॥
তাহাতে জাহ্নবী করেন কেলি।
তরল তরঙ্গ সহিত মেলি ॥
ফণী উপবীত—ফণী ভুষণ।
শশি-কলা ভালে তিন নয়ন ॥
ধক্‌ধক্ অগ্নি জ্বলিছে ভাল।
আসন বসন বাঘের ছাল ॥

বৃষভ-বাহন করে ত্রিশূল।
দুই নয়ন ভাঙ্গে ঢুলু-ঢুল॥
নীলকণ্ঠ—কণ্ঠে গরল কালা।
গলায় দোলে নর-শির-মালা॥
ধৈবতের গৃহ ওড়ো-নিয়ম।
তাতে পাঁচ সুর ধ-নি-সা-গ-ম॥
রদাদি ষড়-ঋতু-বিধান।
প্রভাত সময়ে করিবে গান॥
ভৈরবী—ভৈরব-প্রথমা-প্রিয়া।
চম্পক-বরণী লক্ষণ স্বীয়া॥
দ্বাদশ-বরষ-বয়সী বালা।
গলায় চম্পক-পুষ্পের মালা॥
উচ্চ কুচ হৃদে—শোভাকে পায়।
লোহিত বরণ কাঁচলি তায়॥
কুরঙ্গ-নয়ন—চাঁচর কেশ।
শ্বেত বাসে শোভা নিতম্ব-দেশ॥
পর্ব্বতস্থিত সরোবর-মাজে।
কমল-কানন সুন্দর সাজে॥
ভ্রমর ভ্রমরী কল গাইছে।
নানা জলচর কেলি করিছে॥
শীতল নির্ম্মল সলিল তায়।
ঢল ঢল ঢল করিছে বায়॥

তার তীরে বসি পূজার বেশে।
ঘন বাদ্য করি পূজে মহেশে॥
জাতি সম্পূরণ স্বরের দিগ।
এই মত ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ॥
মধ্যম স্বরেতে গৃহ বিধান।
ঊষা-সময়েতে করিবে গান॥ ১

বরারী।

বরারী দ্বিতীয়া রাগিণী বালা।
রূপে দশ দিগ করে উজালা॥
কেশ নবঘন—শ্বেত বসন।
কল্পদ্রুম-পুষ্প কর্ণ-ভূষণ॥
মৃগচিহ্ন-ভিন্ন বদন—শশী।
কনক-কঙ্কণ করে রূপসী॥
মাজার বলনি পরম ক্ষীণ।
নাভি-সরোবর-কুচ কঠিন॥
আমোদিত করে অঙ্গের গন্ধ।
কমল-ভরমে ভ্রমর অন্ধ॥
মৃদু মৃদু হাসি হরিষ মনে।
রস-আলাপন নায়ক সনে॥
জাতি সম্পূরণে বিহরে ধনী।
স্বরাবলি—সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥

খরজ স্বরেতে গৃহবিধান।
দিবসের শেষে করিবে গান ॥ ২ ॥

মধমাধ।

মধমাধ-রূপে নাহি তুলনা।
কনক-বরণী পীত-বসনা ॥
চঞ্চল নয়নে দলিতাঞ্জন।
স্বর্ণ-পদ্মে যেন নাচে খঞ্জন ॥
নাসাগ্রে মুকুতা—তার তুলনা—।
তিল-ফুলে যেন শিশির-কণা ॥
কেশর-চর্চ্চিতে তনুর ভাতি।
সম্পূরণ-কুলে অবলা জাতি ॥
পতিকে রতি-পতি সমাদরে।
চুম্ব আলিঙ্গন প্রদান করে ॥
মধ্যম হইল গৃহের দিগ।
শ্রেণীমত ম-প-ধ-নি-সা-রি-গ ॥
শরদাদি ষড়-ঋতু-বিধান।
প্রভাত-কালীন করিবে গান ॥ ৩

সিন্ধুবী।

পতি আসিবার আশয় ছিল।
সিন্ধুবী সে আশা নৈরাশে দিল ॥

সঙ্কেত-সময় গত হইল।
তত্রাপি নায়ক নাহি আইল॥
তাতে মান গুরু ভাব ধরিল।
যোগিনীর মত বেশ করিল॥
লোহিত বসন দূরে ত্যজিল।
গেরুয়া বসন আনি পরিল॥
রুদ্রাক্ষ স্ফাটিক গাঁথিয়া থরে।
ত্যজিয়া ভূষণ—ভূষণ করে॥
অগুরু চন্দন কেশর রাখে।
সকল শরীরে বিভূতি মাখে॥
কুণ্ডল করিয়া বন্ধূক ফুলে।
পরিল সুন্দরী শ্রুতির মূলে॥
ত্রিশূল জাপ্য-মালা করে করে।
পূজেন সিন্ধুবী দেব শঙ্করে॥
সম্পূরণ গৃহে খরজ গণি।
সুর-শ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
শরদাদি ষড় ঋতু-বিধান।
দিবসের শেষে করিবে গান॥ ৪ ॥

বঙ্গালী।

দেখ, বঙ্গালী সুন্দর-কান্তি বালা।
যোগিনীর বেশ—গলে পুষ্প-মালা

কর দক্ষিণে পাণ্ডুর পদ্মফুল।
ধৃত সব্য করে রুচির ত্রিশূল॥
রমণী-বদনে বিভুতি-প্রঘটা।
আর মস্তকে উষ্ণীষবদ্ধ জটা॥
পরিধান-বাস কাষায় কেশরে।
ভুরুরো মাজে কস্তূরী-বিন্দু পরে॥
ঘন চন্দন-চর্চ্চিতে অঙ্গরাগ।
জাতি রক্ষণাবেক্ষণে পূর্ণভাগ॥
খরজ গৃহ মধ্যে বিরাজে ধনী।
স্বর স্বশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
দিবসের শেষ যামেতে বিধান।
কবি সেন বিরচিত ছন্দ গান॥ ৫॥

মালকোশ।

প্রভু নীলকণ্ঠ নিজ কণ্ঠ-ভাগে।
তথা সৃষ্টি কৈলা মালকোশ রাগে॥
করধৃত যষ্টি কৃত পুষ্প-বন্ধে।
ছুটে ভৃঙ্গবৃন্দ সুগন্ধের ধন্ধে॥
রূপের প্রভাবে করিছে উজালা।
গলে শোভে মুক্তাশ্রেণী মুণ্ডমালা॥
ভাবজ্ঞ রসজ্ঞ প্রপঞ্চ বীরত্ব।
সদা যৌবনীয় মদেতে প্রমত্ত॥

শরীরের শোভা করে সন্নহনে।
অনঙ্গ-প্রসঙ্গ নারীবর্গ-সনে॥
খরজ গৃহে সম্পূরণ জাতিতে।
স্বরশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নিতে॥
হিমান্ত ঋতুতে নিশাশেষ-ভাগে।
বিধান-প্রমাণে গাবে পূর্ণরাগে॥ ৬॥

টোড়ী।

মালকোশ-প্রিয়া টোড়ী বালা পীতবরণা।
কেশর কর্পূর অঙ্গে শ্বেত-বস্ত্র পরণা॥
কুচ পীন সুকঠিন, মধ্য ক্ষীণ বলনা।
নাভিকূপ-সরোবর, স্বর্ণকান্তি ললনা॥
কাদম্বিনী কেশপাশ, পূর্ণচন্দ্র-বদনা।
তাহাতে কুরঙ্গ চক্ষু, মুক্তাপংক্তি-রদনা॥
মণিময় আভরণ নাহি তার তুলনা।
রতি বলে অনঙ্গেরে,—দেখো যেন ভুল না॥
দশ দিগ আলো করে, হেন রূপ সাজনা।
প্রান্তরে বসিয়া করে বীণাযন্ত্র বাজনা॥
বীণার সমূহ তন্ত্র দীপ্তিরূপে মাজনা।
মধুর পঞ্চম স্বরে রাগ ভাগ ভাঁজনা॥
আলাপচারির বোলে রাগ-রূপ-সাধনা।
রাগ শুনি পশু পক্ষী সবে করে কাঁদনা॥

গান শুনি কুরঙ্গিনীগণ হয়্যা মগনা।
সম্মুখে করিছে নৃত্য, নাহি ভীতি-চেতনা॥
টোড়ী রাগিণীর জাতি সম্পূরণে ঘটনা।
সা-রি-গ-ম-প-ধ-নিতে রাগিণীর গঠনা॥
খরজের গৃহ শিশিরাদি ঋতু-গণনা।
দিবা প্রথম প্রহর পরে গান-রচনা॥ ৬॥

গৌরী।

কোমল-শরীর গৌরী, সিতবসনাঙ্গে।
কত শত মনমথ মথন অপাঙ্গে॥
অধরে অরুণ-ভাতি বিমল সু-রঙ্গে।
ভুরু-মনোসিজ-ধনু,—নয়ন কুরঙ্গে॥
শ্যামল-বরণ মুখ, তুল বিধু-সঙ্গে।
নেহারি বিনোদ বেণী, তাপিত ভুজঙ্গ॥
নিরখি নিরখি উরু সুগুরু আতঙ্গে।
নিবিড় কানন মাজে পশিল মাতঙ্গে॥
রসাল-মুকুল-শোভা—বালা-শ্রুতি-ভঙ্গে।
নাসার বলনে লাজ পাইল বিহঙ্গে॥
মধু-পানে মাতি ধনী মধুর প্রসঙ্গে।
রজনীর মুখে গান গায় নানা রঙ্গে॥
ওড়ো খরজের গৃহ সঙ্গীত-তরঙ্গে।
গাঁথনি সা-গ-ম-ধ-নি স্বর-শ্রেণী-অঙ্গে॥ ৭॥

গুণকরী।

রাশি নাম গুণকরী—গুণকলী ডাক্যাছে।
ওড়োজাতি ব্যবহারে স্বভাবেতে থাক্যাছে॥
একে তো নায়ক সঙ্গে যোগ-ভঙ্গ হয়্যাছে।
রূপের ভূষণ চোরে—চুরি কর্য়া লয়্যাছে॥
নানা শত্রু নানা মতে নানা বাদ সাধ্যাছে।
কদম্ব-তলায় বসি বিনাইয়া কাঁদ্যাছে॥
চক্ষু-মদ হরি' মৃগী কাননে পলায়্যাছে।
বচন হরিয়া বিধি, সুধাতে মিলায়্যাছে॥
বদনের আভা—শশী নিজ অঙ্গে মাখ্যাছে।
হরিয়া মধুর স্বর পিকবর চাক্যাছে॥
অধর-রঙ্গিমা লয়্যা, বিম্ব-ফল রাঙ্গ্যাছে।
কুচকুম্ভ মাতঙ্গিনী মস্তকেতে ভাঙ্গ্যাছে॥
হংসের সমাজে করী বুঝি কিছু বল্যাছে।
সুচলনি হর্য়া লয়্যা, রাজহংসী চল্যাছে
দুই রূপ শোকানলে দুঃখ-তাপ পাত্যাছে।
ক্ষণে অচেতন—ক্ষণে সচেতন হত্যাছে॥
খসিয়া চাঁচর কেশ পৃষ্ঠ-দেশে পড়্যাছে।
নিশ্বাস প্রশ্বাস দুই দীর্ঘাকারে বাড়্যাছে॥
নিখাদের গৃহ হৈতে রাগ-রূপ উঠ্যাছে।
নি-সা-ম-ধ-প রোহী অরোহী ক্রমে ছুট্যাছে

শিশিরাদি ঋতু-প্রতি বিধি-বাক্য পড়্যাছে।
দিবাদ্য-যামার্দ্ধ তুরঙ্গমে গান চড়্যাছে॥ ৮॥

খাম্বায়তী।

খাম্বায়তী রূপবতী খাড়ো জাত্যা আস্যাছে।
ধ-নি-সা-রি-গ-ম স্বর এই শ্রেণী ভাষ্যাছে॥
সুখ-সাগরের তীরে সুখাসনে বস্যাছে।
ইচ্ছা কর্‌য়্যা ইচ্ছা-তরি তাতে গিয়া পশ্যাছে॥
অপূর্ব্ব বসন-বন্ধ অলসেতে খস্যাছে।
পরিপাটি কাঁচলিতে পয়োধর কষ্যাছে॥
বুঝি, বিধি—মুখ-ছাঁদে পদ্ম দিয়া তুষ্যাছে।
তাহাতে নর্ত্তক, দুটি খঞ্জনেরে পুষ্যাছে॥
নানা আভরণে বালা অঙ্গ অঙ্গ ভুষ্যাছে।
বচন শোষক হয়্যা, সুধাসিন্ধু শুষ্যাছে॥
ভ্রূমধ্যের অর্দ্ধচন্দ্র, এ চন্দ্রকে দুষ্যাছে।
পীন পয়োধর দেখি, মাতঙ্গিনী রুষ্যাছে॥
নায়কের গুণ-হলে মর্ম্ম-ক্ষেত্র চষ্যাছে।
প্রেম-শস্য-রস-আস্বাদনে মন রস্যাছে॥
ধৈবতের গৃহ দেখ্যা, তুষ্টা হয়্যা হাস্যাছে।
নিশি-মধ্যে গান-বাদ্য-নৃত্য ভালবাস্যাছে॥ ৯॥

কোকব।

কোকব রাগিণী ভাব সম্পূরণে গঠ্যাছে।
ধ-নি-সা-রি-গ-ম পরোহীর ক্রমে পঠ্যাছে॥
নায়ক-বিহার-চিহ্ন বুকে মুখে রয়্যাছে।
নখর-দশনাঘাত সহ্য তাই সয়্যাছে॥
স্তন-ছাঁদে মুখ-চাঁদে ভূষা কর্যা লয়্যাছে।
বসন ভূষণ বেশ ছিন্ন ভিন্ন হয়্যাছে॥
বিহারে সকল নিশি জাগরণ কর্যাছে।
প্রভাতে রবির ছবি নয়নেতে ধর্যাছে॥
ললাটে অলকা-মৃগমদ-বিন্দু মুছ্যাছে।
চন্দন-চর্চ্চিত কুচে সকলি তো ঘুচ্যাছে॥
মলিন বদন-শশী অধিক শুকায়্যাছে।
হাব ভাব হেলা লীলা অলসে লুকায়্যাছে॥
একেতো ক্ষীণাঙ্গী, আরো ক্ষীণতাকে পায়্যাছে।
সুখ-শ্রম জলধারা নাভি-কূপে ধায়্যাছে॥
কাঁচলি-কুসুম-হার-স্যুত্তি-গ্রন্থী ছিড়্যাছে।
নিদ্রা-তরি চক্ষু-নদী-তীরে আস্যা ভিড়্যাছে॥
যতেক অলস গিয়া তারোপরে চড়্যাছে।
এমন বিলাস-বস্তু, না জানি কে গড়্যাছে॥
নিশি-বৃক্ষ-শেষ-ডালে গান-ফল ফল্যাছে।
ধৈবতের গৃহ থাক্যা, পাড়িবারে চল্যাছে॥

কবি সেন-দাস মনে এই ভাব গছ্যাছে।
অতএব সেই মত ভাষা-কাব্য রচ্যাছে॥

হিণ্ডোল।

শিব নিজ নাভি-সরসিজ-ভাগে।
করিলেন স্বজন হিণ্ডোল রাগে॥
অভিনব যুবক রূপের শেষ।
যুবতীগণ-মনোমোহন বেশ॥
গুণের সাগর নাগর সুভব্য।
রসের আগর মদনের ছব্য॥
তরুণ তরুণী সহ পরিহাস্য।
প্রকাশিত অধরে ঈষদ হাস্য॥
প্রেমরস পক্ষে রসিক ভাবক।
প্রমদার পক্ষে প্রেমিক স্তাবক॥
সুঋতু বসন্তে দিবস প্রথম।
গানের সময় বুঝিয়া নিয়ম॥
মধুর সুস্বরে আলাপিয়া তান।
মিশাইয়া যন্ত্রে করিছেন গান॥
প্রকৃতি প্রকৃতি-প্রমদা সমুখে।
শশি-মুখ নেহারে পরম সুখে॥
সা-গ-ম-প-নিতে বরজের গেহ।
ওড়ো জাতি, কিন্তু খাড়ো বলে কেহ॥

রামকলী।

রামকলী স্বর্ণকান্তি—নীল বাসে ঢাকিয়া।
নিরক্ষে নায়ক-পথ গৃহ মধ্যে থাকিয়া॥
মৃগমদ অর্দ্ধচন্দ্র ভুরু মধ্যে রাখিয়া।
কেশর-চন্দন,—সখী দিল অঙ্গে মাখিয়া॥
নানা ভূষণেতে তার দিল তনু ভুষিয়া।
মন উচাটন দেখি, পরে রাখে তুষিয়া॥
সখী-সম্বোধনে ধনী কহিতেছে কাঁদিয়া।
নিশিকে রাখিব কি, বিনয়-ডোরে বাঁধিয়া॥
সময়ে নায়ক দেখ, না মিলিল আসিয়া।
রজনী প্রভাত হয় সুখ-সাধ নাশিয়া॥
বাস-সজ্জা হইলাম বড় আশা করিয়া।
অবশেষ উৎকণ্ঠিতা ভাব আছি ধরিয়া॥
সময়ের বিচ্ছেদে সঙ্কেত গেল মরিয়া।
নিরাশা আসিয়া আশা লইলেক হরিয়া॥
সখী সঙ্গে দুঃখালাপে আছে ধনী বসিয়া।
হেন কালে আল্যো পতি প্রেম-রসে রসিয়া
তাকে দেখি গুরু মান ধরে মন জড়িয়া।
নায়ক রহিল দুই চরণেতে পড়িয়া॥
তাতে মানিনীর মান আরো গেল বাড়িয়া।
সোহাগে মানেরে মন নাহি দেয় ছাড়িয়া॥

সা-গ-ম-ধ-নি প্রমাণে ওড়ো জাতি মানিয়া।
খরজে ধরিয়া গাবে সুপ্রভাত জানিয়া॥

দেশাক।

দেশাকা চন্দ্রিমা তাতে রূপ—রূপ পূর্ণিমা।
কহিতে রমণী কিন্তু বিপরীত বর্ণিমা॥
অরুণে মলিন কৈল অধরের রঙ্গিমা।
মল্লের সমান তার শরীরের ভঙ্গিমা॥
অবলার একি বল পরিমাণে অসীমা।
রাগে লোমাঞ্চিত অঙ্গ প্রবলের গরিমা॥
পাণিতে কৃপাণ তার ভঙ্গী লঘু বক্রিমা।
তক-তক প্রভা হেন প্রভাকর-প্রতিমা॥
মল্লধূলি অঙ্গে—যেন শশধরে কালিমা।
নায়ক না ছাড়ে সঙ্গ,—এতাদৃশ মহিমা।
গান্ধারের গৃহ, গ-ম-প-ধ-নি-সা বন্দিমা।
খাড়ো জাতি, দিবা আদ্যে গাইবার ছন্দিমা॥

ললত।

ললত—ভুবন-মনোরঞ্জন রে।
লোহিত বসন—ভানু-গঞ্জন রে॥
মৃগাক্ষ কি নর্ত্তক—খঞ্জন রে।
তাহাতে শোভিত দলিতাঞ্জন রে॥

পয়োধর-যুগ মেরু-ভঞ্জন রে।
রতন-নূপুর—অলি-গুঞ্জন রে॥
ফুলধনু—ধনু-ভুরু বঙ্কন রে।
নাসায়ে মুকুতা, করে কঙ্কণ রে॥
সুধার আকর মুখ-মণ্ডল রে।
শ্রবণ-যুগলে শোভে কুণ্ডল রে॥
বরণ কিরণ যেন কাঞ্চন রে
মাজার বলনি হরি-লাঞ্ছন রে॥
বেণী বলনে ফণী ক্রন্দন রে।
গমনে বারণ-গতি নিন্দন রে॥
রচিত ললিত গীত ছন্দন রে।
ধৈবত মিলিত গৃহ-বন্ধন রে॥
ওড়ো জাতি অবিরত চিন্তন রে।
স্বর—ধ-নি-সা-গ-ম সু-গ্রন্থন রে॥
সু-ঋতু বসন্তাদি লক্ষণ রে।
প্রভাত-সময়ে গানোপাখ্যান রে॥

বেলায়ল।

বেলায়ল জাতি কুল সম্পূরণ যশেতে।
বসন্তের সর্ব্ব কাল গানের স্ববশেতে॥
কোমল-শরীর শ্যামা—বাস-সজ্জা-বেশেতে
নায়কের অভিসার দরশনাবেশেতে

অগুরু কেশর ঘন মাখিয়াছে কেশেতে।
অলকা-তিলকাবলি ললাটের দেশেতে॥
মলিন হইল শশী, বদন-প্রকাশেতে।
তড়িৎ লুকায় মেঘে মৃদু মৃদু হাসেতে॥
গিরি-গর্ব্ব হৈল খর্ব্ব, পয়োধর-পাশেতে।
খঞ্জন পড়্যাছে বাঁধা, কটাক্ষের ফাঁসেতে॥
রবি-ছবি ঢাকিয়াছে রক্তবর্ণ বাসেতে।
অমৃত হইল মৃত, সুমধুর ভাষেতে॥
নাভি-কূপে আছে কাম, অতি অপ্রকাশেতে।
বায়ু হল্যো গন্ধবহ, অঙ্গের সুবাসেতে॥
প্রহরী হইল অক্ষি, জাগরণাদেশেতে।
নিদ্রাকে পাঠায়্যা দিল অতি-দূর-দেশেতে॥
তুষিতে পতির মন, বিহার-বিলাসেতে।
সবাঞ্ছিতা হৈলা এই—সুখ-অভিলাষেতে।
ধ-নি-সা-রি-গ-ম-প-রোহী আরোহী বাসেতে।
বিদিত ধৈবত গৃহ—কবি সেন-দাসেতে॥

পটমঞ্জরী।

পটমঞ্জরীর দশা হয়্যাছে কি হয়্যাছে!
আক্ষেপেতে পুনরুক্তি কয়্যাছে কি কয়্যাছে॥
প্রবল বিচ্ছেদানল জ্বল্যাছে কি জ্বলাছে।
তাহাতে কনক-অঙ্গ গল্যাছে কি গল্যাছে॥

উত্তাপ-কুসুম-হারে কর্য়্যাছে কি কর্য়্যাছে।
শুষ্ক পথে তেজ-ভাগ সর্য়্যাছে কি সর্য়্যাছে।
বিরহ—সকল ভাব হর্য়্যাছে কি হর্য়্যাছে।
বিপরীত বেশ-ভুষা ধর্য়্যাছে কি ধর্য়্যাছে॥
বিষাদ-রসানে মুখ মাজ্যাছে কি মাজ্যাছে।
ধূলার ভূষণ দেহে সাজ্যাছে কি সাজ্যাছে॥
দুখেতে সুখেরে তনু ঝাল্যাছে কি ঝাল্যাছে।
কঙ্কণ-কুণ্ডল-হার ফেল্যাছে কি ফেল্যাছে॥
আলু-থালু রূপে বস্ত্র খস্যাছে কি খস্যাছে।
বাক্যগণ মৌনাসনে বস্যাছে কি বস্যাছে॥
নাসিকা রোদন-গুণ গায়্যাছে কি গায়্যাছে।
অবিশ্রামে অশ্রু-ধারা ধায়্যাছে কি ধ্যায়্যাছে॥
এতেক যাতনা নারী সয়্যাছে কি সয়্যাছে।
সম্পূরণ ভাবে জাতি রয়্যাছে কি রয়্যাছে॥
পঞ্চম সুরেতে গৃহ গড়্যাছে কি গড়্যাছে।
প-ধ-নি-সা-রি-গ-মতে চড়্যাছে কি চড়্যাছে॥
বসন্ত ঋতুর বিধি চল্যাছে কি চল্যাছে।
নিশি দুই যামে গান বল্যাছে কি বল্যাছে॥

দীপক।

রবির নয়নে প্রখর দৃষ্টি।
তথায় দীপক হইল সৃষ্টি॥

লোহিত-বরণ বসন তার।
গলায় গজ-মুকুতার হার॥
আরোহণ মত্তবর মাতঙ্গে।
সমূহ তরুণ-তরুণী সঙ্গে॥
কেহ বামে বসি, দক্ষিণে কেহ।
কেহ বা আশ্রয় করিয়া দেহ॥
রস-আলাপন করে প্রমদা।
এরূপে ভ্রমণ করেন সদা॥
জাতি সম্পূরণ ভাবেতে গণি।
স্বরাবলি—সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
গ্রীষ্মঋতু, গৃহ খরজ স্থান।
মধ্যাহ্ন সময়ে গান বিধান॥

দেশী।

দেশীকে স্বজিতে শিব সুমন্ত্রণা করিল।
অপার রূপের সিন্ধু বিরলেতে মথিল॥
যৌবন-সম্ভব যত রত্ন—তাতে উঠিল।
একত্র করিয়া দেশী রাগিণীরে গঠিল॥
শশধর দিয়া তার মুখখানি গড়িল।
কলঙ্কের ভাগে তার শিরোরুহ রুপিল॥
আগে-ভাগে সুধা-ভাগে বাক্য-ভাণ্ডে পূরিল
সমুদায় হালাহল কটাক্ষেতে সারিল॥

চারি খণ্ড করি, করিবর কর কাটিল।
অগ্রভাগে ভুজ-যুগ—অন্তে উরু ঘটিল॥
পারিজাত-পল্লবেতে কর-পদ সৃজিল।
করি-কুম্ভ-যুগে যুগ-পয়োধর সাজিল॥
মৃদু মৃদু সুহাস্যতে চঞ্চলাকে রাখিল।
পালাশ বসন দিয়া লজ্জা,—অঙ্গ ঢাকিল॥
নানা অলঙ্কার দিয়া তার মন তুষিল।
সেই সব ভুষণেতে অষ্ট অঙ্গ ভূষিল॥
যৌবনের ভার,—দেশী সহিতে না পারিল
নায়কে মদন-কথা কহিবারে লাগিল॥
খাড়ো রিখভের গৃহ, গ্রীষ্ম ঋতু পাইল।
মধ্যাহ্ন সময়ে রি-গ-ম-ধ-প-নি গাইল॥

কামোদ।

কামোদের গৌর অঙ্গে লোহিত বসন।
পয়োধরে করে শুভ্র কাঁচলি কষণ॥
অভিসার আচরিয়া সঙ্কেতের স্থানে।
ঘোরতর নিশি মধ্যে কৈল অধিষ্ঠানে॥
নায়কের সঙ্গে নাহি হইল মিলন।
উৎকণ্ঠিতা হয়্যা করে, নিশি জাগরণ॥
নিবিড় কানন মাঝে একাকিনী বালা।
পশু পক্ষী উপলক্ষ—অধিকন্তু জ্বালা॥

ম্ব গ দেখি—নায়কের চক্ষু পড়ে মনে।
উরু কর মনে হয়, করি-দরশনে॥
কোকিল পঞ্চম স্বরে ডাকে কুহু-কুহু।
বেদনা পাইয়া রামা করে উহু-উহু॥
ক্ষণে কাঁদে—ক্ষণে কাঁপে—ক্ষণে লোমাঞ্চিত।
কান মতে ধৈর্য্য তার না ধরে কিঞ্চিত॥
সম্পূর্ণ ধৈবত গৃহ, গ্রীষ্ম ঋতু তায়।
ধ-নি-সা-রি-গ-ম-প মধ্যাহ্নে গীত গায়॥

নট।

নট—দীপকের ভার্য্যা এমতে জানায় রে।
রক্তবর্ণ নবভাব—যৌবনে মানায় রে॥
নারী- ১ নর-বেশ কিবা শোভা পায় রে
লাটে কাঞ্চন-সিঁতি, উষ্ণীষ মাথায় রে॥
হন অঙ্গেতে মধ্যবন্ধ মাজায় রে।
লো কবচ আচ্ছাদন সব গায় রে॥
কণ্ঠমালা ধুকধুকি মুকুতা গলায় রে।
পাদুকা নূপুর দুই—পরিয়াছে পায় রে॥
রতন-কঙ্কণ করে—শঙ্খ শোভে তায় রে।
ভুজ-যুগে ভুজ-বন্ধ,—বাজু-বন্ধ হায় রে॥
আরোহণ তুরঙ্গমে—নল রাজা প্রায় রে।
যুদ্ধে যেন ভীষ্ম বীর,—করি অভিপ্রায় রে॥

করে করি করবাল—রণভূমি যায় রে।
রিপুগণ সঙ্গে যুদ্ধ করিবারে ধায় রে ॥
অবলা প্রবলা—তাই ভয় নাহি ভায় রে।
লজ্জা-হীনা সীমন্তিনী—একি মহাদায় রে ॥
কুলবালা রণে কেবা পরিত্রাণ পায় রে।
বিপক্ষ-দলের আর নাহিক উপায় রে ॥
সম্পূর্ণ খরজ গৃহ, গ্রীষ্ম ঋতু চায় রে।
সা-নি-ধ-প-ম-গ-রি দিবার শেষে গায় রে ॥

কেদারা।

গেরুয়া বসনাবৃতা কেদারা সুরাগিণী।
রুদ্রাক্ষ ভূষণ অঙ্গে,—যোগাসনে যোগিনী ॥
জটায় জড়িত নাগ,—উপবীত-নাগিনী ॥
মস্তক উপরে গঙ্গা তরল-তরঙ্গিণী ॥
ললাটে সুধাংশু-কলা—ত্রিনয়ন-শোহিনী।
রূপের কি কব কথা,—ত্রিভুবন-মোহিনী ॥
রতি-রতিপতি-মতি প্রতি মোহকারিণী ॥
মুদ্রিত নয়নে ধ্যান—শিব-রূপ-ধারিণী ॥
বিভুতিতে বিভূষিত গাল-বাদ্য-বাদিনী।
মধুর পঞ্চম স্বরে বন-প্রিয়-নাদিনী ॥
অনঙ্গ-সেবিত মধ্য,—নাভি সুধা-হ্রদিনী।
নানা মত সোহাগেতে নায়কের স্বাধিনী ॥

স্থমেরু সমান কুচ, অক্ষি নীল-নলিনী।
স্বীয়ার লক্ষণ মতে পতি-প্রেম-পালিনী॥
ওড়ো কুলে বিরাজেন আশুতোষ-নন্দিনী।
নিখাদে উত্থান কৈলা গুণি-গণ-বন্দিনী॥
গ্রীষ্ম-ঋতু অর্দ্ধ-রাত্রে গান বিধি আশিনী।
নি-সা-গ-ম-প প্রমাণে পঞ্চ-স্বর-বাসিনী॥

কানড়া।

কানড়া রাগিণী কয়ে, বীর বেশ ধারণ,
নাহি বাসে কুল-ভয়-লাজে।
কর-ধৃত করবাল, করি-রদ সব্যয়ে
বিহরয়ে বীরগণ-মাজে॥
কনক বরণ দেহে, কর্পূর চর্চ্চিত,
বিমল বদন দ্বিজরাজে।
পয়োধর-পর্ব্বত, সর্ব্ব ভাবত,—
সম্বরে পুরুষের সাজে॥
নিন্দিত নবঘন, চাঁচর কেশ-জাল,
গোপন করিল শির-তাজে।
এরূপ নরের বেশ, যদ্যপি তবে আর,
নারীর ভূষণ কোন্ কাযে॥
সম্মুখেতে ভাটগণ, করে যশ-বর্ণন,
জাতি সম্পূরণে বিরাজে।

উঠিবে নিখাদ স্বরে, নি-সা-রি-গ-ম-প-ধ,
প্রথম নিশিতে গান ভাঁজে ॥ ৫ ॥

শ্রীরাগ।

পৃথিবীর নাভি হৈতে স্বজন।
শ্রীরাগ—তাঁহার গৌর-বরণ ॥
পদ্মরাগ-মণি স্ফাটিকে হার।
এক পরে—এক গাঁথনি তার ॥
চিত্রময় সিংহাসন উপরে।
কমল কুসুম দক্ষিণ করে ॥
শোভিত নির্ম্মল শ্বেত বসন।
আনন্দে মগন হাস্য-বদন ॥
সমুখে সমূহ গায়কগণ।
নানামতে করে মনোরঞ্জন ॥
কেহ আলাপিছে রাগের অঙ্গ।
কেহ বাজায় মধুর মৃদঙ্গ ॥
বাজয়ে রবাব তম্বুরা বীণ।
মন্দিরা বাজে ঠিনি ঠিনি ঠিন ॥
দর দর দর বাজয়ে দারা।
বাজে সারিঙ্গী মোচঙ্গ সেতারা ॥
সম্পূরণ গৃহে খরজ ধ্বনি।
স্বরাবলি—সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি ॥

হিম আদি ষড় ঋতু-বিধান।
দিবা-শেষভাগে করিবে গান॥

মালশ্রী।

মালশ্রী রাগিণী—শ্রীরাগের প্রিয়তমা।
অরুণ-বরণা পীত-বসনা প্রথমা॥
তাহাতে হইল শোভা দেখিতে এমনি।
স্বর্ণপত্রে ঢাকা যেন পদ্মরাগ-মণি
মণিময় ভূষণেতে শরীর ভূষিত।
মণির বিশেষ রক্ত শ্বেত নীল পীত॥
পতি আর সখী সঙ্গে ভ্রমণ—আরামে।
ভ্রমণে হইয়া শ্রান্তা ধরিলা বিরামে॥
বিরাম-কারণে পতি-সঙ্গ-ছাড়া হয়্যা।
বৈসে আম্রতরু-তলে সখীগণ লয়্যা॥
সম্পূরণ ভাবেতে সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি।
উত্থান—খরজ গৃহে করিলেন ধনী॥
হিমাদি ঋতুর দিবা দ্বিতীয় প্রহরে।
বিধান প্রমাণে তাল-মানে গান করে॥

মারোয়া।

মারোয়া রাগিণী।
পরম রূপসী শ্রীরাগের সোহাগিনী॥

কনক ভূষণ।
পরিধান—কনকেতে খচিত বসন॥
কুসুমের হার।
পয়োধর সঙ্গে রঙ্গে করিছে বিহার॥
সঙ্কেতের স্থানে।
অভিসার আচরিয়া করিল প্রস্থানে॥
একাকিনী ধনী।
খাড়ো জাতি চিহ্ন স্বর সা-প-গ-ম-ধ-নি॥
শেষ দিবামানে।
হিমাদি ঋতুতে গান বিধান প্রমাণে॥

ধনাশ্রী।

ধনাশ্রী সতী নবযুবতী।
বসন-বরণ—দিবস-পতি॥
বারণ-গতি—রূপেতে রতি।
বচন-প্রকৃতি—মধুর অতি॥
বিমুখ পতি—তাতে এমতি।
বিচ্ছেদ-সন্তাপে তাপিত মতি॥
বিরহানলে শরীর জ্বলে।
কাঁদিছে বসিয়া বকুল-তলে॥
ক্ষণে অজ্ঞান—ক্ষণে সজ্ঞান।
ক্ষণে মৃত্যুপ্রায় তনুর ধ্যান॥

খরজ গেহ, খাড়োতে সেহ।
সা-প-ধ-নি-রি-গ রাগিণী দেহ॥
হিমাদি ছয় ঋতু-নির্ণয়।
দিবা দুই যামে গান বিষয়॥

বসন্ত।

নব-দুর্ব্বাদল জিনি বর্ণ-ঘটা।
বালা পূর্ণ ভাবে—মুখ চন্দ্র-ছটা॥
শিখি-পুচ্ছ শিরস্ত্রাণ সুপ্রকাশে।
শরীরের শোভা করে রক্ত-বাসে॥
নানা পুষ্পময় কৃত মাল্য—গলে।
উন্মত্ততা—যৌবন-মদ্য-বলে॥
কর দক্ষিণে আম্রের মঞ্জুল রে।
পূগ-কর্পূর-তাম্বূল সব্য করে॥
তাল-বাদ্য-সমন্বিত নৃত্য-গান।
এ বসন্ত রাগিণীর বিদ্যমান॥
সখী সঙ্গে বরাঙ্গনা রঙ্গ সাজে।
দৃমিদং দৃমিদং সুমৃদঙ্গ বাজে॥
ধিধি ধিক্কট ধিক্কট ধিক্কট ধেই।
থাথা থুং থকুথুং থকুথুং থকু থেই॥
মধু-মন্দিরা ঠিঠিনি ঠিন্নি গাজে।
ঝননং ঝননং জগঝম্প ঝাঁজে॥

তাধিয়া তাধিয়া পদ নৃত্য ভরে।
মধুর ধ্বনি রঞ্জিত বংশী-স্বরে॥
রণ রঙ্কণ রঙ্কণ মঞ্জু পাদ।
বীণা নিক্কাণ নিক্কাণ আদ্য নাদ॥
রণ রীতি মধ্যে গণি।
সুর সুশ্রেণী সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি॥
খরজের ঘরে রাগিণীরে ধরে।
মুনি-উক্ত গান দিবা দ্বিপ্রহরে॥
শিশিরান্ত ঋতুমতে ধার্য্য পাবে।
সুবসন্ত ঋতু সদা নিত্য গাবে॥

আসায়রী।

শ্যামল-বরণ কোমলাঙ্গী আসায়রী।
কর্পূর-চর্চ্চিত অঙ্গ, শুভ্র বস্ত্র পরি॥
পদে-করে-কণ্ঠে-কর্ণে ভুজঙ্গ ভূষণ।
চূড়া-বান্ধা চিকুর—মস্তকে সুশোভন॥
এই মত বেশ করি শ্রীরাগ-প্রেয়সী।
জলস্থিত পর্ব্বত উপরে আছে বসি॥
ধ-নি-সা-ম-প ধৈবতে গৃহের বিধান।
ওড়ো হিম ঋতু—দিবা দুই যামে গান॥

মেঘ।

মেঘ রাগ গগন-তনয় ॥
মতান্তরে পর্ব্বত হইতে জন্ম হয়
নব-মেঘ জিনিয়া বরণ।
জটাজূট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন ॥
রূপে যেন মদন-মোহন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ ॥
যুবকগণের শিরোমণি।
বাক্য-শ্রেণী হেন—যেন সুধার গাঁথনি ॥
করিলেন ধৈবতে উত্থান।
ধ-নি-সা-রি-গ প্রমাণে ওড়োতে নির্ম্মাণ ॥
বরষাদি ঋতুতে বিধান।
রজনীর শেষ-ভাগে করিবেক গান ॥

টঙ্ক।

মেঘের প্রথমা ভার্য্যা টঙ্ক বিরহিণী।
পরম রূপসী—যেন মদন-মোহিনী ॥
বিচ্ছেদ-ভুজঙ্গ তারে করিল দংশন।
বিরহ-বিষেতে অঙ্গ হৈল জ্বালাতন ॥
দাহ-নিবারণ-হেতু কেশর চন্দন—
ঘন ঘন করিতেছে শরীরে লেপন ॥

তত্রাপি তাহাতে জ্বালা নহে নিবারণ।
পাতিয়া কমল-দল করিল শয়ন॥
যত মত করে রামা শীতল-সেবন।
তত গুণ বৃদ্ধি হয় বিরহ দাহন॥
সা-রি-গ-ম-প-ধ-নিতে জাতি সম্পূরণ।
উথানে খরজ স্বরে গৃহ নিরুপণ॥
বরষা প্রভৃতি ছয় ঋতুর গণন।
যামিনীর মধ্য-ভাগে গান-প্রকরণ॥

মল্লার।

মল্লারের রূপে দশ দিক প্রকাশিত।
পুস্পময় অলঙ্কারে শরীর ভূষিত॥
নায়কের বিচ্ছেদে ক্ষীণাঙ্গী হৈলা ক্ষীণা।
খেদান্বিতা সকাতরা তাপিতা মলিনা॥
বিরল স্থানেতে বসি বাজাইয়া বীণা।
নায়কের গুণ-গান করিছে নবীনা॥
নিকটে এমন কেহ নাহিক প্রবীণা।
কে দেয় বিচ্ছেদ-যজ্ঞে সান্ত্বনা-দক্ষিণা॥
একে বিরহিণীর বরষা-কাল—কাল।
তাহাতে রজনী ঘোরা হইল মিশাল॥
ওড়ো জাতি প্রমাণে স্বর ধ-নি-রি-গ-ম।
উথান খরজ গৃহে তাহার নিয়ম॥

গুজরী।

গুজরীর রূপে আলো করে তিন পুর
ক্ষীণ মাজা, পীন স্তন, চাঁচর চিকুর॥
রক্তবাস পীত-কাঁচলি—মেঘ-বধূর।
সঙ্গীতে পণ্ডিতা,—স্বর অতি সুমধুর।
ভূরু দেখি লজ্জা হৈল মনোজ-ধনুর।
সুসজ্জা শরণাপন্ন হইল তনুর॥
শ্রবণে কুণ্ডল আর করেতে কেয়ূর।
হৃদয়েতে কণ্ঠমালা,—চরণে নূপুর॥
চর্চ্চিত ভাবে আশ্রিত কেশর কর্পূর।
তুলনায় মদন-মোহিনী বহু দূর॥
দিন-মুখ দেখিবারে দিনের ঠাকুর।
ধরিলা বরষা ঋতু রূপের মুকুর॥
ঋতুর প্রভাবে ঘন হয়্যা শত-পুর।
দশ দিকে অন্ধকার করিল প্রচুর॥
ঘোর গরজনে শব্দ শুনি গুর্-গুর্।
চপলা চমকে,—বজ্র-শব্দ দুর্ দুর্॥
আনন্দে ময়ূরী নাচে সহিত ময়ূর।
চাতকের পিউ রব, ডাকয়ে দর্দ্দুর॥
বারি-বরিষণে হৈল গানের অঙ্কুর।
সম্পূর্ণ রি-গ-ম-প-ধ-নি-সা সাত সুর॥

কবি সেন-দাস কহে শুন সুচতুর ।
উত্থানে খরজ গৃহ,—সে অতি অদূর ॥

ভূপালী ।

ভূপালী চতুর্থী ভার্য্যা সম্পূরণ জাতি ।
গোরসে যাবক মিশাইয়া রূপ-ভাতি ॥
দাড়িম্ব-নিন্দিত কুচ,—আকর্ণ লোচন ।
কমল-বদনে কৃষ্ণতিল সুশোভন ॥
স্তনের উপরে শোভে মুকুতার হার ।
চন্দন চর্চ্চিত অঙ্গে, নানা অলঙ্কার ॥
পতি সঙ্গে রসালাপ করে রসবতী ।
রস সিন্ধু মধ্যে ঝাঁপ দিল রতি-পতি ॥
খরজে উত্থান, ঋতু বরষা বিধান ।
যামিনীর প্রথম প্রহরে গাবে গান ॥

দেশকার ।

দেশকার রাগিণীর শরীর কোমল ।
কর-পদ-চক্ষু-মুখ সকলি কমল ॥
পয়োধর-যুগল কঠোর উচ্চতর ।
উন্নত নাসিকা, অতি সুরঙ্গ অধর ॥

মুকুতার হার গলে—মুকুতা দশন।
বহুমূল্য অলঙ্কার,—উত্তম বসন॥
চন্দন-লেপিত অঙ্গ, তাতে চিত্রময়।
নায়কের করে ধরি, করিছে বিনয়॥
উত্থানে খরজ গৃহ, জাতি সম্পূরণ।
সা-ধ-রি-গ-ম-প-নি স্বরের প্রকরণ।
বরষা প্রভৃতি ষড় ঋতুর বিধান।
অরুণ উদয় হৈলে করিবেক গান॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
রাগ-রাগিণীর ধ্যান হৈল সমাপন॥

বিভিন্ন মতে গানের সময়-নির্ণয়।

হনূমান্, কলানাথ আর সোমেশ্বর।
ভরত প্রভৃতি চারি মতের ভিতর॥
অনুরাগ অনুরাগিণীর নাম যাহা।
পরে হনূমান মতে বিরচিব তাহা॥
কলানাথ মতে যেই গানের সময়।
তোফতুল-হেন্দ মধ্যে করিলা নির্ণয়॥
প্রভৃতি অবধি করি প্রহরে প্রহরে।
যে যে রাগ গাইবেক—লিখিতেছি পরে॥
ভৈরব, ভৈরবী, মেঘ, বসন্ত, ভূপালী।
দে'ওসাক, মধমাধ, মালশ্রী, বঙ্গালী॥

ধনাশ্রী, পঞ্চম, বেলায়ল, দেশকার।
গুজরী, ললত, শ্যাম, বিভাস, মল্লার॥
এই অষ্টাদশ রূপ গাইবে প্রভাতে।
দিবার প্রথম ভাগে কহিব পশ্চাতে॥
কোশক, সাবেরী, রেওয়া পরে গুণকলী।
পটমঞ্জরী, সোরঠী, আর রামকলী॥
এই সাত রাগাদির করিলা নির্ণয়।
দিবার প্রথম ভাগ গানের সময়॥
টোড়ী, টঙ্ক, সিন্ধু আর কামোদ, বরারী।
শঙ্করাভরণ, দেশী—পরেতে গান্ধারী॥
এই অষ্ট রাগাদিকে সঙ্গীত-প্রমাণে।
গাইবেক দ্বিতীয় প্রহরে দিনমানে॥
শ্রীরাগ, মালোয়া, গৌরী, বড়হংস পরে।
করণাটী, নন্দ, নট, কল্যাণ—বিহরে॥
আভিরী, কেদারা একাদশেতে ত্রিগুণ।
এ সবার সময়ের ভিন্ন প্রকরণ॥
দিবসের তৃতীয় ভাগের আদ্য ধরি।
রাত্রিমানে দ্বিতীয় প্রহরাবধি করি॥
এ চারি প্রহরে করে এ সকল গান।
পরে ভিন্ন প্রকারেতে গ্রন্থের বিধান॥
প্রহরে প্রহরে বিধি হয় কিন্তু নয়।
শ্রোতার যখন ইচ্ছা—তখনি সময়॥

যে যে রাগাদি মিশ্রিত হইয়া, যে যে নাম হইয়াছে।

যে যে রাগ হৈতে হৈল, যে রাগ-উদ্ভব।
বিশেষ করিয়া তাহা বিরচিব সব॥
বাগেশ্বরী, মধমাধ, পূরিয়ার সাথ।
মিশ্রিত হইয়া নাম হৈল শুদ্ধ-নাথ॥
কানড়-নটের জন্ম নট-কানড়াতে।
কেদার-নটের মূর্ত্তি নট-কেদারাতে॥
আহিরীর অঙ্গে নট প্রবেশ করিল।
তাহাতে আহির-নট রূপ প্রকাশিল॥
হামির হইল ভুক্ত নটের কায়ায়।
নামেতে হামিরনাট জনমিল তায়॥
কামোদের আমোদ নটের অঙ্গ লয়্যা।
জনমিল তাহাতে কামোদ-নট হয়্যা॥
শারঙ্গের রঙ্গ,—নট-অঙ্গে অঙ্গ দিয়া।
হইল শারঙ্গ-নট তাহারি লাগিয়া॥
মল্লারে নটের রূপ হইল মিশ্রিত।
তাহাতে মল্লার-নট-রূপ উপস্থিত॥
কল্যাণের রূপ হৈল নটেতে আচ্ছন্ন।
এরূপে কল্যাণ-নট-রূপ উৎপন্ন॥
কোকব, পূরবী আর কেদারার ঘট।
বেলায়ল—এ চারি জন্মিত ছিল-নট॥

মধমাধ, বেলায়ল, শঙ্করাভরণ।
লঙ্গধন—চারি রূপে নট-নারায়ণ॥
ধনাশ্রী কানড়া, ঢোল, আহিরীর সাথ।
শুদ্ধ-মধমাধ-কেদারে—কদম-নাথ॥
গান্তারী, পুরিয়া অঙ্গে টোড়ী অপ্রকট।
তাহাতে প্রকাশ রাজনারায়ণ-নট॥
বেলায়ল গোঁড় যোগে হইল কামোদ।
কেদারা-কামোদ হৈতে সামন্ত-কামোদ॥
ইমনে কামোদে মিশি কল্যাণ-কামোদ।
মতান্তরে কেহ বলে কল্যাণ-বিনোদ॥
খট্ট সঙ্গে কামোদের আমোদ-প্রমোদ।
তাহাতে জন্মিল এই তিলক-কামোদ॥
ধনাশ্রীতে প্রবেশিল কানড়া সুন্দরী।
দোঁহার প্রভাবে জনমিল বাগেশ্বরী॥
ফরোদস্ত-কানড়ায়—প্রকাশ সাহানা।
মল্লার কানড়া হৈতে জন্মিল আড়ানা॥
ঢোলশ্রী মঙ্গলা, টঙ্ক, কানড়া মিলিয়া।
উৎপত্তি করিল এই রাগিণী পুরিয়া॥
টঙ্কতে কামোদ, তাতে গোঁড় মিশাইল।
শুদ্ধ-কল্যাণের রূপ প্রকাশ পাইল॥
কেদারাতে শুদ্ধ-কল্যাণের সংঘটন।
উভয়ের তেজ-ভাগে জন্মিল ইমন॥

কেদারার অঙ্গে অঙ্গ সঁপিল হামির।
ক্ষম-কল্যাণ তাহাতে হইলা বাহির॥
জয়েতশ্রী-অঙ্গে শুদ্ধ-কল্যাণ মিশিল।
জয়েত-কল্যাণ রূপ উদয় হইল॥
টোড়ী, আসায়রী, মারু তিনের জন্মিত।
ধনাশ্রী রাগিণী রূপ হল্যো উপস্থিত॥
শঙ্করাভরণ, মধমাধ, সরস্বতী।
কেদারা—এ চারি যোগে মালশ্রী-মূরতি॥
বরারী, গুজরী আর আসায়রী, শ্যাম।
গান্ধার, টোড়ী—এ ছয়ে হৈল খট্ নাম॥
গান্ধার, গুজরী আর বঙ্গালী, পঞ্চম।
ভৈরবী-সংযোগে সুরাষ্টকের নিয়ম॥
সুরাষ্টক অঙ্গে অঙ্গ ধনাশ্রী ঢালিল।
তাহাতে গাম্ভারী নামে রাগিণী জন্মিল॥
মালশ্রী-মল্লারে শুদ্ধ-কল্যাণের যোগ।
তাতে এই মধমাধ নামের প্রয়োগ॥
নট-নারায়ণ, শুদ্ধ, শঙ্করাভরণ।
ত্রিযৌগিক রূপে সরস্বতীর জনন॥
ধনাশ্রী, জয়েতী দুর্গা—রুদ্রাণীর অংশ।
তাতে মারু যোগ কৈলে জন্মে বড়হংস॥
গুণকলী, গান্ধারে—গুজরী শ্যাম দেহ।
রামকলী পূরবী ছয়েতে বল নেহ॥

বেলায়ল, কেদারাজ, শঙ্করাভরণ ।
মল্লার, কেদারা, সুহো—যোগে নাগধন ॥
দেওগিরি, আসায়রী, ভয়রোঁ, গৌরী, সিন্ধু ।
পাঁচেতে গান্ধার রূপ—যেন রূপ-সিন্ধু ॥
কানড়া, পূরবী, গৌরী তাতে যোগ—শ্যাম।
আমির-খোশরো কৃত ফরোদস্ত নাম ॥
ধুলশ্রী, ধনাশ্রী, মারু, গান্ডারী—মিলন ।
তাতে পটমঞ্জরীর শরীর সৃজন ॥
শুদ্ধ-মল্লার, কানড়া, শঙ্করাভরণ ।
এই তিন যোগে দেওশাক-নিরূপণ ॥
বেলায়ল, শারঙ্গ, গৌরজা, বেলায়লী ।
সুরাষ্টক গৌরীতে কামোদী নাম বলি ॥
মতান্তরে সুঘরই-সোরঠী-মিলনে ।
কামোদী রাগিণী হয়,—বলে কোন জনে ॥
শুদ্ধ-পূরবীর অঙ্গ ধনাশ্রী ধরিল ।
ভীমপলাশীর জন্ম তাহাতে হইল ॥
খট, আসায়রী, দেশী—জন্মিত গান্ডারী ।
দেশকার, টোরী আর ত্রিয়ণে বরারী ॥
কেদারা মারোয়া সঙ্গে মিলে সরস্বতী ।
এই তিনে জন্মে বেহাগড়ার মূরতি ॥
জয়েতশ্রী-দেশকারে ললত মিলিল ।
লয়লাবতীর রূপ উদয় হইল ॥

মারোয়া ত্রিয়ণ, গৌরী হৈতে মনোহর।
শ্রীকানড়া-ভৈরবে টঙ্কের কলেবর॥
কল্যাণ, গুজরী, শ্যাম আর দেশকার।
এই চারি যোগে হৈল আহিরী আকার॥
ব্রজাঙ্গনা-অনুরাগে বাড়াইয়া রাগ।
গাইতেন শ্রীকৃষ্ণ বংশীতে এই রাগ॥
আড়ানা-সোরঠী আর শঙ্করাভরণ।
তিন রূপে রহংস-মঙ্গলা-নিরূপণ॥
মারোয়া শ্রীমনোহরে রাজহংস মানে।
গাইলেন ভরত,—নারদ-বিদ্যমানে॥
শুদ্ধ-টঙ্ক-মালশ্রীতে শ্রীভীমপলাশী।
পঞ্চ যোগে শ্রীসমোধ উপস্থিত আসি॥
টোড়ী-খট যোগে দেশী আল্যো ধীরি ধীরি।
পূরবী, শারঙ্গ, শুদ্ধ তিনে দেওগিরি॥
দেওগিরি গাইতেন দেবতা সকল।
বেহাগড়া, কানড়া, কল্যাণে—কোলাহল॥
কোলাহল অনুরাগ—ভরতের মত।
গান করিতেন সদা ঠাকুর ভরত॥
শ্রীরাগ, মালশ্রী আর শঙ্করাভরণ।
তিন রূপ যোগে জনমিল শ্রীরমণ॥
দেওগিরি, বেলায়ল, মারু—সংস্রব।
পূরবী কেদারা, পঞ্চ মিলনে কোকব॥

মালশ্রী, গান্ধারী, সরস্বতী তিনে যোগ।
তাহাতে দেওয়ারী নাম হইল প্রয়োগ॥
ললতায় যোগ রামকলীর শরীর।
তাহাতে গুজরী অঙ্গ হইল বাহির॥
গান্ধার, মঙ্গলাষ্টক, রামকলী, শ্যাম।
চারি অঙ্গ যোগে মালগুজরী—এ নাম॥
সোরঠীরে মিশাইয়া গৌরী কলেবরে।
মালগুজরী বলিয়া বলে মতান্তরে॥
জয়েন্তী, বরারী, গৌরী, ত্রিয়ণে মিলন।
এই চারি অঙ্গ হৈতে বিচিত্রা লক্ষণ॥
দেশকার-পূরবীতে গৌরী সংঘটন।
তিনের শরীর হৈতে জন্মিল ত্রিয়ণ॥
মতান্তরে পূরবীর স্থানেতে ললত।
কেহ বা বিভাস বলে—কেহ ভিন্ন মত॥
বড়হংস, গৌরী, টঙ্কে—শ্রীরাগের ধারা।
কোকব-পূরবী বেলায়লেতে কেদারা॥
ভৈরব-লয়লাবতী পূরিয়া পঞ্চমে।
জন্মিল হিণ্ডোল রাগ—এ চারি সঙ্গমে॥
উপস্থিত হইলেন দূরন্ত বসন্ত।
কল্যাণ-কামোদ সঙ্গে সামন্ত সামন্ত॥
একেতো একের এক তেজে রক্ষা নাই।
চারি তেজ মিলিয়া হইল এক-ঠাঁই॥

সেই তেজ-রূপ অগ্নি হইল প্রবল।
তার শিখা-ধূম উঠে গগন-মণ্ডল॥
তাতে জন্মি মেঘ রাগে কৈল বরিষণ।
সেই জলে নির্ব্বাণ হইল হুতাশন॥
দেওগিরি, মল্লার, শারঙ্গ, নট অন্ত।
বেলায়ল—পঞ্চ যোগে উদয় বসন্ত।
হিণ্ডোল, কানড়া, শুদ্ধ, পূরিয়া মিলন।
চারি অঙ্গ হৈতে হৈল ভৈরব সৃজন॥
বেলায়ল, শুদ্ধ আর বরারী শারঙ্গ।
ললত, পঞ্চম—পাঁচে ভৈরবীর অঙ্গ॥
মতান্তরে—শুদ্ধ, শ্যাম, ভৈরব মিলনে।
ভৈরবী রাগিণী জন্মে বলে কোন জনে॥
দেশকার, গুজরী, বঙ্গালী, রামকলী।
পঞ্চম—পঞ্চের যোগে ফুলী নাম বলি॥
বেলায়ল, শুদ্ধ আর নট-নারায়ণ।
মল্লার যোগেতে—মাধো ভৈরব-নন্দন॥
কল্যাণ-কেদারে বেলায়ল জন্ম ভাল।
ধনাশ্রী-ললত-গৌরী-মারুতে বঙ্গাল॥
মতান্তরে বরারীকে করিলে ঘটন।
বঙ্গালের জন্ম হয় কহে কোন জন॥
আসায়রী-বেলায়লে গুজরী সঙ্গম।
তাহাতে বিভাস নাম হইল নিয়ম॥

ললত-বসন্তেতে পঞ্চম নাম ধরে।
মনোহর-গান্ধার-হিন্দোলে মতান্তরে॥
মালশ্রী-বিভাস দোঁহে মিলন হইল।
তাহাতে সুহোর রূপ প্রকাশ পাইল॥
মতান্তরে বিভাসের স্থানে বাগেশ্বরী।
কোন মতে শুদ্ধ-যোগে সুহো নাম ধরি॥
গুজরী, পঞ্চম আর ভৈরবী, গান্ধার।
বঙ্গাল—সংযোগে হৈল সুরট আকার॥
আসাবরী অঙ্গে জয়জয়ন্তীর অঙ্গ।
তাতে গৌরী রাগিণীর জন্মের প্রসঙ্গ॥
কালীয়ের, বড়-হংস, শুদ্ধ—নাট ভাগ।
ভখার-দীপক-যোগে মালকৌশ রাগ॥
অথবা হিন্দোল খট বসন্ত শারঙ্গ।
জয়জয়ন্তী পঞ্চমে মালকৌশ অঙ্গ॥
মালশ্রী মল্লার দোঁহে করিয়া যুকতি।
অঙ্গ-সঙ্গ-যোগে জন্ম দিল খাম্বাযতী॥
শারঙ্গেতে গৌরী-মালশ্রী-লয়লাবতী।
এই চারি হৈতে দুর্গা রাগিণী-মূরতি॥
নটেতে কামোদ, শুদ্ধ, পঞ্চম, হামির।
পাঁচের মিলনে মালাবতীর শরীর॥
গৌরী-পরজের রূপে মিশিল বিভাস।
তাহাতে মারোয়া রূপ হইল প্রকাশ॥

পরজে স্থরটে যোগ—গৌরী রূপ চারু।
তিন তেজ সমভাগে জনমিল মারু॥
মল্লার, শারঙ্গ অঙ্গ দিল বেলায়লে।
স্থরট যোগেতে মতান্তরে মারু বলে॥
সামন্ত ললত রূপে পূরিয়া মিলিল।
এই রূপ প্রকারে জয়েতী দেখা দিল॥
গৌরী যোগে মারোয়া—পুরবী নাম ধরে।
দেওগিরি গৌরী—গৌড়ে বলে মতান্তরে॥
ললতা লয়লাবতী জয়েতী পঞ্চমে।
জন্মিল রুদ্রাণী এই চারি রূপ ক্রমে॥
বাগেশ্বরী শুদ্ধ নটে কামোদ মিশিল।
চারি রূপ সহযোগে কেদারা হইল॥
ধনাশ্রী মল্লার, বেলায়ল সঙ্গোপনে।
প্রকাশিল গৌড় মূর্ত্তি তিনের মিলনে॥
জয়েতশ্রী কানড়া কল্যাণ কেদারায়।
মঙ্গলাষ্টকের রূপ প্রকাশকে পায়॥
এই চারি অঙ্গে আরো মিশাইয়া শ্যাম।
মতান্তরে পুনঃ এ মঙ্গলাষ্টক নাম॥
ধুলশ্রী স্থরটে বেলায়লীর মিলন।
তাতে জয়জয়ন্তীর হইল স্বজন॥
গৌরী-বেহাগড়া, নটে এক অঙ্গ মানি।
মতান্তরে পুনঃ জয়জয়ন্তী বাখানি॥

গৌড়-যুক্ত কল্যাণে ভূপালী নাম ধরে।
বেলায়ল-কল্যাণে ভূপালী মতান্তরে॥
গৌরী-শঙ্করাভরণে কাফির শরীর।
শঙ্করাভরণ-মারু মিলনে হামির॥
মারোয়া ইমন সুরটেতে সরস্বতী।
শারঙ্গ মল্লার যোগে সামন্ত মূরতি॥
ভৈরব কেদারা গৌরী সিন্ধুরা গান্ধার।
দেওগিরি ধনাশ্রী কানড়া সমিভ্যার॥
সকলের শরীরে মিশিল আসায়রী।
এই নয় রূপ যোগে হৈল বাগেশ্বরী॥
টোড়ী-সাহানার রূপে সংযোগ বিভাস।
তিনের মিলনে ধ্যান—জয়েতী প্রকাশ॥
গান্তারী, পূরিয়া, টোড়ী করিলেন দয়া।
তিনের দয়ার পাত্রী হইলা বিজয়া॥
সরস্বতী-ধনাশ্রীতে কুম্ভের আকার।
শারঙ্গ সুরট বেলায়লেতে মল্লার॥
নট-মেঘ-শারঙ্গে হইল একাকার।
এই মতে কোন মতে মানয়ে মল্লার॥
দেওগিরি-মল্লার-নটেতে এক অঙ্গ।
তিন রূপে হেন রূপে জন্মিল শারঙ্গ॥
ভৈরব-শারঙ্গ-নট-ললত-পঞ্চম।
পাঁচের মিলনে রীত-বিলম্ব নিয়ম॥

গৌরী আর নট—পরে তৃতীয় ত্রিয়ণ।
তিনের রূপের যোগে গৌরার লক্ষণ॥
কানড়া-মল্লার-নট-বেলায়ল রূপ॥
চারি রূপে কলায়ের রূপ অপরূপ।
মালশ্রী-মল্লার আর শুদ্ধ—এই তিনে॥
বহু দিনান্তরে দেখা হৈল এক দিনে॥
পরস্পর আলিঙ্গন করিলা আরম্ভ।
এই প্রকরণে জন্ম পাইলেন স্তম্ভ॥
ঐক্য হয়্যা পরজ-স্থরট-সরস্বতী।
প্রকাশ করিলা দেশকারের মূরতি॥
পঞ্চম ললিত আর গুজরী বিভাস।
চারি রূপ যোগে করণাটের প্রকাশ॥
ধনাশ্রী-মারু-গান্ধারে পরজ সঞ্চরে।
মারু-টোড়ী-আসায়রী যোগে মতান্তরে॥
মালশ্রী-শরীরে নট করিল প্রবেশ।
তাতে প্রকাশিল পটমঞ্জীর বেশ॥
আসায়রী দেশকার গুজরী আবলি।
দেশী টোড়ী ললিত—ছয়েতে গুণকলী॥
শঙ্করাভরণ নটনারায়ণ শ্রেণী।
জয়েতশ্রী—ত্রিযৌগিকে জন্মিল ত্রিবেণী
জয়েতশ্রী, মারু আর শ্রীরাগ, কেদারা।
চারি অঙ্গ-সঙ্গ-রঙ্গে গান্ধারের ধারা॥

নটনারায়ণ, শুদ্ধ, মল্লার, হামির।
মধমাধ—পাঁচে বড়হংসের শরীর॥
মূরলীতে এই রাগে আলাপিয়া তান।
নিকুঞ্জে সদাই কৃষ্ণ করিতেন গান॥
বড়হংস-শরীরেতে সিন্ধুরা মিলন।
তাহাতে সোরঠী-অঙ্গ হইল গঠন॥
আসায়রী-আহিরিতে সিন্ধুবীর দেহ।
অথবা সিন্ধুবীকে সিন্ধুরা বলে কেহ॥
দেওসাক ললিত কানাড়া যোগে রহে।
শ্রীরাগ মিলনেতে মারোয়া বলি কহে॥
ধনাশ্রী-রূপের কূপে মিশে টোড়ী-রূপ।
জন্মিল অনূপ-রূপ রূপ অপরূপ॥
ললত সহিতে গৌরী কৈলা আলিঙ্গন।
হইল জয়েতগৌরী-রূপ-উপার্জ্জন॥
গৌর-শারঙ্গেতে গওড়াশারঙ্গ বলি।
কবি সেন বিরচিল রাগ-বংশাবলি॥

গোপাল নায়কের উপাখ্যান।

বাদসা তোগলকের সভায় গোপাল নায়কের আগমন।

পূর্ব্বকালে ছিলেন বাদসা তোগলক।
আইল তাঁহার কাছে গোপাল নায়ক॥

বাদসার অধিকার সাত খণ্ড ছিল।
ছয় খণ্ড গোপাল নায়ক পরাজিল॥
সঙ্গীতের বিদ্যায় জিনিয়া ছয় দেশ।
ধারণ করিয়া দিগ্‌বিজয়ীর বেশ॥
ছয় তুম্বি বান্ধা শিরে—উপস্থিত আসি।
বাদসার নিকটেতে কহিতেছে হাসি॥
'আমাকে জিনিয়া ছয় তুম্বি লহ খুলি।
কিম্বা আর এক তুম্বি, শিরে দেহ তুলি॥'
বাদসা কহেন,—'অদ্য বিরাম করহ॥
বিহিত করিব কল্য, তুমি যাহা কহ॥'
গোপালেরে বাসায় বিদায় কর্য়া দিয়া।
পরামর্শ করেন উজিরগণ নিয়া॥
বাদসা কহেন,—'হেন কে আছে গায়কে।
পরাজয় করিবেক গোপাল নায়কে॥'
জনেক তাহার মধ্যে করিছে উত্তর।
কর-পুটে কহে,—'শুন দিল্লীর ঈশ্বর!॥
আমির খোশরো দহলবি তব বাধ্য।
তাঁহাকে ডাকাও,—এ বিষয় তাঁর সাধ্য॥'
বাদসা কহেন,—'সে কি সঙ্গীতে নিপুণ?
আমি তো না জানি—তার আছে এত গুণ॥'
উজির কহিছে,—'শুন শুন জাঁহাপনা!।
কারো সঙ্গে নাহি তাঁর গুণের তু'লনা॥

মহামহোপাধ্যায় খোশরো দহলবি ।
সর্ব্ব শাস্ত্রে বিশারদ—মহা মহাকবি ॥
তসরি, মস্তক, তেব, হেন্দেশা, হায়েত ।
জবর-মোকাবেলা, ফেকা, এলাহিয়েত ॥
মনাজেরা, মনাজের, রেয়াজি, তবই ।
নজুম প্রভৃতি শাস্ত্রে সর্ব্ব-জন-জয়ী ॥
এই ত্রয়োদশ বিদ্যা নাম-প্রকরণ ।
বিবরণ করি,—পরে করিব রচন ॥
জবনের মতে বলে তস্‌রি যাহারে ।
আমরা সকলে বলি নিদান তাহারে ॥
তর্কশাস্ত্র যেই—সেই বুঝিবে মস্তক ।
তেব বুঝিবে—বাভট অথবা চরক ॥
জাবনিক মতে বলে হেন্দেশা যাহাকে ।
আমরা বলিব রেখা-গণিত তাহাকে ॥
খগোলের গণনায়—হায়েত ভারতী ।
জবর-মোকাবেলার অর্থ—লীলাবতী ॥
ফেকা আর ধর্ম্ম-শাস্ত্রে নাহিক প্রভেদ ।
এলাহিয়েতের অর্থ—জানিবেন বেদ ॥
মনাজেরা পড়িলে বিচার-ক্ষম হয় ।
আমাদের মতে তারে পরীক্ষা বলয় ॥
চক্ষুর যে তেজ,—তার গতিক-বিষয় ।
যাতে বোধ হয়,—তারে মনাজের কয় ॥

আমাদের মতে নাম নাহি এ বিদ্যার।
ইংরাজি মতে অ্যাপটিক নাম তার॥
তাবৎ বিদ্যার সার সংগ্রহ করিয়া।
রাখিল গ্রন্থের নাম তবই বলিয়া॥
রেয়াজি জানিবে—তবই-র অন্তঃপাতী।
তাকে ফেলাশফি বলে ইংরাজ জাতি॥
নজুম বিদ্যার অর্থ জানিবে জ্যোতিষ।
শ্রীরাধামোহন কহে হইয়া হরিষ॥
ইত্যাদির পাণ্ডিত্য প্রকাশ রূপে আছে।
গান বিদ্যা অপ্রকাশ সকলের কাছে॥
আমি মাত্র জানি,—অন্যে কেহ নাহি জানে।
তুমিও না জান,—সে যে অদ্বিতীয় গানে॥'
বাদসা কহেন,—'তাকে এখনি ডাকাও।
কিম্বা নহে তোমরা জনেক কেহ যাও॥'
আজ্ঞা পায়্যা চলিল উজির একজন।
আমির খোশরোকে কহিল বিবরণ॥
শ্রুতমাত্র আমির খোশরো উপনীত।
বাদসা করিলা যথা-গৌরব বিহিত॥

তোগলক বাদশার সহিত আমির খোশরোর কথা।

বাদসা কহেন,—'শুন, আমির খোশরো।
পড়িয়াছি লজ্জা-কূপে,—পরিত্রাণ করো॥'

আমির খোশরো বলে,—'করি নিবেদন।
উপায় ব্যতীত কর্ম্ম না হবে সাধন॥'
বাদসা কহেন,—'তবে কি উপায় আছে?'
আমির খোশরো নিবেদন করে পাছে॥
'গোপনে শুনিতে পাই গোপালের গান।
তবেতো করিতে পারি ইহার বিধান॥'
বাদসা কহেন,—অতি আনন্দিত মনে।
'আমার তক্তের নীচে থাকহ গোপনে॥'
খোশরোকে কহিলা,—'তক্তের নীচে থাক।'
উজিরেরে আজ্ঞা দিলা,—'গোপালেরে ডাক॥'

বাদসার সভায় গোপাল নায়কের গান,—আমীর খোশরোর গোপনে তক্ত-তলে অবস্থিতি।

শুনিয়া গোপাল শীঘ্র আইলা সভায়।
বাদসা কহেন,—'গান শুনাও আমায়॥'
খেলবতে গোপাল শুনায় নানা গান।
বিধিমতে বাদসা রাখিলা তার মান॥
তস্য পরে গোপালেরে করিয়া বিদায়।
খোশরোকে কহেন,—'কি করিলা উপায়॥'
আমির খোশরো কহে,—'শুভ সমাচার।
কল্য প্রাতে সাক্ষাতে করিব প্রতিকার॥'

গোপাল স্বকৃত দেশী রাগ গায়্যাছিল ॥
খোশরো তাহাতে অন্য মিশ্রিত করিল ॥
আরবের রাগ আর পারসীক রাগ।
সেই হিন্দি রাগে মিলাইলা দুই ভাগ ॥
দ্বাদশ রাগের সৃষ্টি হইল তাহাতে।
দুজনে হইল যোগ রজনী-প্রভাতে ॥

আমির খোশ্‌রো ও গোপাল নায়কের সঙ্গীত-দ্বন্দ্ব—**পুরস্কার**।

জয়ে পরাজয়ে উভয়ের পণ হৈল।
আমির খোশরো প্রথমেতে গান কৈল ॥
গান শুনি গোপাল হইলা চমকিত।
বাদসা কহেন,—'কেন গোপাল ভাবিত?'
গোপাল কহিছে,—'মম রাগ রত্ন-পুরী।
গত রাত্রে কি রূপে তাহাতে হৈল চুরি ॥
বুঝিতে না পারিলাম শঠের চাতুরী।
চেতনেরে বাঁধ্যাছিল দিয়া ধন্ধ-ডুরি ॥
চুরি করি নিল রত্ন,—হৃদে হানি ছুরি।
রত্ন হেন বস্তু তারে কেমনে পাসুরি ॥
আজি ভাঙ্গা গেল সজাগের ভারি-ভুরি।
মন ফিরিতেছে সেই ধন্ধ মধ্যে ঘুরি ॥
এমন চোখের গুণ সর্ব্ব কাল ঝুরি।
ধন্য ধন্য ধন্য রে চোরের বাহাদুরি ॥

দেখিতেছি,—আমারি তাবৎ রত্নপ্রায়।
কিঞ্চিৎ মিশ্রিত কৈল অন্য রত্ন তায়॥
তত্রাপি সে কোন্ রত্ন চিনিতে না পারি।
এ নিমিত্তে পণের অর্দ্ধেক হৈল হারি॥
আমারি সামগ্রী আমাকে বিক্রয় করে।
এ হেন চোরেরে কেবা চোর বল্যা ধরে॥
সে যাহা হউক, এ আমারি তুল্য জন।
ছয় তুম্বি সমভাগে লইব দুজন॥'
এত বলি তিন তুম্বি শিরে হৈতে লয়্যা।
আমির খোশরোকে দিলেন তুষ্ট হয়্যা॥
সেই রাগ রাগিণীর দ্বাদশ গণন।
বিশেষ করিয়া তাহা করিব রচন॥

আমির খোশ রো কৃত রাগ-বিবরণ।

এরাক নামেতে পারসীক এক রাগ।
গারাতে মিশ্রিত কৈলা তার এক ভাগ॥
অথবা টোড়ীতে এরাকের কলেবর।
আমির খোশরো নাম দিলা মোহিয়র॥
মোহিয়রে মোহির বলিয়া কেহ কয়।
এই রূপে প্রথম রাগের সৃষ্টি হয়॥
পূরবীতে গৌরা, তাতে গুণকলী দিয়া।
পারসীক এক রাগ মিশ্রিত করিয়া॥

কিম্বা পারসীক রাগ—পূরবী বিভাসে।
দুই মতে এক নাম সাজগিরি ভাষে॥
হিণ্ডোলেতে পারসীক রাগের মিলন।
আমির খোশরো নাম দিলা ইয়ামন॥
ইয়ামনে—ইমন বলিয়া কেহ কয়।
কিন্তু সে ইমন নাম—গ্রন্থ মতে নয়॥
শারঙ্গে বসন্তে এক রাগ পারসীর।
তাহাতে ওসাক রাগ হইল বাহির॥
টোড়ী-মালশ্রীতে—দোগা পারসীক রাগ।
শেষেতে আরবী রাগ হোশেনির ভাগ॥
এই চারি যোগে মওয়াফেক নাম রহে।
মওয়াফেকে দেওয়ালী বলিয়া কেহ কহে॥
পূরবীতে পারসীক রাগের জনম।
তাহাতে হইল সৃষ্টি নামেতে গানম॥
খটে পারসীক এক রাগ অল্প ভাগ।
তাতে হৈল জিলফ নামেতে এক রাগ॥
গুণকলী সঙ্গে গৌরা করিয়া ঘটনা।
পারসীক রাগ-যোগে নাম ফরগণা॥
গৌর-শারঙ্গেতে পারসীক রাগ-যোগ।
তাহাতে হইল শরপরদা প্রয়োগ॥
কিম্বা গৌণ্ড বেলায়ল পূরবী আকার।—
পারসীক রাগে জন্ম শরপরদার॥

অথবা মল্লার টোড়ী একত্র করিয়া ।
তাতে এক পারসীক রাগ মিশাইয়া ॥
শরপরদার মূর্ত্তি হইল নির্ম্মাণ ।
এক রাগ স্থষ্টি হেতু—এ তিন বিধান ॥
দেশকারে পারসীক রাগের শরীর ।
তাহাতে উৎপত্তি হৈল রাগ বাজরির ॥
কানড়াতে গৌরী—তাতে পূরবী ঘটন ।
তাহাতে শ্যামের রূপ হইল মিলন ॥
চারি রূপে পারসীক রাগ হৈল অস্ত ।
পঞ্চ অঙ্গ হৈতে জন্মে রাগ ফরোদস্ত ॥
কল্যাণেতে পারসীক রাগের মিলন ।
এরূপে সনম রাগ হইল স্বজন ॥

শোলতান হোশেনের কৃত রাগ-বিবরণ ।

পূর্ব্ব কালে বাদসা ছিলেন এক জন ।
নিবেদন করি শুন তাঁর বিবরণ ॥
রূপবান শান্ত দান্ত ক্ষান্ত গুণধাম ।
শোলতান হোশেন সরকি তাঁর নাম ॥
পূর্ব্ব দিক্ অধিকার ছিল বাদসার ।
নামেতে জয়নপুর রাজধানী তাঁর ।
তাঁর কৃত সপ্তদশ রাগাদি আকার ।
প্রথমত এক শ্যামে দ্বাদশ প্রকার ॥

দ্বিতীয় প্রকারে টৌড়ী চারি মত হয়।
তৃতীয়তে এক আসায়রীর নির্ণয়॥
গৌরা সুহো মেঘ গৌণ্ড বসন্ত বরারী।
মল্লার ভূপালী সুঘরই আসায়রী॥
রামকলী কানড়া দ্বাদশে যোগ শ্যাম।
পরে বিবরণ করি যোগরূঢ়ি নাম॥
প্রথমেতে গৌর-শ্যাম করিলা নির্ম্মাণ।
দ্বিতীয়তে সুহো-শ্যাম নামের বাখান॥
তৃতীয়তে মেঘ-শ্যাম করিলা সৃজন।
চতুর্থে গম্ভীর-শ্যাম রূপ দরশন॥
পঞ্চমে বসন্ত-শ্যাম রাখিলেন নাম।
ষষ্ঠেতে বরারী-শ্যাম রূপের বিরাম॥
সপ্তমে মল্লার-শ্যাম রূপের মূরতি।
অষ্টমে ভূপাল-শ্যাম নামের ভারতী॥
নবমেতে সুঘরই-শ্যাম নাম দিলা।
দশমেতে আসায়রী নাম প্রকাশিলা॥
একাদশে রাম-শ্যাম রূপ নিরূপণ।
দ্বাদশে কানর-শ্যাম রূপের গঠন॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
পরে চারি প্রকার টৌড়ির বিবরণ॥
সমভাগে মালশ্রী টৌড়ীতে মিশাইলা।
তাহাতে জয়নপুরী টৌড়ী নাম দিলা॥

জয়নপুরেতে ছিল বাদসার ধাম ।
সেই নামে রাখিলেন রাগিণীর নাম ॥
রামকলী সঙ্গে টোড়ী করিলা মিলন ।
তাতে রাম-টোড়ী নাম হইল ঘটন ॥
মূলতানী রাগিণীর রূপের প্রমাণে ।
মিশাইলা ধনাশ্রীকে ভাগ পরিমাণে ॥
তাহাতে রসুলী-টোড়ী রূপের উদয় ।
রসবতী-টোড়ী বলি কেহ তারে কয় ॥
পারসীক এক রাগে টোড়ী মিশাইল ।
তাহাতে ভাশিমী-টোড়ী প্রকাশ হইইল ॥
এইরূপে ভাশিমী-টোড়ীর স্বষ্টি হয় ।
কিন্তু ফুলমতী-টোড়ী বলি সবে কয় ॥
জয়নপুরী টোড়ীতে আসায়রী-যোগ ।
তাতে এক-আসায়রী নামের প্রয়োগ ॥
বাহা-উদ্দিন মখতুম জাকেরিয়া যিনি ।
এই রাগিণীর স্বষ্টি করিলেন তিনি ॥
ধনাশ্রীকে মিশাইলা মালশ্রী-কায়ায় ।
মূলতানী-ধনাশ্রী হইল নাম তায় ॥
নামেতে নায়ক বক্সু,—শুন গুণ তার ।
টোড়ী সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া দেশকার ॥
গুজরাতে রাজধানী যেই বাদসার ।
শোলতান বাহাদুর সা নাম তাঁহার ॥

তাঁর নিকটে নায়ক বক্সু গান কৈল।
বাহাদুরী-টোড়ী নাম তেকারণে হৈল॥
কানড়াতে শ্যাম-গাম্ভায়তী মিশাইল।
নায়িকী-কানড়া নাম তাহাতে হইল॥
নায়িকী-কানড়া অঙ্গে কল্যাণ পশিল।
নায়িকী-কল্যাণ রূপ প্রকাশ পাইল॥
মিয়া তানসেন গুণাকর মহাভাগ।
বিচরিব তাঁর কৃত তিন দেশী রাগ॥
কানড়াতে মল্লার-কল্যাণ যোগ কৈল।
দরবারি-কানড়া তাহাতে নাম হৈল॥
আসায়রী সহিতে যোগিয়া যোগ করি।
আসায়রী-যোগিয়া বলিয়া নাম ধরি॥
কিম্বা আসায়রী-দেওগান্ধার মিলনে।
আসায়রী-যোগিয়া বলে কোন জনে॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
তোফতুল-হেন্দ মত হৈল সমাপন॥

হনূমন্ত মতে স্বরাধ্যায়।

আঞ্জনেয়। নাদার্থস্য পরং পারং ন জানাতি সরস্বতী।
অদ্যাপি মজ্জনভয়াৎ তুম্বং বহতি বক্ষসি॥

অঞ্জনার পুত্র হনূমন্ত বিচক্ষণ।
সঙ্গীত-তরঙ্গে লিখি তাঁহার বচন॥

নাদের পরম-অর্থ-রূপ পারাবার।
না জানেন সরস্বতী হইবারে পার ॥
অদ্যাবধি ডুবিবার ভয়ের কারণ।
যুগ্ম তুম্বী-ফল বক্ষে করেন বহন ॥
লিখিলাম প্রাচীন গ্রন্থের বিবরণ।
পরে যত দেশী রাগ হইল সৃজন ॥
সেই সব রাগ আর রাগিণী বিগ্রহ।
হনূমন্ত মত মধ্যে করিয়া সংগ্রহ ॥
সুরাধ্যায়, রাগাধ্যায়, তালাধ্যায় যত।
শিক্ষিয়াছি যেমন, রচিব সেই মত ॥
প্রথমত সুরাধ্যায় রচিব কিঞ্চিত।
নাদ-পুরাণেতে লিখিয়াছি বিস্তারিত ॥
বিভিন্নতা আছে যাহা, রচিব তাহাই।
ঐক্য যাহা, তাহা লিখিবার ফল নাই ॥
প্রায় অন্য অন্য প্রকরণেতে একতা।
কেবল রাগাদি নামে আছে বিভিন্নতা ॥
শুদ্ধ, কৃত, বিকৃত—ত্রিবিধ প্রকরণে।
সুরের নির্ণয় একবিংশতি গণনে ॥
সা-রি-গ ম-প-ধ-নি এই তো শুদ্ধ সাত
পরে সাত কৃত সুরে কর দৃষ্টিপাত ॥
খরজাদি অগ্রসর হইবে যখন।
এই সাতে কৃত সুর বলিব তখন ॥

নিখাদাদি রিখভ প্রভৃতি স্বর ছয়।
পরস্পর যখন পশ্চাদ্-গত হয়॥
বিকৃত বলিয়া ছয়ে মানিব তখন।
খরজ স্বরের নাহি বিকৃত গমন॥
কিন্তু দ্বিতীয় সপ্তকে তৃতীয় সপ্তকে।
খরজ বিকৃত হবে উভয় পৃথকে॥
অর্থাৎ বুঝিবেন প্রথম সপ্তকের।
নীচে নাবিবার স্থান নাহি খরজের॥
দ্বিতীয় সপ্তকের খরজ যদি নাবে।
অধোভাগে প্রথম সপ্তকে স্থান পাবে॥
তৃতীয় সপ্তকের খরজ এ ধারায়।
নিম্নভাগে দ্বিতীয় সপ্তকে স্থান পায়॥
তখন একবিংশতি স্বরের গণনা।
পরে তীব্র কোমলের করিব রচনা॥
ক্রমে ক্রমে স্বর যত ঊর্দ্ধ ভাগে ধায়।
তাহাতে তখন তত কঠিন শুনায়॥
অতএব তীব্র নাম কঠিন কারণ।
তীব্রকে তীয়র বলে যত গুণিগণ॥
ক্রমে অধোভাগে স্বর নাবয়ে যখন।
অতি সুমধুর শব্দ শুনায় তখন॥
তদর্থে তাহার নাম হইল কোমল।
কোমলে কুঁয়ল বলে গায়ক সকল॥

সেই তীয়র কোমল ছয় রূপ ধরে।
বিবরণ করি,—তাহা লিখিতেছি পরে॥
এক স্বর অন্য স্বরে যখন যাইবে।
মধ্যে পাদ-বিহরণে উপাধি পাইবে॥
প্রথম সামান্য ক্রমে হইবে তীয়র।
দ্বিতীয় তর ক্রমে হবে তীয়র-তর॥
তৃতীয় তম ক্রমে হবে তীয়র তম।
তিন পদ-বিহরণে এমতি নিয়ম॥
নিখাদাদি ছয় স্বর অধোভাগে সরে।
তিন পাদ-বিহরণে তিন ধারা ধরে॥
প্রথমে কোমল, অতি-কোমল তৎপরে।
তৃতীয় সাকারি নামে ধারা সাঙ্গ করে॥
তীয়রাদি দ্বারে ঊর্দ্ধে সাত স্বর কৃত।
ছয় স্বর কোমলাদি দ্বারাতে বিকৃত॥
নাদ-পুরাণের মতে পাঁচ স্বর কয়।
খরজ পঞ্চম দুই বিকৃত না হয়॥
তার অভিপ্রায় এই বুঝহ মনেতে।
পঞ্চমে খরজ ধরে প্রথম গ্রামেতে॥
অতএব পঞ্চমের বিকৃত না ঘটে।
খরজ বিকৃত হীন স্বাভাবিক বটে॥
পঞ্চমে বিকৃত নাই গ্রন্থের নিয়ম।
এ বিধানে তর্ক করা,—এ বড় বিষম॥

কিন্তু কি করিব,—না কহিলে এই হয়।
বিকৃত বিষয়ে গ্রন্থে বিকৃততা রয়॥
অতএব সবে রাখ আমার সাধনা।
পঞ্চম স্বরের পক্ষে কর বিবেচনা॥
খরজ ধরিয়া দেখ পঞ্চমের ঘরে।
তত্রাপি পঞ্চম আসিবেক তার পরে॥
যদি বল পঞ্চমেতে খরজ ধরিলে।
তবে কেমনে পঞ্চমে বিকৃত করিলে॥
তখন পঞ্চম স্বর খরজ হইল।
সুতরাং সে পঞ্চমের বিকৃত নহিল॥
তাহার উত্তর এই কর অবধান।
পাঁচ স্বর উচ্চস্থলে খরজের স্থান॥
কারণ, খরজ গ্রাম উচ্চ করিবারে।
পঞ্চমে খরজ স্থিত বলে গ্রন্থকারে॥
আমি যদি বলি, নিখাদে খরজ লব।
তাহাতে কি নিখাদ বিকৃত হীন কব॥
কোন ক্রমে পঞ্চম সম্বন্ধ নাহি তথা।
পঞ্চমে খরজ ধরে এই মাত্র কথা॥
পঞ্চম—এ নামোল্লেখ কদাচিৎ নয়।
সা শবদে উচ্চারণ করিবারে হয়॥
বরঞ্চ এমন কথা সম্ভব পাইবে।
তিন গ্রামে সব স্বর বিকৃত হইবে॥

নাভি হৈতে যখন খরজ উচ্চারিবে।
তখন খরজ স্বর বিকৃত নহিবে॥
অতএব ছয় স্বর খরজ ব্যতীত।
অবশ্য বিকৃত হবে এই নির্দ্ধারিত॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
শব্দ-বিবরণ পরে করিব রচন॥

শব্দ-বিবরণ।

উত্তম গায়ক যত সকলি জবনে।
কিন্তু তারা অপারগ শুদ্ধ উচ্চারণে॥
অধিকন্তু অধিক ঘটিল আর দায়।
সঙ্কলন করিয়াছে পার্সীক ভাষায়॥
এক শব্দে আর শব্দ লিখিয়া লইল।
তদর্থে তাবৎ শব্দ অশুদ্ধ হইল॥
অতএব সংস্কৃত শব্দ উচ্চারণে।
ঘটিয়াছে বৈলক্ষণ্য তাহারি কারণে॥
তাহার প্রমাণ লিখি সংক্ষেপ প্রকারে।
তাবৎ করিবে বোধ এই অনুসারে॥
পূর্ব্বে কহিয়াছে দ্বাবিংশতি শ্রুতি নাম।
শ্রুতিকে শোরত বলে, শুন গুণধাম॥
খরজের আদ্যশ্রুতি—তীব্রা নাম ধরে।
তীব্রাকে তবর্‌া বলে, সুর বলে স্বরে॥

মূর্চ্ছনাকে মুরছনা, তীব্রকে তেয়র।
গৃহ শব্দে গিরি বলে, মন্দ্রকে মন্দর॥
এইরূপ স্থানে স্থানে লিখিয়াছি কত।
পুস্তক-বাহুল্য হয় লিখিলে তাবৎ॥
যদি বল, তুমি কেন শুদ্ধ নাহি লেখ।
তাহার কারণ পরে লিখিতেছি দেখ॥
গায়কেরা গান-দ্বারে যে শব্দ কহিল।
সে শব্দ প্রচররূপে চলিত হইল॥
তা-ব্যতীত অন্য শব্দ লিখিব কেমনে।
অগ্রাহ্য করিবে লোক আমার বচনে॥
অতএব চলিত কথায় লিখিলাম।
তস্য পরে দেখাইব তিন গ্রাম-ধাম॥

সা-রি-গ-ম চারি স্বর লঙ্ঘন করিবে।
একেবারে পঞ্চমেতে খরজ ধরিবে॥
খরজ ক্রমেতে হবে, নিখাদে বিশ্রাম।
প্রথম সপ্তকে হবে এ খরজ গ্রাম॥
তদর্দ্ধে সা-রি-গ তিন স্বরের উপরে।
ধরিবে খরজ স্বর মধ্যমের ঘরে॥
খরজ ক্রমেতে যাবে নিখাদের পুরে।
দ্বিতীয় মধ্যম গ্রাম এই সাত স্বরে॥

তদ্‌পরে সা-রি দুই স্বরেরে লঙ্ঘিয়া।
ধরিবে খরজ স্বর গান্ধারেতে গিয়া॥
খরজ ক্রমেতে হবে নিখাদে বিরাম।
সাত স্বরে তৃতীয় গান্ধার গ্রাম নাম॥
তিন গ্রাম খরজ স্বরেতে জনমিল।
স্থান-গুণে নাম কিন্তু বিখ্যাত হইল॥
নেপালস্থ লোকে বলে যেমন নেপালী।
বঙ্গ-দেশীয় লোকেরে বলয়ে বাঙ্গালী॥
মূলতান দেশস্থকে বলে মূলতানী।
হিন্দুস্থান-বাসী লোকে বলে হিন্দুস্থানী॥
তেমতি গ্রামের নাম,—হে গুণ-নিধান।
খরজ গ্রামের কিন্তু এ নহে বিধান
কারণ, গ্রামের জন্ম প্রথম স-কারে।
তদর্থে খরজ নামে গ্রাম হৈতে পারে॥
যেমন স্বরের মধ্যে প্রধান খরজ।
তেমতি প্রথম গ্রাম—গ্রামের বরজ॥
অতএব আদ্য গ্রামে আদ্য স্বর যোগ।
হইল খরজ গ্রাম নামের প্রয়োগ॥
মধ্যমের স্থান হৈতে উত্থান করিল।
তেকারণে গ্রাম নাম মধ্যম হইল॥
গান্ধারের স্থান হৈতে উত্থান প্রকার।
তাহাতে গান্ধার গ্রাম নামের প্রচার॥

কহিলাম গ্রামের যেমন বিবরণ।
পর-পত্রে গ্রাম-যন্ত্র কর নিরীক্ষণ॥
গ্রামের পাশেতে যত স্বরের মিলন।
গ্রামের স্বরের পরিমাণের কারণ॥
কোন্ সপ্তকের কোন্ স্বর-স্থান হৈতে।
কোন্ গ্রামের বা কোন্ স্বর হবে লৈতে॥
সেই বোধ-হেতু এইমত লিখিলাম।
পরে মন্দ্র-মধ্য-তার তিন স্থান নাম॥

তান-প্রকরণ।

পঞ্চ সহস্র চল্লিশ তানের প্রকার।
তার মধ্যে চতুর্ব্বিংশতির ব্যবহার॥
তানের বিধান চারি পৃথক্ পৃথক্।
অরচক, ঘাতক, সাতক, স্বরাতক॥
এক স্বর—দুই বার যেই তানে হবে।
অরচক শব্দে সে তানের নাম রবে॥
রোহী অরোহীতে এক স্বর দুই বার।
বিধান-প্রমাণেতে ঘাতক নাম তার॥
কোন রূপে এক স্বর তিন বার হয়।
সাতক তাহার নাম জানিবে নিশ্চয়॥
এক স্বর চারি কিম্বা পাঁচ বার হবে।
স্বরাতক বলি সে তানের নাম লবে॥

বিশেষ করিয়া লিখি তার বিবরণ।
এই মত ব্যবহারে তান-প্রকরণ॥
দুই স্বর মিশাইলে দুই তান হয়।
যেমন দেখিবে,—সা-রি, রি-সা,—তানদ্বয়
তিন স্বর মিলাইলে হবে ছয় তান।
নিরীক্ষণ কর পরে তাহার বিধান॥

ছয় তান।

সা-রি-গ, গ-রি-সা, রি-সা-গ।
গ-সা-রি সা-গ-রি, রি-গ-সা।
চারি স্বর উলত-পুলত প্রকরণে।
হইবেক তান চতুর্ব্বিংশতি গণনে॥

গ্রাম-যন্ত্র।

রি	নি
সা	ধ
নি	প
ধ	ম
প	গ
ম	রি
গ	সা
রি	
সা	

গান্ধার স্থান

তৃতীয়সপ্তকতার-স্থান
উচ্চৈধ্বনি।

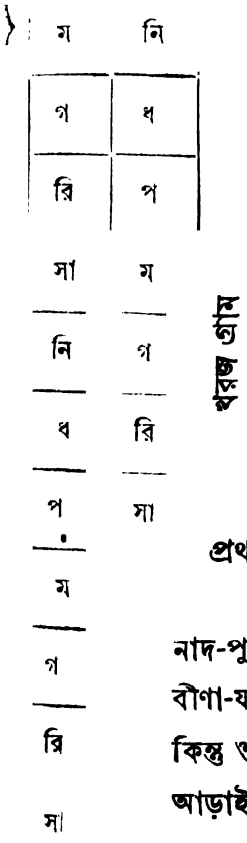
গ্রাম-যন্ত্র

গ	নি
রি	ধ
সা	প
নি	ম
ধ	গ
প	রি
ম	সা
গ	
রি	
সা	

মধ্যম গ্রাম

দ্বিতীয় সপ্তক মধ্য-স্থান মধ্যমধ্বনি।

গ্রাম-যন্ত্র।*



প্রথম সপ্তক মন্দ্র-স্থান গম্ভীরধ্বনি

নাদ-পুরাণের মতে কথিত প্রাচীন।
বীণা-যন্ত্র বাজয়ে সপ্তক সাড়ে তিন॥
কিন্তু শুনিয়াছি বীণকারের সমাজে।
আড়াই সপ্তকাবধি বীণযন্ত্র বাজে॥

* চিত্রে,—"গ্রাম-যন্ত্র" তিন ভাগে বিভক্ত। মিলাইয়া পড়িবেন

চব্বিশ তান ।

সা-রি-গ-ম, ম-গ-রি-সা ;
রি-সা-গ-ম, সা-গ-রি-ম ;
গ-সা-রি-ম, রি-গ-সা-ম ;
গ-রি-সা-ম, সা-রি-ম-গ ;
রি-সা-ম-গ, সা-ম-রি-গ ;
ম-সা-রি-গ, রি-ম-সা-গ ;
ম-রি-সা-গ, সা-গ-ম-রি ;
গ-সা-ম-রি, সা-ম-গ-রি ;
ম-সা-গ-রি, গ-ম-সা-রি ;
ম-গ-সা-রি, রি-গ-ম-সা ;
গ-রি-ম-সা, রি-ম-গ-সা ;
ম-গ-রি-সা, গ-ম-রি-সা ॥

পাঁচ স্বর এরূপে মিলন করা যায় ।
এক শত বিংশতি হইবে তান তায় ॥
ছয় স্বরে সাত শত বিংশতি বিধান ।
সাত স্বরে পঞ্চ সহস্র চল্লিশ তান ॥
পূর্ব্বে লিখিয়াছি মূর্চ্ছনার অলঙ্কার ।
পরে লিখি বাদী স্বর যেমন প্রকার ॥
বাদী সম্বাদী অম্বাদী বিবাদী—এ চারি
বিশেষ করিয়া তাহা লিখিব প্রচারি ॥

রাগ রাগিণীর অঙ্গে যে স্বর প্রধান।
বাদী শব্দে তার নাম করিলা বিধান॥
বাদীর পরেতে যে স্বরের আগমন।
সেই স্বর সম্বাদী, বাদীতে সংঘটন॥
তস্য পরে যেই স্বর অধিষ্ঠান করে।
সম্বাদী-মিলনে,—সে অম্বাদী নাম ধরে॥
রাগ-রূপ নষ্ট হয় যে স্বর-মিলনে।
সে স্বরে বিবাদী বলি বিরূপ লক্ষণে॥

আলাপন-প্রকরণ।

সা-রি-গ-ম-প-ধ-নি এ বোলেতে কথন।
নাহি হয় রাগ রাগিণীর আলাপন॥
কারণ, দণ্ডায়মান স্বরেরা তাবতে।
নাহি যায় হেলান দোলান কোন মতে॥
তীয়রে কোমলে হবে গমকের্ কোল।
অতএব আলাপনে এইমত বোল॥
প্রথমেতে আনারিণা নাদারেতেরোম।
বলিবে তাহার পরেতে আনা তানোম॥
তৎপরেতে—তানা তানা নানানা তারি।
এই চতুর্ব্বিংশতি বোলে আলাপচারি॥—
আনারিণা, নাদারেতেরোম,—
আনাতানোম, তানাতানা,—
নানানা তারি॥

সঞ্চারী আলাপচারি।

সঞ্চারী আলাপচারি বলি প্রথমত।
চারি প্রকারেতে তার সমাপ্তি তাবত॥
প্রথম প্রকারে রাগ ধর বাদী স্বরে।
আলাপন সাঙ্গ কর খরজের পুরে॥
দ্বিতীয় প্রকারে রাগ খরজে ধরিবে।
সম্বাদীতে গিয়া তাকে সুস্পষ্ট করিবে॥
অর্থাৎ সম্বাদী স্বর খুল্যা দেখাইবে।
পরে অম্বাদীতে গিয়া খরজে নাবিবে॥
তৃতীয় প্রকার যেই—তার এই মত।
রাগ-আলাপন—গায়কের অভিমত॥
যেই স্বরে ইচ্ছা, সেই স্বরে রাগ লবে।
যে স্বরে বাসনা, সেই স্বরে শেষ হবে॥
আলাপনে বিধি আছে চতুর্থ প্রকারে।
দ্বিতীয় সপ্তক ঊর্দ্ধে যাইবারে পারে॥
কিন্তু রাগ-রূপ যেন নষ্ট নাহি হয়।
তার নাম টিপ্-স্বর—বিষম বিষয়॥
পরে চতুর্ব্বিধ রাগ-রূপ আলাপন।
বিশেষ করিয়া বলি তার প্রকরণ॥
রাগালাপ, রূপালাপ, সমালাপ পরে।
বরণ-আলাপ—এই চারি নাম ধরে॥

কেবল রোহীতে, কি কেবল অরোহীতে।
না হয় আলাপচারি একের সহিতে॥
রোহী অরোহী দুয়েতে হবে আলাপন।
কহিলাম এই রাগ-আলাপ-লক্ষণ॥
রাগ-রূপ প্রকাশ করিয়া দেখাইবে।
তীয়রে কোমলে স্পষ্ট ধারা শিক্ষাইবে॥
স্বরগণ সঙ্গে স্পষ্ট কথার প্রস্তাব।
বুঝিবেন এইরূপ আলাপ-প্রভাব॥
বোধ হয় যেন আলাপনে তাল আছে।
কিন্তু তালের প্রসঙ্গ নাহি তার কাছে॥
অথচ রাগের রূপ সব দেখাইবে।
কোন প্রকারে তাহাতে ত্রুটি না থাকিবে॥
এমতি জানিবে সম আলাপ-লক্ষণ।
বরণ-আলাপ পরে করি নিবেদ
এই তিন আলাপেরে একত্রে ধরিবে।
ইহার উপরিভাগে গমন করিবে॥
তবে হবে চতুর্থ আলাপ প্রকরণ।
কবি-সেন কহে স্বরাধ্যায় সমাপন॥

নায়কাদির লক্ষণ।

নায়ক, গন্ধর্ব্ব, গুণকার, কালবৎ।
কয়্‌বাল, আতাই, ঢাড়ি গায়কের মত॥

প্রথমে কহিব নায়কের বিবরণ।
শ্রেণী মত পরে পরে করিব রচন॥
ব্যাকরণাদিতে জ্ঞান থাকিবে মণ্ডিত।
সঙ্গীত-বিদ্যায় গণ্য পরম পণ্ডিত॥
জানিবেন অলঙ্কার পিঙ্গলাদি যত।
গানে হইবেন যেন কিন্নরের মত॥
থাকিবে কবিতা-শক্তি, তাহে কবীশ্বর।
বীণাদি তাবৎ যন্ত্রে হবেন তৎপর॥ *
মার্গ—দেশী দুই জানে, দেশী সৃষ্টি করে।
নৃত্য আদি নানা বিদ্যা নানা গুণ ধরে॥
অর্থাৎ সঙ্গীতের তাবৎ বিদ্যা জানে।
এই মত গায়কে নায়ক বলি মানে॥

নায়ক ও গায়ক-বিশেষ।

পূর্ব্ব কালে ছিলেন নায়ক নয় জন।
প্রত্যেক প্রত্যেক নাম করিব রচন॥
পণ্ডিতের শিরোমণি প্রধান গায়ক।
নায়কের মধ্যে শ্রেষ্ঠ গোপাল নায়ক॥

---

* "তান-প্রকরণ" হইতে "নায়কাদি লক্ষণে"র এই প্রথম দশ ছত্র ১২৫৬ সালের মুদ্রিত পুঁথি হইতে গৃহীত হইল,—১২২৫ সালের পুঁথির এ স্থানটুকু খোওয়া গিয়াছে।

দ্বিতীয় বৈজু বাওরা নায়ক সুকবি।
তৃতীয়তে আমির খোশরো দহলবি॥
চতুর্থ লোহঙ্গ, পরে চরজু পঞ্চম।
ষষ্ঠে ভগবান আর ঢুঁদিখাঁ সপ্তম॥
দানো—এই আট দিল্লীপতির সভাতে।
বখ্সু নামে নায়ক ছিলেন গুজরাতে॥
গন্ধর্ব্ব যাহার নাম এই তার গুণ।
পরম পণ্ডিত কবি, সঙ্গীতে নিপুণ॥
দেশী নাহি জানে, শুদ্ধ—মার্গ রাগ গায়।
এই মত যে ব্যক্তি, গন্ধর্ব্ব বলি তায়॥
যে জন গন্ধর্ব্ব, সে সামান্য ব্যক্তি নয়।
গুণকার,—কালায়ৎ হৈতে শ্রেষ্ঠ হয়॥
এক জন দিল্লীতে ছিলেন এ প্রকার।
গন্ধর্ব্ব সুরজখাঁ হেরাত—খ্যাতি তার॥
গুণকার তারে বলি,—যার এই গুণ।
মার্গ বিদ্যা অল্প জানে, দেশীতে নিপুণ॥
দেশী রাগাদির সৃষ্টি করিবারে পারে।
এমন যে জন,—গুণকার বলি তারে॥
একজন দিল্লীতে ছিলেন ইত্যাকার।
মিয়া তানসেন গোবর্হারা গুণকার॥

কালায়ৎ ও কওয়ালের লক্ষণ।

কালায়ৎ নামের শুনহ বিবরণ।
কাল হৈতে এই নাম হইল ঘটন ॥
গান বস্তু,—তাহাতে প্রধান বস্তু তাল।
তাল হেন বস্তু—তার মুলাধার কাল ॥
কালেতে প্রত্যয় করি হৈল কালবৎ।
সাধারণ মতে কিন্তু খ্যাত কালায়ৎ ॥
কালায়ৎ যেই,—তার শুন বিবরণ।
দেশী রাগ কেবল জানয়ে সেই জন ॥
করিতে দেশীর স্বষ্টি শক্তি নাহি তার।
কালায়ৎ তাবতে নাহিক বীণকার ॥
কেহ কেহ বীণকার আছে গণনায়।
প্রবন্ধ প্রভৃতি তোক, ধোরপদ গায় ॥
দিল্লীতে প্রধান কালায়ৎ চৌদ্দ জন।
তস্য পর যত,—তাহা কে করে গণন ॥
কালায়ৎ লাল খাঁ, খাণ্ডারা বীণকার।
মোল্লা আশহাক নেমাজ খাঁ নওহার ॥
হোশেন খাঁ সেক পাঁচু তাজ বাহাদুর।
সুর-জ্ঞান খাঁ, তাহার বাস ফতেপুর ॥
মেরজা আকেল, সেক খেজুর পশ্চাৎ।
বীণকার কালায়ৎ চাঁদখাঁ হেরাত ॥

চন্দেয়ার আর মিয়া দাউদ সুজন।
পরে তানসেনের তনয় দুই জন॥
জ্যেষ্ঠ তার তরঙ্গ—পরম গুণবান।
কনিষ্ঠ সুরত সেন মহা-মতিমান॥
মাদঙ্গি—প্রধান তিন জন গণনায়।
রামদাস, দেবীদাস, শ্রীমদন রায়॥
যেরূপে কওয়াল নাম হইল স্বজন।
নিবেদন করি, শুন তার বিবরণ॥
গীত হৈতে কওয়াল উপাধি-সংঘটন।
গীতের বিশেষ বলি, করহ শ্রবণ॥
প্রথমেতে কওল, দ্বিতীয় কালবানা।
তৃতীয়তে নক্সগুল, চতুর্থে তারাণা॥
তারাণাকে তেরেণা বলিয়া কেহ কয়।
কেহ বা তেলেনা বলে,—এই তো ব্যত্যয়॥
ইত্যাদি গীতের মধ্যে কওল প্রধান।
কওল আরবী শব্দ, শুন মতিমান॥
কওল ইত্যাদির গায়ক যেই জন।
কওয়াল উপাধি তার,—এইতো শাসন॥
ইত্যাদি গুণীর মধ্যে কোন গুণী হয়।
বেতন নাহিক লয়, ব্যবসাই নয়॥
তাহাকে আতাই বলি, তার নিদর্শন।
আমির খোশরো, মজা আকেল যেমন॥

ঢাড়ি, ভাঁড়, কত্থকাদি কে করে গণনা।
গায়কের গুণ-দোষ করিব রচনা॥

গায়কের প্রভেদ ও গুণ-বিবরণ।

প্রথমেতে কহিব গায়ক পঞ্চ মত।
তাহার পরেতে কব,—গুণ-দোষ যত॥
সেচ্ছাকার, অঙ্কার, রসিক তম্ভ পরে।
রঞ্জক, ভাবক—এই পঞ্চ নাম ধরে॥
সঙ্গীত-বিদ্যায় আছে যেমন বিধান।
সেই মত যথার্থ রূপেতে করে গান॥
ন্যূনাধিক নাহি করে গানের প্রকারে।
এমন যে ব্যক্তি,—সেচ্ছাকার বলি তারে॥
ন্যূনাধিক করয়ে অথচ হয় লগ্ন।
শ্রুত মাত্র শ্রোতার মানস হয় মগ্ন॥
স্বরেতে মাধূর্য্য থাকে গান-প্রকরণে।
অঙ্কার তাহাকে বলি—এরূপ লক্ষণে॥
তাল-বোল-স্বর তিন মিলাইয়া গায়।
যেই ব্যক্তি এমন,—রসিক বলি তায়॥
স্বরের সৌন্দর্য্য আর মিষ্টতা যতেক।
প্রকাশে উত্তম রূপে প্রত্যেক প্রত্যেক॥
কিন্তু হইবেক শ্রোতাগণের রঞ্জক।
এরূপ গায়ক যেই,—সেইতো রঞ্জক॥

এইমত থাকিবেক তাবৎ ক্ষমতা।
তাতে যদি কোন ক্রমে না হয় ভিন্নতা॥
অথচ হইবে কবি—পারগ সঙ্গীতে।
ভাবক তাহার নাম বুঝিবে ইঙ্গিতে॥
এ পাঁচের তিন সংজ্ঞা,—প্রথমে একল।
দ্বিতীয়তে যমল, তৃতীয় বরন্দল॥
যেই জন যন্ত্রের আশ্রয় নাহি চায়।
দোষরের স্বরের আশ্রয়ে নাহি গায়॥
একাকী গাইয়া মগ্ন করে শ্রোতাগণে।
একল তাহার নাম,—উত্তম গণনে॥
যন্ত্র কিম্বা দোষরের আশ্রয়ে যে গায়।
সেই জন যমল,—মধ্যম বলি তায়॥
এ দুই ব্যতীত যেবা গাইতে না পারে।
বরন্দল সে জন,—অধম বলি তারে॥
গায়কের গুণ-দোষ-মুদ্রাদি প্রকার।
ভিন্ন ভিন্ন রূপেতে রচিব সবাকার॥

গায়কের ধর্ম্ম।

গায়কের স্বর-সম্বন্ধীয় গুণ—আট।
বিশেষ করিয়া লিখি, করিবেন পাট॥
কোকিলের যেমন নির্ম্মল মিষ্ট স্বর।
এমন সুস্বর হৈলে—বলি পরজর॥

সূক্ষ্ম মিষ্ট কোমল অথচ নিরমল।
এরূপ হইলে স্বর, বলিব কোমল ॥
উচ্চ স্বর তাতে মিষ্ট,—এ প্রকার হয়।
তবে তো তাহার নাম স্বরাবক কয় ॥
দীর্ঘ শ্বাস হবে, স্বর হবে উচ্চ স্থূল।
এরূপ প্রকারে বলি—তার নাম মূল ॥
যদি স্বর হয় অতি তরল গম্ভীর।
সুগঙ্গ তাহার নাম শুনহ সুধীর ॥
যে দিগে ফিরায় স্বর, সেই দিগে রয়।
এমন স্ববশ হৈলে, গাঢ় নাম কয় ॥
একমিল স্বর হৈলে সুলক্ষণ কয়।
নির্দ্দোষ স্বরের নাম রথজ্গত হয় ॥

গায়কের কর্ম্ম।

গায়কের আবশ্যক আছে সাত কর্ম্ম।
সে সকল গায়কের স্বাভাবিক ধর্ম্ম ॥
সুচেত হইতে হয়,—এই এক কায।
নিঃসাধ্বসে গাবে গীত, না করিবে লাজ ॥
উত্তম রূপেতে করিবেক আলাপন।
পূর্ণরূপে আলাপ করিবে সমাপন ॥
ছায়া বাঁচাইয়া রূপ প্রকাশ করিবে।
পূর্ণ না হল্যা, নিশ্বাস নাহিক ত্যাগিবে ॥

ব্যাকরণ, অভিধান, সঙ্গীত শিক্ষিবে।
এরূপ ক্ষমতা হৈলে গায়ক হইবে॥

গায়কের দোষ।

গায়কের অষ্টাদশ দোষ নিরূপণ।
বিশেষ করিয়া সব করিব রচন॥
হইলে কর্কশ স্বর—করণ কহিব।
নীরস কর্কশ হৈলে, রুক্ষত বলিব॥
একমিল না হইলে, বলিব নিঃসার॥
গ্রাম-জ্ঞান নাহি যার, কেৎ নাম তার॥
গর্দ্দভের মত স্বর হয় যে জনার।
বিধিমতে বলিব, ভগল নাম তার॥
যার স্বর মিষ্ট নহে—সেই তো ওদেষ্ট।
ভীত হয়্যা যেই গায়, তারে বলি ভেষ্ট॥
গায় অথচ কাঁপয়ে যার স্বর।
শঙ্কট তাহার নাম,—শুন গুণাকর॥
আপনি কাঁপয়ে আর স্বর কম্পান্বিত।
এমন যে জন,—তারে বলিব কম্পিত॥
স্বস্থানে যাহার স্বর না লাগে সকল।
অতএব তার নাম হইল কপল॥
কাকের স্বরের মত যে জনার স্বর।
এই দোষে কাকী নাম ধরে সেই নর॥

একেতো বিস্বরা—দ্বিতীয়তে নাকী স্বর ।
এমন ব্যক্তির নাম বিখ্যাত—অধর ॥
স্বর-জ্ঞান তাল-জ্ঞান নাহিক যাহার ।
বিখ্যাত বিতালা নাম হইল তাহার ॥
বোল নাহি বোধ হয়,—বোধ হয়, কাঁদে ।
তার নাম বাঁধা আছে অপকৃষ্ট-ফাঁদে ।
গান গায়,—গানের বিধান নাহি জানে ।
অনূঢ়া তাহাকে বলি,—বিধান-প্রমাণে ॥
শুদ্ধ-সম্পূরণ আদি বোধ নাহি থাকে ।
এমন যে গায়ক,—মিশ্রক বলি তাকে ॥
গুণ আর দোষ দুই হৈল সমাপন ।
মুদ্রার লক্ষণ কিছু করিব রচন ॥

গায়কের মুদ্রা-দোষাদি ।

গান-কালে শরীরের ভঙ্গি নাহি যার ।
এমন যে গায়ক,—মধুর নাম তার ॥
গানে মুখ সুবিস্তার—দন্ত দেখা যায় ।
কু-মুদ্রা-প্রমাণেতে করালী বলি তায়
গানের সময়ে ঘন ঘন বহে শ্বাস ।
দশন চাপিয়া স্বর করয়ে প্রকাশ ॥
এরূপে স্বরের যোগ হয় নাসিকাতে ।
সওকারি নাম তার হইল তাহাতে ॥

গীতকে চর্ব্বণ করি, করে যেই গান।
ছন্দেষ্ট বলিয়া তার নামের বিধান॥
গান-কালে উচ্চ হয়—গলা কি শরীর।
করবিয়া নাম তার,—শুনহ সুধীর॥
গাল আর গলা ফোলে গানের সময়।
জেকত বলিয়া সেই গায়কেরে কয়॥
গীত গাইবারে যার গ্রীবা বক্র হয়।
বেক্রি নাম তাহার,—শুনহ মহাশয়॥
গল-দেশে উঠে শির গানের সময়।
দুর্ব্বল কারণে শ্রম হয় অতিশয়॥
ঝপ্পাল তাহার নাম কহে গুণিগণ।
প্রবন্ধ-অধ্যায় পরে করিব রচন॥
গান-শক্তি নাহিক, সঙ্গীত-বিদ্যা জানে।
তাহাকেও সঙ্গীত-পণ্ডিত বলি মানে॥

প্রবন্ধ-অধ্যায়।

প্রবন্ধ-অধ্যায় মধ্যে দুই ধারা আছে।
প্রথমে প্রবন্ধ, আর বন্ধ তার পাছে॥
প্রবন্ধকে বিবন্ধ বলিয়া কেহ কয়।
প্রবন্ধের বিবরণ এই মত হয়॥
রাগ হয়, তাল তাতে না হয় ঘটন।
রাগাদির আলাপন-প্রকার যেমন॥

বন্ধ যেই, তার মধ্যে দুই প্রকরণ।
মারগ, দেশী মারগ,—এ দুই লক্ষণ॥
মারগের তিন ধারা করি নিবেদন।
গীত, ধ্রুব পদ, ছন্দ—পরে বিবরণ॥

গীতের প্রকার-ভেদ।

গীত ছয় মত,—তার প্রথম রচনা।
রাজা কিম্বা বাদসার যশের বর্ণনা॥
দ্বিতীয়তে সা-রি-গ-ম আদি প্রকরণ।
তৃতীয় নৃত্যের তৎকার বিবরণ॥
চতুর্থ মতেতে মৃদঙ্গের বোল-চয়।
পাঁচে আশীর্ব্বাদ,—ছয়ে প্রেমের বিষয়॥

ধ্রুবপদ বিবরণ।

দ্বিতীয় ধারায়ে—যেই ধ্রুবপদ গান।
তার মধ্যে আছে পাঁচ প্রকার বিধান॥
এক-তোক ধ্রুবপদ প্রথম প্রকার।
দুই-তোক ধ্রুবপদ দ্বিতীয় তাহার॥
তিন-তোক চারি-তোক পাঁচ-তোক হয়।
তোকের বিশেষ নাম শুন মহাশয়॥
প্রথম তোকের নাম ঊর্দ্ধগ্রহ বলে।
অথবা অস্থাই নাম—কহেন সকলে॥

দ্বিতীয় তোকের নাম মিলাকুক মানি।
তৃতীয় তোকের নাম অন্তরা বাখানি॥
চতুর্থেতে ভোগ আর পঞ্চমে অভোগ।
ভোগেরে অভোগ বলে,—অভোগেরে ভোগ॥
চারি-তোক ধ্রুবপদ কহিলাম যায়।
মিলাকুক নামে তোক নাহিক তাহায়॥
অস্থাই উঠিবে তার খরজ উপরে।
ধরিবে অন্তরা পরে রিখভের ঘরে॥
গান্ধারে ধরিবে ভোগ,—অভোগ মধ্যমে।
চারি-তোক ধ্রুবপদ এরূপ নিয়মে॥
ধ্রুবপদে গায়কেরা ধোরপদ বলে।
কেহ বা ধপদ বলে সঙ্কেত-কৌশলে॥
ধ্রু-শব্দে সঙ্কেত বর্ণ—ধুয়াপক্ষে লেখি।
ইহার প্রমাণ কিন্তু নানা গ্রন্থে দেখি॥
'ধ্রু'-সঙ্কেত-বর্ণে পদ-সংযোগ করিয়া।
কেহ কেহ মানিছেন ধ্রুপদ বলিয়া॥
সংস্কৃত প্রমাণে ধপদ বলা যায়।
ধোরপদ বলে সবে প্রাকৃত ভাষায়॥
ধ্রুব শব্দে ধুয়া, আর পদ শব্দে কলি।
এই দুই শব্দ-যোগে ধবপদ বলি॥

তৃতীয়তে ছন্দ,—তাতে দুই প্রকরণ।
দুই-তোকে হয় এক ছন্দের লক্ষণ॥
চারি-তোকে দ্বিতীয় ছন্দের নিরূপণ।
চারি প্রকার ধ্রুপদ করিব রচন॥
এক ধপদের নাম ফুলবন্ধ হয়।
দ্বিতীয় ধ্রুপদেয়ে যুগল-বন্ধ কয়॥
এ দুই গানের আছে এমতি স্বভাব।
চিত্রকাব্য মত হয় কবিতার ভাব॥
তৃতীয় রাগ-সাগর অতি গুণপনা।
রাগাদির নামে সেই কবিতা রচনা॥
যথা যথা যেই যেই রাগের বিন্যাস।
তথা তথা সেই সেই রূপের প্রকাশ॥
চতুর্থেতে বিষ্ণুপদ—সুরদাস কৃত।
পদ্যের নাহিক পদ্য,—গদ্যয় আবৃত॥
সেই বিষ্ণুপদকে বিষণপদ কয়।
পরে অন্য প্রকারের গানের নির্ণয়॥
দুই চরণেতে জন্মে খ্যালের আকার।
সৃষ্টিকর্ত্তা শোলতান হোশেন তাহার॥

গীত-বিশেষ—খেয়াল, টপ্পা প্রভৃতি।

পাঞ্জাব হইতে হৈল টপ্পার জনম।
দুই চরণের মধ্যে তাহার নিয়ম॥

এক চরণেতে জংলা করিলা স্বজন।
চোৎকলা তাহারে বলেন কোন জন॥
পূরবিয়া বোলে গান বারোয়া নামেতে।
ছন্দ-নিরূপণ তার দুই চরণেতে॥
অন্তরা—আরবী কিম্বা পারসী কবিতা।
এমতি বিধানে হৈলা তারাণা রচিতা॥
কওল নামেতে যেই প্রকারের গান।
শুদ্ধ আরবী ভাষায় তাহার বিধান॥
সোরবন্ধ তারাণার এমতি সন্ধান।
অর্থহীন শব্দে তাহা করিলা নির্ম্মাণ॥
যেমন এলালি ঐলালোম শব্দ ছবি।
সৃষ্টিকর্ত্তা আমির খোশরো দহলবি॥
জকরির ছন্দের নাহিক নির্দ্ধারিত।
গুজরাতি দাক্ষিণ্য বাক্যেতে নিরমিত॥
কড়খা নামেতে গান করিলা স্বজন।
যুদ্ধ-কালে গায় তাহা রজপুতগণ॥
কেহ বলে ঢাড়ি লোক ঢেঁড়ি বাজাইয়া।
যুদ্ধ-কালে গান করে রাগ আলাপিয়া॥
ওমরা লোকের গুণ-গান—শাওড়ায়।
মথুরা-নিবাসী গোয়ালিয়া লোক গায়॥
প্রবন্ধ-অধ্যায় এই হৈল সমাপন।
পরে লিখি দেশী মারগের বিবরণ॥

রাগাধ্যায়।

রাগাধ্যায় মধ্যে এই রাগের উপাঙ্গ।
রাগ-অঙ্গ, ভাখা-অঙ্গ, ক্রিয়াঙ্গ, অপাঙ্গ॥
রাগ-রঙ্গ খোলে, তাতে শ্রোতা মগ্ন হয়।
এ লক্ষণ-প্রমাণেতে রাগ-অঙ্গ কয়॥
গান-বোল অতি স্পষ্ট রূপেতে গাইবে।
শ্রুতমাত্র শ্রোতাগণ বুঝিতে পারিবে॥
জড়তা না জন্মে যেন, বোলের প্রকারে।
এরূপ হইলে ভাখা-অঙ্গ বলি তারে॥
স্বর-বোল-লয় থাকিবেক ধারামত।
সেই কোন্ ধারা, তাহা হও অবগত॥
স্বরে থাকিবেক বোল, সঙ্গে তাল-লয়।
তাতে যেন কোন মতে বিস্বরা না হয়॥
এ সব ক্রিয়ার দ্বারে করিবেক সাঙ্গ।
তবে তাহাকে তখন বলিব ক্রিয়াঙ্গ॥
একত্র করিয়া এই ত্রিবিধ প্রকার।
ন্যূনাধিক্য করিবেক উপরে তাহার॥
তাতে যদি কোন মতে অশুদ্ধ না হয়।
অপাঙ্গ বলিয়া তবে তার নাম কয়॥
শ্রীরাধামোহন সেন করয়ে রচন।
সোমেশ্বর আদি তিন মত বিবরণ॥

সোমেশ্বর মতে রাগাধ্যায়।

সোমেশ্বর সৃষ্টি কৈলা শব্দ হৈতে রূপ।
ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী অপরূপ॥
মার্গ বলি সকলের সংজ্ঞা নাম কৈল।
মারগ বলিয়া তাহা সুবিখ্যাত হৈল॥
তাহার বিশেষ এই রূপেতে নির্ণয়।
ছয় রাগ,—প্রত্যেক রাগের নারী ছয়॥
শ্রীরাগের—মধমাধ, মালোয়া, কেদারা।
ত্রিবেণী, ভাদকা, গৌরী—এই ছয় দারা॥
বসন্তের—দেশী, টোড়ী, ললিতা, বিরারী।
দেবগিরি, হিণ্ডোল প্রভৃতি ছয় নারী॥
পঞ্চম রাগের—পটমঞ্জরী প্রেয়সী।
করণাটী, বড়হংসী, ভূপালী,—রূপসী॥
মালশ্রী, বিভাস,—ছয় রাগিণী গণন।
বিভাস নামেতে আছে দুই প্রকরণ॥
কোন মতে মূর্দ্ধণ্য ষকার অন্তে রয়।
কোন মতে দন্ত্য-সান্ত করিলা নির্ণয়॥
ভৈরবের—গুর্জ্জরী, ভৈরবী, গুণকলী।
রেবা, বঙ্গালী তৎপরে রাগিণী বহলী॥
মেঘের—মল্লারী, হরসঙ্গা, আসাবরী।
সোরটী, কোশকী আর গান্ধারী সুন্দরী॥

নট্টনারায়ণের রাগিণীর প্রসঙ্গ।
কামোদ, কল্যাণ আর নায়িকী শারঙ্গ॥
আহিরী, হম্বির, নট এই ছয় দারা।
এই মত কলানাথ মতের সুধারা॥

কলানাথ মতে ও ভরত মতে রাগাধ্যায়।

শ্রীরাগের—গৌরী, কোলাহল, ঢোল আর।
রদরঙ্গী, মালকৌশ—এ দেব-গান্ধার॥
বসন্তের—গৌড়গিরি, আন্দোলী, গমকী।
দেবসাক পরে পটমঞ্জরী, ধামকী॥
পঞ্চমের—স্তম্ভতীর্থা, ত্রিবেণী, বরারী।
আভিরী, কোকব নামে এই ছয় নারী॥
ভৈরবের,—গুর্জ্জরী, ভৈরবী, বিলাবলী।
করণাটী, বড়হংসী, ভাখা,—ছয় বলি॥
মেঘের—বঙ্গালী, মুদ্রা, কামোদী নির্ণয়।
রহমাশ্রী, ধেবতীর্থা, তীর্থকী—এ ছয়॥
নট্টনারায়ণের বলিব ছয় নারী।
সিন্ধা-মল্লারী, দেবালী, বিরামা, গান্ধারী॥
তিলকী, পূরবী,—কলানাথ-মত-শেষ।
ভরত মতের ধারা এ মতে বিশেষ॥
ছয় রাগে ঐক্য—হনূমন্ত-মত মত।
রাগিণ্যাদি আর সব বিমত তাবত॥

ভৈরবের—মধমাধ, ললিতা,বিরারী।
বাহাকলী, ভৈরবী প্রভৃতি পঞ্চ নারী॥
মালকৌশ রাগের—কোকব, সম্ভাবতী।
টোড়ী, পরে গৌরী, তত্ত্ব পরে দেবাদতী॥
হিণ্ডোলের—মালাদতী আর গুণকলী।
আসাবরী, দেবারী পরেতে রামকলী॥
দীপক রাগের—গৌণ্ড, গুর্জ্জরী, কেদারা।
অগৌরা, রুদ্রাণী নামে এই পঞ্চ দারা॥
শ্রীরাগের ভার্য্যা— কাফী, সিন্ধবী, ঠুঙ্গরী।
সোরটী, বিচিত্রা—নামে এ পাঁচ সুন্দরী॥
মঘের—মল্লারী, দেশী, কাবেরী, শারঙ্গ।
রীতবিলম্ব প্রভৃতি নামের প্রসঙ্গ॥
প্রত্যেকের আট পুত্র,—পুত্রবধূ আট।
কহে কবি সেন-দাস,—করিবেন পাট॥

ভরত-মতে অনুরাগাদি নির্ণয়।

ভৈরবের পুত্র—বিলাবল, দেবসাক।
ললত, হরষ, মাধো, বঙ্গালের ডাক॥
বিভাস, পঞ্চম—পরে পুত্রবধূ বলি।
ফলগুর্জ্জরী, মিরবী, সুহা, বিলাবলী॥
পটমঞ্জরী, সুরটী, গান্ডাদতী পরে।
অন্দাহী প্রভৃতি এই অষ্ট নাম ধরে॥

মালকৌশ রাগের তনয়—নিরঞ্জন।
গান্ধার, মকর, শুদ্ধ, শোহানা—নন্দন ॥
মালিগৌরা, সুকেত, কামোদ—পুত্র এই
তস্য পরে কব অষ্ট পুত্রবধূ যেই ॥
ভীমপলাশী, কামোদী, জয়েতশ্রী পরে।
সুঘরই, ধনাশ্রী, মালশ্রী নাম ধরে ॥
দুর্গা, গান্ধারী প্রভৃতি এই অষ্ট জন।
হিণ্ডোল রাগের পুত্র করিব রচন ॥
বসন্ত, ভখারবিন্দ, মারু, লঙ্গধন।
কুশল, মালোয়া, ঢোল আর নাগধন ॥
পুত্রবধূ—দেবগিরি, চেতী, লীলাবতী।
গেরবী, পুরবী, পারাবতী, সরস্বতী ॥
ত্রিবণ প্রভৃতি পরে দীপক-নন্দন।
বেহাগরা, ভরদষ্ট, নট্টনারায়ণ ॥
তৎপর কুসুম, টঙ্ক, আড়ানা, মঙ্গল।
সর্ব্বকনিষ্ঠ কুমার রহংসমঙ্গল ॥
পুত্রবধূ—মনোহরা, ইমন, হামিরী।
মঙ্গলগুর্জ্জরী, জয়জয়ন্তী, আহিরী ॥
মালগুর্জ্জরী, ভূপালী—বধূ অষ্ট জন।
শ্রীরাগের অষ্ট পুত্র করিব বর্ণন ॥
শ্রীরমণ, শঙ্করণ, খট, দেশকার।
বড়হংস, বাগেশ্বর, সামন্ত—কুমার ॥

কোলাহল তস্য পরে,—পুত্রবধূ—লেখা।
ধ্যান-জয়েতী, শোহিনী, ক্ষমা, শশরেখা॥
বিজয়াশরদ, কুন্ত, সুর-সতী পরে।
মেঘের নন্দনগণ আনন্দে বিহরে॥
সাহানা, কদমনাথ, শঙ্করাভরণ।
কানড়া, পুরিয়া, স্তম্ভ, তিলক—নন্দন॥
কালায়ের পরে,—পুত্রবধূ—করণাটী।
গাদবী, বাহারী, মাজ—নাম পরিপাটি॥
বাগেশ্বরী, শুদ্ধনট, পরজ তৎপরে।
নটমঞ্জরী প্রভৃতি অষ্ট নাম ধরে॥
হনুমন্ত-মত এইমত-মত হয়।
প্রত্যেক রাগের অষ্ট তনয় নির্ণয়॥
ভৈরব রাগের পুত্র কহিব প্রথম।
তিলক, হরখ পরে—পূরিয়া, পঞ্চম॥
মাধো, সুহে;া মধ আর বিলম্ভ তনয়।
বিলম্ভকে কেহ কেহ বলনেহ কয়॥
মাধো যেই শব্দ,—তাহা বুঝিবে মাধব।
মধ স্থানে হবে মধু শব্দের সম্ভব॥
মালকৌশ-পুত্র—মারু, মেওয়ার, ভঙর।
বধঙস, প্রবল, নন্দ, চন্দ্রক, খোখর॥
নন্দকে মন্দ্রক বলে, ভ্রমরে ভঙর।
মেওয়াড়ে মেওয়ার বলে, ষোষরে খোখর॥

হিণ্ডোলের পুত্র,—চন্দ্রবিম্ব, পরধন।
মঙ্গল, আনন্দ, শোভা, বিনোদ—নন্দন॥
গৌরা, বিভাস প্রভৃতি পুত্রের নির্ণয়।
শোভা যেই শব্দ, তারে শোহা বলি কয়॥
প্রধন যে শব্দ, তারে বলে পরধন।
পরে বলি দীপক রাগের পুত্রগণ॥
কুন্তল, কমল—পরে—কলিঙ্গ সে ভাল।
চম্পক, কুসুম, রাম, লহিল, হিমাল॥
কলিঙ্গকে কলন্দর বলে কোন জন।
পরে শ্রীরাগের পুত্র করিব রচন॥
সিন্ধু, মালু, গৌণ্ড, গুণসাগর, শঙ্কর।
বেহাগড়া, কুম্ভ আর গম্ভীর তৎপর॥
মেঘ-পুত্র—জালন্দর, নটনারায়ণ।
শারঙ্গ, কল্যাণ পরে শঙ্করাভরণ॥
গজধর, গান্ধার, সাহানা—অষ্ট জন।
শ্রীরাধামোহন সেন করিল রচন॥

রাগাদির সংখ্যা।

সোমেশ্বর-মত-ব্যতিরেকে যত মত।
দেশী নাম তাবতের রাগাদি তাবত॥
প্রথম যে এক রাগ হইল উদ্ভব।
বিচারেতে সেই মার্গ,—দেশী আর সব॥

কারণ, প্রথম রাগ করি সংঘটন।
আর যত রূপ সব হইল সৃজন॥
পরে নায়কাদি রাগাদির সৃষ্টি কৈল।
দেশে দেশে সৃষ্টি,—তাই দেশী নাম হৈল॥
রাগ-বংশ বৃদ্ধি হৈল দেশীর প্রমাণে।
গাবে কি গায়কে,—সব নাম নাহি জানে॥
রাগাদির স্থূল-সংখ্যা—যত গণনায়।
সে সকল নর-লোকে কার সাধ্য গায়॥
সংখ্যায় চৌয়ান্ন কোটি ছয় লক্ষ কয়।
ছয় সহস্র পরেতে ছয় শত ছয়॥ ৫৪০৬০৬৬০৬॥
তাতে কালা যত লোক চুম্বক করিল।
মধ্যে মধ্যে কত গুলি বাছিয়া লইল॥
এক শত বত্রিশ রাগাদি গণনায়।
সেই সব এক্ষণেতে গায়কেরা গায়॥
আমি সেই এক শত বত্রিশ প্রকারে।
গান-বিধি করিলাম,—সেই অনুসারে॥
চতুর্ব্বিধ বাদী সুর রাগাঙ্গে মিলন।
তীয়রাদি কোমলাদি করি সংঘটন॥
করিলাম রাগ-রূপে যেরূপ বিধান।
অনায়াসে সকলের শিক্ষা হবে গান॥
কিম্বা বীণ অথবা সেতারা যন্ত্র-দ্বারে।
বাজিবেক রাগ এই বিধি-অনুসারে॥

কিন্তু বাদী আদি স্বর হইবে জানিতে।
তীয়রাদি কোমলাদি হইবে বুঝিতে॥
এ সকলে সংস্কার জন্মিবে যখন।
স্বরে যন্ত্রে রাগ-রূপ আসিবে তখন॥

রাগ-লক্ষণের সঙ্কেত-বাক্য।

যে স্বরে উঠিবে রাগ, যে স্বরে থাকিবে
দুয়ের সঙ্কেত—গিরি শব্দেতে বুঝিবে॥
খাড়ো, ওড়ো—দুই কুলে স্বর হীন হয়
বর্জ্জিত শব্দেতে সেই স্বরের নির্ণয়॥
শুদ্ধ আর সালঙ্ক, পরেতে সঙ্কীরণ।
সম্পূরণ—আদি পূর্ব্বে কর‍্যাছি বর্ণন॥
রাগাদির মধ্যেতে প্রধান যারা যারা।
প্রায় তাবতের বিরচিব ধ্যান-ধারা॥
অবশিষ্ট তাবতের রচনা—চুম্বক।
পুস্তক-বাহুল্য হয় লিখিলে সম্যক্॥
এত যে সংক্ষেপ রূপে রূপের বর্ণন।
তবু অন্য গ্রন্থে প্রায় নাহিক এমন॥
প্রাচীন তাবৎ গ্রন্থে নাম-প্রকরণ।
নাদ-পুরাণের মতে প্রকাশ-লক্ষণ॥
কিন্তু তাতে নব্য দেশী রাগাদি অভাব।
সঙ্গীত-তরঙ্গে আছে তাহার প্রভাব॥

কতগুলি চলিত রাগাদি সংমিলিত।
শ্রীকৃষ্ণ-শ্রীমতী-লীলা-বর্ণনার গীত॥
কতগুলি করিলাম এমতি বিধান।
সামান্য নায়ক নায়িকার ভাবে গান॥
কারণ, সে সব ভাব সাধারণ হয়।
পরমার্থ বিষয়ে উচিত রূপ নয়॥
এই মত তাবৎ করিয়া সংঘটন।
নানা ছন্দে নানা বন্ধে করিব রচন॥
যে রাগের যে ঋতু—যে সময়ের গান
রচনার দ্বারা পাবে তাবৎ বিধান॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
ভৈরব রাগের ধারা করহ শ্রবণ॥

ভৈরব রাগের ধ্যান ও ধারা।

ভয়রোঁ আদি-রাগ—শিবের বেশ
শিব-অবয়ব,—গুণে বিশেষ॥
ভুজঙ্গ-নিন্দিত শিরেতে জটা।
জটায় বেড়িয়া ভুজঙ্গ-ঘটা॥
হিল্লোল কল্লোল তরঙ্গ বায়।
ঝর ঝর গঙ্গা ঝরিছে তায়॥
ভাল শোভা হরিতাল-তিলকে।
সুধাংশু-কলা কপাল-ফলকে॥

আসন বসন—বাঘের ছালা।
দলমল দোলে মুণ্ডের মালা॥
কোটি শশধর জিনিয়া কায়।
তাহাতে বিভূতি—কলঙ্ক-প্রায়॥
বৃষভ-বাহন করে—ত্রিশূল।
অক্ষির ভাব ঢুলু-ঢুলু-ঢুল॥
সম্পূরণ ভাবে বেড়ান ফিরি।
ধৈবত গান্ধার দুয়েতে গিরি॥
রিখভ সম্বাদী—গান্ধার বাদা।
খরজ তাহাতে হবে অম্বাদী॥
ছয় দণ্ড নিশি থাকিতে গাবে।
অরুণ-উদয়ে সকধা পাবে॥

———

ললিতা-উক্ত গীত।

ভৈরব—আড়াতেতালা।

ধরিল হরের বেশ তোমার শ্রীমতী। ধ্রু।
ভস্ম করিবারে পুন,—অহে শ্যাম হে! রিপু-রতিপতি॥
রাগ-ভাগ নাগ তায়,— অলঙ্কারময় গায়,
আলু-থালু বসনেতে, নগনা যুবতী॥
বেণী—জটাজূট মত, প্রাণ-বিষ কণ্ঠাগত,
বিষাদ-বিভূতি মুখে,—মাখিয়াছে সতী॥ ১॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

ভৈরব—আড়াতেতালা।

নারী হয়্যা,—বিনোদিনি ! হর-গুণ ধর। ধ্রু।
ইতে অনঙ্গের পুন,—মানিনি গো ! হল্যো কলেবর
মুখ-চাঁদ সুধা-পুট, অক্ষি-ছাঁদে কালকূট,
বাক্য-দৃষ্টে সুধা-বিষ,—তুল্য-গুণ কর ॥
স্তন-মণ্ডলে অনল,— স্নেহ—সুশীতল জল,
অবাদে অনল-নীরে, হইল সোসর ॥ ২ ॥

ভৈরবী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

ভৈরবী—চম্পক-বরণী বালা।
রূপে দশ দিগ করে উজালা ॥
হৃদয়ে শোভিত কুসুম-হার।
কুসুমে রচিত তরল তার ॥
বিভূষিত মণিময় ভূষণ।
লোহিত কাঁচলি,—পীত বসন ॥
পর্ব্বতস্থিত সরোবর রাজে।
কমল-কানন সুন্দর সাজে ॥
চারি দিগে উপবনের শোভা।
মধু-আশে মধুপালিন্ লোভা ॥
ঝঙ্কার করিছে কোকিলগণ।
গন্ধ লয়্যা মন্দ বহে পবন ॥

তার তীরে বসি এরূপ বেশে।
পূজেন ভৈরবী দেব-মহেশে॥
টোড়ী-বরারীর-যোগে জনম।
সম্পূরণ ভাবে জাতি-নিয়ম॥
ধৈবতে মধ্যম করিয়া যোগ।
উত্থানে হইল গিরি প্রয়োগ॥
ধৈবত নিখাদ আর গান্ধার।
এই তিন স্বর কোমল তার॥
খরজ সম্বাদী,—ধৈবত বাদী।
গান্ধার তাহাতে হবে অম্বাদী॥
তীয়র মধ্যম বিবাদী তায়।
শরৎ ঋতুর উষাতে গায়॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

পঞ্চতপা করি,—শ্যামেরে পাইলাম না। ধ্রু।
একাসনে অনশনে, ও সই! ধ্যানে দিবা-বিভাবরী॥
অনল গঞ্জনা-ভাষে,—জ্বলিতেছে চারি পাশে,
উপরে কলঙ্ক দহে, তপনের তেজ ধরি॥ ৩॥

দ্বিতীয় গীত।

ভৈরবী—আড়াতেতালা।

বিচ্ছেদ-যোগেতে সখি!—সমাধি মন। ধ্রু।

সহজে পবনাহার, কিসে আর পাবে পার,—
মলয় পবন।
বিরহ-অনল জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি,—
করিতেছি ধ্যান।
শিখা-শায়ী তনু যার, মদন-শশী কি তার,—
করিবে দাহন॥
শ্যামের বচনামিয়া, চির দিন না শুনিয়া,—
বধির সমান।
অলি করুক ঝঙ্কার, পিক ছাড়ুক হুঙ্কার,
না শুনে শ্রবণ॥ ৪॥

বিরারী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

বিরারী যুবতী সতী রসবতী নবীনা।
অথচ প্রগল্‌ভা-প্রায় প্রেম-রসে প্রবীণা॥
মৃগ-কস্তূরীতে কেশ করিয়াছে মার্জ্জন।
চিকুরের গন্ধ লয়্যা, মন্দ বহে পবন॥
মণিময় ভুজ-বন্ধ,—মণিময় কুণ্ডল।
মণিময় হারে সুশোভিত স্তন-মণ্ডল॥
মণিময় কণ্ঠ-মালা,—মণিময় কঙ্কণ।
রতন-নূপুর-নাদ রঙ্কণ সুরঙ্কণ॥
অলসেতে শ্বেতবাস পড়িতেছে খসিয়া।
নায়কের গলে হাত,—আছে কাছে বসিয়া॥

টোড়ী আর ধনাশ্রী-মিলনে জন্ম জানিবে।
কিম্বা খট-ভয়রোঁ-রামকলী-যোগে জানিবে॥
গিরি বাদী খরজ গান্ধার সুর সম্বাদী।
রিখভ মধ্যম আর পঞ্চম সে অম্বাদী॥
কোমল গান্ধার বিবাদী সম্পূর্ণা পাইবে।
শরৎ ঋতুর দিবাভাগে গান গাইবে।

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

বিরারী—আড়াতেতালা।

মনের বাসনা যত,—দেখিতে না পূরে তত। ধ্রু।
অথচ এ নির্নিমিকে, নিরক্ষি নিয়ত॥
দেখিতে দেখিতে আর, হয় আশার অ-সুসার,
সবে মোর দুই অক্ষি, দেখিব তায় কত॥ ৫॥

দ্বিতীয় গীত।

বিরারী—আড়াতেতালা।

ক্ষণেক আর তোমারে শ্যাম করি দরশন। ধ্রু।
না জানি হইবে কবে—শ্যাম! পুনঃ এ মিলন॥
তুমিতো এখনি যাবে, আমি রব এই ভাবে,
শ্যাম!—নয়ন মুদিয়া সদা, শ্যাম করিব মনন॥ ৬॥

মধমাধ রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

মধমাওত রাগিণী জন্ম তথা।
মেঘ সঙ্গে মালশ্রীকি অঙ্গ যথা॥
ওড়ো জাতি মতান্তরে জন্ম দিলে।
মেঘ সঙ্গে শারঙ্গ-মালশ্রী মিলে।
রূপে কাঞ্চন-রঞ্জন-গঞ্জন রে।
নয়নে শোভিছে দলিতাঞ্জন রে॥
পীত বস্ত্র বালা করে পিন্ধন রে।
পতি সঙ্গে আলিঙ্গন চুম্বন রে॥
স্থর—গান্ধার ধৈবত বর্জ্জিত রে।
গিরি মধ্যমেতে বাদী অর্জ্জিত রে॥
স্থর—পঞ্চম সঙ্গত সম্বাদী রে।
অবশিষ্ট স্থর তাতে অম্বাদী রে॥
রিখভস্তত মধ্যম সে তীয়রে।
গীয়তাং গীয়তাং দিবা দ্বিপ্রহরে॥

নায়িকা-উক্ত গীত।

মধমাধ—একতালা।

হৃদয়ে হৃদয় দিতে—কেন ফিরাল্যা বদন। ধ্রু।
তোমারে কি প্রতিকূল,—প্রাণনাথ! হয়্যাছে মদন।
বুঝি মানাইতে কামে, দিলা পরকীয়া-ধামে,
সাজায়্যা বিহার-ডালি, রতির সদন॥ ৭॥

নায়ক-উক্ত গীত।

মধমাধ—একতালা।

করি—পিছু নিরীক্ষণ প্রাণ! ফিরায়্যা বদন। ধ্রু।
তুমি তাতে অন্য ছলে—বিনোদিনি! করিছ ভর্ৎসন॥
তব কুচ শৈল সম, ফুটিল হৃদয়ে মম,
ভেদ করিয়াছে কি না, এই সে কারণ॥ ৮॥

বঙ্গালী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

রাগ ভঁয়রোঁ-বিরারীর সংঘটনে।
বাস বঙ্গালের গ্রাম সম্পূরণে॥
পুনঃ—অন্য—মতান্তরের প্রয়োগে।
বিরারী, গুজরী আর গৌণ্ডযোগে॥
যোগিনীর বেশ—মুখ-চন্দ্রছটা।
বিভূতি বদনে—বিগলিত জটা॥
কর দক্ষিণে পাণ্ডুর পদ্ম ফুল।
ধৃত সব্য করে রুচির ত্রিশূল॥
শোভিত কেশর কাষায় বসনে।
পূজে সিন্ধু-তীরে দেব-পঞ্চাননে॥
হবে আদ্য স্বরে—গিরি তত্র বাদী।
দিবসান্তে গান মত-সর্ব্ববাদী॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

বঙ্গালী—ত্রিয়ট।

শ্যাম-রূপ সাধনা করে,—আমার এ অক্ষি-সাধক॥ ধ্রু
উত্তর-সাধক তায়,—সই! মন অভয়-কারক॥
কলঙ্ক-শব-আসন, হইল সে সজীবন,—সই!
মানে না যশো-বন্ধন, মানে না কুল-কীলক॥
পীরিতি-রূপের তপ, পলকে লাবণ্য জপ,—সই!
বিভীষিকা কি দেখাবে, ভয় হইয়া বাদক॥ ৯

দ্বিতীয় গীত।

বঙ্গালী—তিওট।

তিন গুণময়,—এই প্রণয়। ধ্রু।
সাধ-রাগ-ক্রোধ—তিন, গুণ উদয়।
সাধ করয়ে সৃজন, উভয়ের সুমিলন,
রাগ করয়ে পালন, বিলাস-চয়॥
ক্রোধের লয়-প্রভাবে, বিচ্ছেদ ঘটয়ে ভাবে,
সুখ-রূপ মোক্ষ-ফল, ভজনে হয়॥ ১০॥

রামকলী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা

রামকলী রূপে—কনক লাজে।
ঝাঁপ দিল গিয়া অনল-মাজে॥
অগুরু ছিলেন চিকুর-ভারে।
চুরি কর্যা নিল পবন তারে॥

কোমলতা-ভাব দেখি শরীরে।
কমলিনী খেদে ডুবিল নীরে॥
ছিল সুমেরুর বড়ই গর্ব্ব।
পয়োধর কাছে হইল খর্ব্ব॥
বিধুর বিধান বদন-সাঁচে।
খঞ্জন ভুলিল নয়ন-নাচে॥
নানা আভরণ শরীরময়।
ললাটে তিলক-শশী উদয়॥
নায়ক-সমুখে বসি নবীনা।
করিছেন গান বাজায়্যা বীণা॥
দেশী-গুজরীর যোগে মূরতি।
সম্পূরণ গ্রামে করে বসতি॥
খরজে উত্থান—গিরি ধৈবত।
পঞ্চম সম্বাদী লক্ষণ মত॥
অন্য সুরাম্বাদী নহে বিরুদ্ধ।
কেবল বিবাদী গান্ধার শুদ্ধ॥
ধৈবত নিখাদ কোমল তার।
অন্য চারি সুরে শুদ্ধ বিচার॥
শুদ্ধ নহে যেন গান্ধার তায়।
ঊষা কালে রামকলীরে গায়॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

রামকলী—আড়াতেতালা।

আমার এ তনু—যন্ত্র। ধ্রু।
যে বোল বলিয়া বাজাইয়াছ, শ্যাম! হল্যো তাই মন্ত্র॥
সুখ দুঃখ খেদাহ্লাদ, মালিন্য মোহ বিষাদ,—
এই সাত স্বরে—তিন গ্রাম, তিন নাড়ী—তন্ত্র॥
তুমি বল যাই যাই, মোর প্রাণ বলে—তাই!
কি রাগে বিরাগ হে করিলে, এ কেমন তন্ত্র॥ ১১॥

সখী-উক্ত গীত।

রামকলী—একতালা।

শ্যামের গুণ,—সই! কেন কর গান। ধ্রু।
মিশায়্যা প্রেম-রাগে,—বিচ্ছেদীয় তান্॥
বিহারীয় ক্রিয়া-কাল, বিস্মর বিলাস-তাল,
বারে বারে দিওনা এ,—'হায়-হায়!'-মান॥
বিগুণের অগুণ গীত, কর বিরাগে মিলিত,
তবে আর হবে না সে,—রাগ মুর্ত্তিমান॥ ১২

আহিরী রাগিণীর ধ্যান।

অপরূপ রূপ-কূপ আহিরী রাগিণী।
ধরাতলে ধায় বেণী—ধরিতে নাগিনী।

চক্ষু-মুখ-কুচ-কর-পদ নিরক্ষিয়া।
নলিনী বসতি কৈল, সলিলেতে গিয়া॥
মধ্যদেশ—স্বদেশের ক্ষীণতার রাজা।
সেই শোকে কেশরীর ক্ষীণ হৈল মাজা॥
নীলকান্ত চন্দ্রকান্ত আদি মণি যত।
ভুষণের ছলে আসি হৈল্ অনুগত॥
জন্ম দিল গুজরী-কল্যাণ-দেশকার।
গোরসের কুম্ভ শিরে—কৈলা অভিসার॥
উষাকালে গানের ভ্রমণ ধীরে ধীরে।
অল্প লোকে জানেন আহিরী রাগিণীরে॥

গুণকলী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

গুণকলী রাগিণীর জাতি সম্পূরণ।
গুজরী-মালোয়া হৈতে হইল জনন॥
রামকলী রাগিণী সে—যেমন রূপসী।
সেই মত গুণকলী ভৈরব-প্রেয়সী॥
গিরি বাদী পঞ্চম রিখভ সে সম্বাদী।
গান্ধার ধৈবত দুই তাহাতে অম্বাদী॥
রিখভ তীয়রে আছে বিবাদী লক্ষণ
উষাকালে গানের সময়-নিরূপণ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

গুণকলী—আড়াতেতালা।

কেও বুঝে না—সই! প্রেম-পরিচ্ছেদ। ধ্রু।
সবে বলে শ্যাম সনে,—করিতে বিচ্ছেদ॥
শ্যাম-প্রেমে বাঁধা রাধা, রাধা—শ্যামাঙ্গের আধা,
তবু পাপ-লোকে করে, অভেদে প্রভেদ॥ ১৩॥

দ্বিতীয় গীত।

গুণকলী আড়াতেতালা।

নয়ন—সদাই ডাকে রূপের ইঙ্গিত-বিধানে। ধ্রু।
কে বলে পলক পড়ে—সই! পালট-প্রমাণে॥
যে দিগে যখন চায়, শ্যাম-রূপ দেখিতে পায়,
ইহাতে রূপের গতি, সুচঞ্চল মানে॥
তাতে এই করে ভয়, পাছে রূপ অন্তর হয়,
তেজে তেজ মিলিয়াছে, তাতো নাহি জানে॥১৪॥

দেওসাক রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

ভয়রোর প্রথম পুত্র দেওসাক নাম।
বসতির কারণেতে সম্পূরণ গ্রাম॥
মল্লার, কানরা আর শঙ্করাভরণ।
এই তিন সহযোগে—শরীর ধারণ॥
মদন-মোহন রূপ, নাভি সুগভীর।
মল্ল-ধুলি-বিভুষিত সকল শরীর॥

আজানু-লম্বিত ভুজ, আকর্ণ লোচন।
যে নারী নিরক্ষে—তার নাহিক মোচন॥
যুবকের শিরোমণি,—মল্লের প্রধান।
রিপু সঙ্গে মল্ল-যুদ্ধ সর্ব্বদা বিধান॥
গান্ধার স্বরেতে গিরি, নির্ম্মাণ সুঠামে।
বসন্ত ঋতুতে গাবে দিবা দুই যামে॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

দেওসাক—তেওরা।

ওলো নিত্য সখি!—বল দেখি!—
নারী-বধের ভাগী কে হইবে। ধ্রু।
একেবারে সপ্তরথী করিছে প্রহার,
একাকিনী রাধে কেমনে বাঁচিবে॥
দুরাচার অহঙ্কার নিদয় হইয়া,
বাঁধিয়াছে শ্রীমতীকে কোপ-লতা দিয়া,
কাম হানে ফুল-বাণ,—শশি-কর শেল,—
পিক-স্বর—শর—কিসে নিবারিবে॥
ঋতুনাথ করে কাল-করবাল-পাত,
সমীরণ করিতেছে গতি-বজ্রাঘাত,
কুসুম-সৌরভ শূল করিছে ক্ষেপণ,
এরূপে অবলা নিতান্ত মরিবে॥ ১৫॥

সখা-উক্ত গীত।

দেওসাক—তেওরা।

শ্যাম বিদূষক!—বুঝ্যা দেখ!—
নারী-বধের ভাগী যে হইল। ধ্রু।
ভাসিতেছিলে হে তুমি সন্দেহ-সাগরে,
বিধাতা ভঞ্জন-তরি মিলাইল॥
শ্রীমতী-বধের ভাগী কে হ'বে বলিয়া,
বিচার কি করিতেছ আমা সম্বোধিয়া,
অই শুন শুন যেন নরাঙ্কিত-প্রায়,—
'তুহি তুহি' রব করিছে কোকিল॥ ১৬॥

খট অনুরাগের ধ্যান ও ধারা।

দ্বিতীয় সন্তান খট জাতি সম্পূরণ।
এই খট নামে আছে গুহ্য প্রকরণ॥
খট শব্দে ষট্—তাতে বুঝিবেন ছয়।
ছয় রূপ মিলনে খটের রূপ হয়॥
মূর্দ্ধন্য ষকারে খ-কারোচ্চারণ কয়।
অতএব খট্ নাম করিলা নির্ণয়॥
সিন্ধবী, ধনাশ্রী, টোড়ী, ভয়রোঁ, রামকলী
মল্লার—এ ছয় যোগে খট নাম বলি॥
রূপের সাগর—যৌবনের অধিকারী।
নবদূর্ব্বাদল-শ্যাম—নীল-বস্ত্রধারী॥

একাকী বিরল স্থানে বসি যোগাসনে।
একচিত্তে আছেন ঈশ্বর-আরাধনে॥
মধ্যমেতে গিরি বাদী, পঞ্চম সম্বাদী।
অবশিষ্ট যত স্বর,—সকলি অম্বাদী॥
গাইবেন দুই দণ্ড রজনী থাকিতে।
অবহার করিবেন প্রভাত হইতে॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

খট—ত্রিয়ট।

শুদ্ধ মূদিয়া নয়ন,—রাধে!
আছ কি কারণ॥ ধ্রু॥
যদি কার ধেয়াইতে, যোগাসনেতে বসিতে,
করিতে মনন॥
কিবা মানিনী হইতে,—কি আর নাহি দেখিতে,
আমার বদন।
তা হইলে তবে কেন, সুধা মাখাইয়া হেন,
কহিবে বচন॥ ১৭॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

খট—ত্রিয়ট।

মম হৃদয়-কমল—নাথ! দেখ বিকসিত॥ ধ্রু॥
মানস-গগন-দেশে, তব রূপ—অরুণ-বেশে,
হয়্যাছে উদিত॥

দুঃখ-নিশি পোহাইল, সুখ-দিবা প্রকাশিল,
জাগিল জীবন।
তোমার গুণ-ভ্রমর, মরমে করিয়া ভর,
গুঞ্জরে ললিত॥
এমন যে দিনকর, অন্তর হত্যা অন্তর,
কি জানি বা হয়।
এই সে কারণ তার, এ দুই নয়ন-দ্বার,
করিলাম মুদিত॥ ১৮॥

বিভাস অনুরাগের ধ্যান ও ধারা।

বিভাস তৃতীয় পুত্র,—বর্ণ নব-ঘন।
হেন জ্ঞান হয় যেন,—শ্রীনন্দ-নন্দন॥
একে নব যুবক,—নবীন যোগী তায়।
শ্রুতি-মূলে মণি-কুণ্ডলের শোভা পায়॥
পরিধান গেরুয়া বসন বিলম্বিত।
উত্তরীয় পীতবস্ত্র অতি সুশোভিত॥
বাজাইতেছেন বীণ আসনে বসিয়া।
সমুখে নায়িকাগণ আছে দাঁড়াইয়া॥
ললতের আভা অঙ্গে,—জাতি সম্পূরণ।
বেলায়ল-গুজরী-ভৈরবেতে জনন॥
গিরি বাদী রিখভেতে হইবে ঘটন।
তীয়র মধ্যম পায়, সম্বাদী লক্ষণ॥

মধ্যম বিবাদী হবে শুদ্ধ-প্রকরণে।
অবশিষ্ট সব স্বর অন্বাদী মিলনে॥
শ্রীরাধামোহন সেন কহিছে বিধান।
দুই দণ্ড রজনী থাকিতে গাবে গান।

ভক্ত-উক্ত গীত।

রূপক।

তাঁর গুণ গান কর, ওরে মন-গায়ক! ধ্রু।
পরিণামে যাঁর নাম, অতি সুখ-দায়ক॥
শ্রদ্ধা-বীণা বাজাইয়া, ভক্তি-রাগ আলাপিয়া,
নাম-সংখ্যা তাল দিয়া, হে সঙ্গীত-নায়ক॥ ১৯॥

দ্বিতীয় গীত।

রূপক।

যন্ত্র-তন্ত্র মিলাইয়া, কর রে গৌরীতে গান। ধ্রু।
ত্যজহ বিষয়-কর্ম্ম, হল্যো দিবা অবসান॥
কিন্তু এই কথা ধর, ব্রহ্ম-তালে গান কর,
কালের নিয়ম-মতে, পরে পাইবে কল্যাণ। ২০।

শ্যামের ধারা।

চতুর্থ সন্তান শ্যাম,—ওড়ো গ্রামে বাস।
বঙ্গাল-ললত-যোগে রূপের প্রকাশ॥

দিবা দুই প্রহরেতে গানের প্রভাব।
ধারামত ধারা ধারা ধ্যানের অভাব॥

ঢোলের ধারা।

পঞ্চম সন্তান খ্যাত ঢোল নামে যিনি।
ওড়ো গ্রামে নিবসতি করিলেন তিনি।
রেখভ-বিরারী যোগে জনম জানিবে।
দিবা-শেষ চারি দণ্ড থাকিতে গাইবে॥

অজয় পালের ধারা।

ষষ্ঠেতে অজয় পাল সুবিখ্যাত নাম।
বসতির কারণেতে খাড়ো নামে গ্রাম॥
রেখভ গান্ধার হৈতে হইল জনন।
নিশিতে যখন বাঞ্ছা,—গাইবে তখন॥

কালাংড়া অনুরাগের ধারা।

সপ্তমে কালাংড়া অনুরাগ সম্পূরণ।
রামকলী-পরজেতে শরীর ধারণ॥
রিখভ সেবাদি শুদ্ধ মধ্যম সম্বাদী।
অবশিষ্ট যত সুর সকলে অম্বাদী॥
তীয়র মধ্যম সুর বিবাদী হইবে।
ঊষাকালে এই অনুরাগেরে গাইবে॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

কালাংড়া—ধিমা-তেতালা।

সলিলে ডুবিয়া কেন,—কুমুদ-নয়ন। ধ্রু।
কহ বিনোদিনি রাধে!—ইহার কারণ॥
একবার প্রাণেশ্বরি!—এই অনুমান করি,
বুঝি, অস্তাচলে শশী, করিল গমন।
আর বার মনে লয়ে, তা হল্যা অরুণোদয়ে
প্রফুল্ল হইত তব, কমল-বদন॥ ২১॥

দ্বিতীয় গীত।

কালাংড়া—ধিমা-তেতালা।

অরুণ মরিল ডুবি নয়ন-সাগরে। ধ্রু।
ইহাতে কেন আমার, হৃদয় বিদরে॥
যার তাপে এত দুঃখ, ম্লান তব বিধু-মুখ,
তাহার প্রমাদে আমি, অধৈর্য্য অন্তরে॥ ২২॥

যোগিয়া অনুরাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

যোগিয়া—যোগিনী বেশে রূপসী।
পর্ব্বত উপরে আছেন বসি॥
দেওসাক অনুরাগের দারা।
সুন্দর প্রকার ধ্যানের ধারা॥
শিরে জটাজূট,—গেরুয়া বাস।
রূপে দশ দিগ করে প্রকাশ॥

বিভূতি ভূষণ—রুদ্রাক্ষ-মালা।
ভাবের সাগরে মগনা বালা॥
চারি দিগে ফণী বেড়ায় ফিরি।
খরজেতে বাদী, খরজ গিরি॥
গান্ধার-আসার যোগে জনম।
সম্পূরণ ভাবে জাতি-নিয়ম॥
মধ্যম সম্বাদী শুদ্ধেতে পাবে।
রিখভ অন্বাদী প্রকারে যাবে॥
তীয়র মধ্যম বিবাদী ভাবে
দিবাদ্য-যামার্দ্ধ সময়ে গাবে॥

সখী-উক্ত গীত।

যোগিয়া—সুরফাক্তা।

এখন যোগিনীর বেশ,—অগো কেন গো রাধে! ধ্রু॥
তখন করিলে প্রেম, বড় সাধে-সাধে॥
সে লম্পট কপটিয়া, গেল তোমারে ত্যজিয়া,
বল দেখি বিনোদিনি! কোন্ অপরাধে॥ ২৩॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

যোগিয়া—সুরফাক্তা।

অগো!—বিচ্ছেদ-যোগেতে আমি ত্যজিব প্রাণ। ধ্রু।
আর কোন রূপে—সখি! নাহি দেখি ত্রাণ॥

শ্যাম-রূপ ধ্যান ধরি, শ্যাম নাম জপ করি
এ জপে অজপা জপ, হবে সমাধান ॥ ২৭ ॥

রেখভের ধারা।

রেখভ দ্বিতীয়া অনুরাগিণীর নাম।
বসতির কারণেতে সম্পূরণ গ্রাম ॥
ধনাশ্রী-কানড়া-যোগে হৈল কলেবর।
রেখভ রাগিণী অনেকের অগোচর ॥

আশিনীর ধারা।

আশিনী তৃতীয়া,—তার ওড়ো গ্রামে বাস।
দেওগিরি-নটভয়রোঁ-যোগেতে প্রকাশ ॥
দিবসের শেষ যাম গানের সময়।
অনেকের সহিত নাহিক পরিচয় ॥

রেওয়ার ধারা

রেওয়া অনুরাগিণী চতুর্থী ওড়ো ভাগে।
গুজরীর রূপের অনেক ছটা লাগে ॥
দিবা চারি দণ্ডের সময়ে গাবে গীত।
রেওয়া অনুরাগিণী অনেকে অবিদিত ॥

কব্কীর ধারা।

কবকী পঞ্চমা বধূ, গ্রাম সম্পূরণে।
ভয়রোঁ-মালকোশ-খট—তিনের মিলনে
ঊষাকাল জানিবে সময় গাইবার।
কবকী নহেন অনেকের জ্ঞাতসার॥

ভেটিয়াল অনুরাগিণীর ধ্যান ও ধারা॥

অজয় পালের ভার্য্যা—ভেটিয়াল সতী।
পরম সুন্দরী রামা নবীন যুবতী॥
যোগিনীর মত বেশ করিলা ধারণ।
গলায় পুষ্পের মালা, গেরুয়া বসন॥
বাজাইয়া বীণ যন্ত্র করিছেন গান।
নায়কের বিলম্বেতে উপজিল মান॥
নায়ক আসিয়া পরে পদানত হয়।
তত্রাপি তাহার সঙ্গে কথা নাহি কয়॥
ললত-পরজ হৈতে হৈল কলেবর।
রিখব সুরেতে গিরি, ধৈবত তীয়র॥
মধ্যম সম্বাদী স্বর লক্ষণেতে বলি।
পঞ্চম প্রভৃতি করি অম্বাদী সকলি॥
মধ্যম তীয়র তায় বিবাদী মানিয়া।
গান করিবেন ঊষা-সময় জানিয়া॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

ভেটিয়াল—ঝাঁপতাল।

সাধিছ রাধে!—গুরু মান।
তবে বুঝি রহিল না তব মান। ধ্রু।
মানিনী হইয়া যেবা হয় মানিনী,
মান-রাহু-মুখে তার মান-শশী সমাধান॥
পরিহার-ফুলে মাখি মিনতি-চন্দন,
রসনা পূরিয়া তোমায় করিলাম অর্পণ,
অগৌরব-কূপে তাহা ত্যজিলে তুমি,
শ্রবণের দ্বারে তার নাহি লইলে ঘ্রাণ॥
আমার সাধনা তব চরণে ধরিয়া,
তুমি আছ মানের পদ সার করিয়া,
সাধনীয়া হবে কোথা মম সাধনে,
তা না হয়্যা, হল্যা রাধে! সাধিকার সমান॥২৫॥

দ্বিতীয় গীত।

ভেটিয়াল—ঝাঁপতাল।

করি শশী দরশন।
শুনি তবে কোকিল-রব এখন। ধ্রু
সদয়া না হল্যা যদি অধীন জনে,
অতএব এ প্রকারে প্রাণ করি ধারণ॥

ক্ষিতি-পত্র নখে লিখ মদনে সংবাদ,
বিশেষ করিয়া বুঝি প্রেমের বিবাদ,
ইতে সে বধে যদি তা বরঞ্চ ভাল,
দেখিতে না পারি, রাধে ! তব অধোবদন ।
মৌনেরে বসায়্যা—রাধে ! মনসি উপরে,
তুষিলে তাহারে বাক্য-দান-সমাদরে,
সে তা করিলে আহার—তবে তো আর,
শুনিতে না পাব প্রিয়ে ! সে মধুর বচন ॥ ২৬ ॥

স্থহা অনুরাগিণীর ধ্যান ও ধারা ।

স্থহা অনুরাগিণী—রমণী কালাংড়ার ।
জন্ম দিল স্থঘরাই-কানড়া-মল্লার ॥
মতান্তরে এরূপ কহেন কোন জনে ।
ভৈরব-বাগেশ্রী-মেঘ তিনের মিলনে ॥
স্থহার রূপেতে আলো করে ত্রিভুবন ।
এ কলঙ্কী চাঁদে তবে কোন্ প্রয়োজন ? ॥
লাবণ্য সদাই পূর্ণরূপে দীপ্তি পায় ।
উচিত যে কলানিধি—কুহুতে লুকায় ॥
পরিধান করি রামা অরুণ-বসন ।
নায়কের শিরে করে চামর ব্যজন ॥
নায়ক করিছে পূজা বসি যোগাসনে ।
পাদ্য-অর্ঘ্য-ধূপ-দীপ আদি সমর্পণে ॥

উত্থান পঞ্চম হৈতে, পঞ্চম সেবাদি।
নিখাদ কোমল রূপে তাহাতে সম্বাদী॥
কোমল ধৈবত গান্ধার শুদ্ধ মধ্যম।
দুই মতে তিন সুরে সম্বাদী নিয়ম॥
শুদ্ধ গান্ধার বিবাদী লক্ষণে জানায়।
গাইবেক দুই দণ্ডে প্রথম দিবায়॥

নায়ক-উক্ত গীত॥

সুহা—সওয়ারি।

একি অসম্ভব তব, যৌবন-সলিল—প্রাণ!। ধ্রু।
তৃণের সমান, ভাসিছে পাষাণ,
পাষাণের মত তৃণ,—মগন হইল প্রাণ॥
প্রেয়সি! তোমার কুচ-গিরি বলি যায়,
অনায়াসে ভাসিতেছে লাঘবের প্রায়,
তব কলেবর, কেমনি সাগর,
অধীনের মন-তৃণ,—তাহাতে ডুবিল প্রাণ॥ ২৭॥

দ্বিতীয় গীত।

সুহা—সওয়ারি।

তোমার বিপদে কেন, আমার যাতনা—প্রাণ। ধ্রু।
তুমি সে বিপদে, আছ নিরাপদে,
প্রমাদ ঘটিল মোরে, একি বিঘটনা—প্রাণ!॥

প্রিয়ে! তব স্থূলতম নিতম্ব এমন,
ইতে তুমি অনায়াসে করিছ গমন,
হেরিয়া নিতম্ব, হইলাম স্তম্ভ,
সচল মম চরণ, না হয় চালনা—প্রাণ! ॥
পুরুষে মজায় নারী ইহারি লাগিয়া,
হৃদে রাখিয়াছে বিধি—গিরি চাপাইয়া,
তাহাতে তোমার, নাহিক বিকার.
নিরক্ষিয়া হল্যো মোর,
হৃদয়ে বেদনা,—প্রাণ! ॥ ২৮ ॥

মালকৌশ রাগের ধ্যান ও ধারা ॥

মালকৌশ—মদনমোহন-রূপ যুবক।
রস-কূপ অনূপ রসিক-ভূপ ভাবক ॥
ক্ষান্ত বীর্য্যবন্ত শান্ত—মত্ত মধু-পানেতে।
অদ্বিতীয় দান্ত প্রেম-রূপ ধন-দানেতে ॥
মুকুতার হার—পরিধান নীলবসন।
মতান্তরে রিপু-মুণ্ড-মালা হৃদি-ভূষণ ॥
করধৃত কুসুম-রচিত যষ্টি শোভন।
যুবতীগণের সঙ্গে কেলি-রসে মগন ॥
রিখভ পঞ্চম বিবর্জ্জিতে ওড়ো গণনা।
অথবা পঞ্চম হীনে খাড়ো জাতি স্থাপনা ॥

গিরি বাদী খরজ সম্বাদী গান্ধার ছাঁদে।
অম্বাদী মধ্যম আর ধৈবত এ নিখাদে॥
পঞ্চম বিবাদী কোমল নিখাদ ধৈবত।
গান-বিধি যামিনীর আদ্য যাম তাবত॥

গীত।

মালকৌশ—ত্রিয়ট।

কি হেরিলাম অপরূপ যমুনার কূলে—সই! ধ্রু।
ঐ দেখ দাঁড়াইয়া কদম্বের—মূলে সই!॥
নব-জলধর শ্যাম, ত্রিভঙ্গ-ভঙ্গিমা ঠাম,
নয়ন নাহিক ফিরে, মন নাহি ভুলে সই!॥ ২৯ ॥

দ্বিতীয় গীত।

মালকৌশ—ত্রিয়ট।

অক্ষি-মন গেল গেল—চল ফিরো ঘরে যাই॥
আমি কুলবতী নারী, কুলের গৌরব চাই॥
ইতে যদি প্রাণ যায়, দুঃখ নাহি ভাবি তায়,
কুল পাছে মজে—সখি! এই বড় ভয় পাই॥ ৩০ ॥

টোড়ী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত॥

মালকৌশ-প্রিয়া টোড়ী প্রথমা।
কার সনে তার দিব উপমা॥

রূপ-উপমায় কে আছে সমা।
সহজে সে তো রূপ-মনোরমা॥
নায়কের সে অতি প্রিয়তমা।
শ্বেত-বাস,—কাঁচলি নিরুপমা॥
নানা অলঙ্কারে এমতি শোভা।
শোভা হেরি আভা হইল লোভা॥
কর্পূর-কেশরে মিশ্রিত করি।
চর্চ্চিত প্রকারে অঙ্গেতে পরি॥
একাকিনী ধনী বসি কাননে।
বাজাইছে বীণ মগন মনে॥
বীণার সুরেতে আলাপি তান।
করিতেছে অতি মধুর গান॥
গান শুনি যত হরিণীগণ।
অধৈর্য্যতা-ভাবে ডুবাল্যা মন॥
মন হারাইল আপন জ্ঞান।
জ্ঞান সনে গেল চেতন-ধ্যান॥
ধ্যানে সম্পূরণ শুদ্ধ নিয়ম।
মালকোশ-কানড়াতে জনম॥
গান্ধার নিখাদ ধৈবত সুর।
তিনে মিলি গেল কোমলপুর॥
মধ্যমের গিরি বাদী প্রয়োগ।
পঞ্চম সম্বাদী তাহাতে যোগ॥

অবশিষ্ট স্বর অস্থায়ী তায়।
দিবার প্রথম প্রহরে গায়॥

গীত।

টোড়ী—রূপক।

বাক্য-যন্ত্রে কর মন, ভৈরবের আলাপন। ধ্রু।
ভৈরবী রুদ্রাণী গায়্যা, গান কর শ্রীরমণ॥
নারায়ণী সরস্বতী, গাও দুর্গা লীলাবতী,
নারায়ণ-গান করি, অন্তে গাবে নিরঞ্জন॥ ৩১

দ্বিতীয় গীত।

টোড়ী—রূপক।

বাক্য-যন্ত্র বড় যন্ত্র, ইহাতে সকলি বলে। ধ্রু।
বীণা-যন্ত্র আদি তবে, কেন বাজায় সকলে॥
ঈশ্বরের গুণ-গানে, রসনা যথার্থ জানে,
কাল্পনিক বীণা-যন্ত্র, সে বাজে কলে-কৌশলে॥ ৩২

গৌরী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

গৌরী নাম—কিন্তু বরণ শ্যাম।
তরুণ তরুণী,—রূপের ধাম॥
রসাল মকুল শ্রবণে শোভে।
মাতিল মধুপ মধুর লোভে॥

মধূকর কোথা পাইবে মধু।
মধূ পিয়ে মালকৌশের বধূ॥
বধূ,—মধু-পানে হইল ভোর।
ভোর দেখি অলি যেমন চোর॥
চোর হয়্যা ভুলে ঝঙ্কার-গান।
গান করে গৌরী আলাপি তান॥
তান-মান-লয়—তিন মিলনে।
মিলনে অধৈর্য্য নায়ক সনে॥
শুদ্ধ সম্পূরণ খরজ গিরি।
বাদীতে খরজ গেলেন ফিরি॥
রিখভ সম্বাদী তাহার পরে।
নিখাদ রহিল তীয়র-ভরে॥
ধৈবত কেমল শুদ্ধ মধ্যম।
গান্ধারে অম্বাদী ভাব নিয়ম॥
তীয়র ধৈবত বিবাদী দুঃখে।
গান তুল্যা দিল যামিনী-মুখে॥

গীত।

গৌরী—ত্রিয়ট।

কেন সবে মাতিল, মধু পান ভ্রমর করিল,—সই! ধ্রু।
কুসুমেরা হাসিছে, হিমকর কাঁদিছে,
উচ্চস্বরে গান করে কোকিল॥

ক্ষণে পবন ঘূর্ণিত, ক্ষণে সৌরভে পূর্ণিত,
ক্ষণে ক্ষণে নাচিছে খঞ্জন।
ক্ষণে ক্ষণে রুষিয়া, ফুল-ধনু শুষিয়া,
পরাক্রম অনঙ্গ দেখাইল॥
তাতে আমার শরীর, হয়্যা বিপুল অস্থির,
ধরাতলে হইল পতিত।
অক্ষি ক্ষণে ক্ষণেক, করিছে অভিষেক,
বাহু-মূলেতে ঢালিয়া সলিল॥ ৩৩॥

খাম্বায়তী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

মালকৌশ-প্রেয়সী খাম্বায়তী।
অতি রূপবতী—যুবতী সতী॥
অরুণ-বরণ বসন-ছবি।
ছবি-দরশনে মলিন রবি॥
কনক-বরণী মধুর স্বরে।
গান করে সদা নিশি-বাসরে
আপনি মগনা আপন গানে।
গানের বিধনে প্রভাতে মানে॥
বেহাগরা-মালশ্রীতে জনম।
ধৈবতের গিরি—খাড়ো নিয়ম॥

কোকব রাগিণীর ধ্যান, ধায়া ও গীত।

কোকব সম্পূর্ণা—সুন্দরী বালা।
বালার গলায় চম্পক-মালা॥
মালা ছিন্ন-ভিন্ন বিহার-কাযে।
কেশ বেশ বাস খসাল লাজে॥
অধরে যে ছিল তাম্বুল-রাগ।
সে রাগে ঘটিল বিরাগ-ভাগ॥
পূরবী-শঙ্করাভরণ জাত।
মতান্তরে চারি রূপে বিখ্যাত॥
কেদারা-শারঙ্গ-দীপক আর।
বেলায়ল-যোগে জনম তার॥
ধৈবত স্বরেতে গিরি বিধান।
দিবা দুই যামে করিবে গান॥

নায়িকা-উক্ত গীত॥

কোকব—আড়াতেতালা।

নাথেরে আনিতে গেল্যা, আল্যা কর্য্যা ভাবান্তর। ধ্রু
বেশ-ভূষা বিপরীত,—ওলো সহচরি লো!
শ্বাস বহে নিরন্তর॥
অলকা-তিলকা কেন, ছিন্ন ভিন্ন হেরি হেন,
স্বতন্ত্র তোমার মন, বিরাগান্বিত অধর॥

বুঝি একা পায়্যা তারে, ছিলে মদন-বিহারে,
আসিয়াছ সুখভোলে, পরিয়া তার অম্বর ॥ ৩৪ ॥

ী-উক্ত গীত।

কোকব—আড়াতেতালা।

আইল না তব নাথ, করিলেক নিরাশ্বাস। ধ্রু
কহিতে আসিতে দ্রুত, ওগো রসবতি গো!
ঘন বহিছে শ্বাস ॥
সাধিতে সাধিতে যত,—অধরের রাগ গত,
চরণে লোটায়্যা হল্যো, অলকা-লতা-বিনাশ ॥
তব নাথের বসন, আনিয়াছি এ কারণ,
যাও—নাহি বল্যা মোরে, যদি কর অবিশ্বাস ॥ ৩৫ ॥

সুঘরাই রাগিণীর ধারা।

রাগিণী সুঘরাই প্রাতে যামার্দ্ধে গাই
সাহানা-বেলায়ল-যোগে।
কোমল সব সুর, খরজ বাদী সুর,
সম্বাদী ধৈবত-প্রয়োগে ॥
অম্বাদী গান্ধারেতে, জাতি সম্পূরণেতে,
কেবল এ সব লক্ষণ।
সেন রাধামোহন, করয়ে নিবেদন,
অভাব—ধ্যান-প্রকরণ ॥

গীত।

সুঘরাই—আড়াতেতালা।

মুরলীবদন মুরলী পুরিল। ধ্রু।
গৃহ-কাজ, লোক-লাজ, সকলি ঘুরিল॥
আস্যো বিনোদিনি রাই! চল গো নিকুঞ্জে যাই,
রহিতে না পারি আর, অধৈর্য্য করিল॥ ৩৬॥

গৌর-শারঙ্গ রাগিণীর ধারা ও গীত।

গৌরাতে শারঙ্গ কৈল প্রবেশ।
তাতে হৈল গৌর-শারঙ্গ বেশ॥
রিখভ চলিল বাদীর দেশ।
মধ্যম সম্বাদী শুদ্ধ বিশেষ॥
তীয়র মধ্যম সম্বাদী শেষ।
অম্বাদী হইল স্বরাবশেষ॥
বিধি মতে নাহি ধ্যানের লেশ।
তৃতীয় প্রহরে গান-আদেশ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

গৌর-শারঙ্গ—আড়াতেতালা।

সকলি চঞ্চল—সই! কহিও মাধবে,—তাঁহারি বিরহে।ধ্রু
কেবল আমার মন, লয়্যা তাঁহার শরণ,
হল্যো অচঞ্চল॥

এই দেখ করের কঙ্কণ, বাহুমূলে করিছে গমনাগমন,
বাস—বন্ধনে রহিয়া, তবু পড়িছে খসিয়া,
ধরাতে অঞ্চল ॥
স্বস্থান ত্যগিয়া এ জীবন,
ওষ্ঠের সহিতে সে করিল মিলন,
এই অভিপ্রায় তার, না যাইবে পুনর্ব্বার,
হৃদয়-অঞ্চল ॥ ৩৭ ॥

শোহিনী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত

শোহিনী—বসন ভূষণ পরি।
দাঁড়ায়্যা কপাট আশ্রয় করি ॥
নায়ক বাহিরে দাঁড়ায়্যা আছে।
এই ভয়,—কেহ দেখয়ে পাছে ॥
বাহির করিয়া বদনখানি।
ইঙ্গিতে কহিছে সঙ্কেত-বাণী ॥
নায়ক ভাবিছে,—মম প্রেয়সী।
আহা মরি!—যেন কনক-শশী ॥
ইঙ্গিতে বুঝিল,—যামিনী হবে।
হৃদয়-গগনে পাইব তবে ॥
মম অক্ষি—চকোরের সমান।
করিবে লাবণ্য-পীযুষ পান ॥

ভয়রোঁ-মালকোশ-যোগে জনম।
পঞ্চম বর্জ্জিতে খাড়ো নিয়ম॥
অথবা পঞ্চম রিখভদ্বয়।
বর্জ্জিত করিয়া ওড়োতে কয়॥
গান্ধার সম্বাদী, খরজ বাদী।
অবশিষ্ট চারি স্বর অম্বাদী॥
দ্বিতীয় প্রহর যামিনী-গতে।
করিবেন গান বিধান-মতে॥

গীত।

শোহিনী—আড়াঠেতালা।

তুমি দিবসে যে আস্যো—শ্যাম!
লোকে পাছে জানে। ধ্রু।
এই করো্যা—লুকাইয়া, আস্যো রাত্রিমানে হে॥
বল কি হবে এখন, চারি দিগে গুরু-জন,
গোপন করি তোমারে, রাখি কোন্ খানে॥ ৩৮॥

মালকৌশ রাগের পুত্রগণের ধারা।

গান্ধার অনুরাগের ধারা ও গীত।

মালকৌশ রাগের প্রথম পুত্র যিনি।
গান্ধার তাঁহার নাম—সম্পূরণ তিনি॥

টোড়ী-ধনাশ্রী-সিন্ধবী,—তিনেতে জনম।
প্রভাত সময়ে তাঁর গানের নিয়ম॥
প্রথমের দুই সুর কোমল করিবে।
অবশিষ্ট সব সুর তীয়রে ধরিবে॥
মধ্যম বাদী রিখভ সম্বাদী অম্বাদী।
ধৈবত তীয়র তায় হইবে বিবাদী॥

গীত।

গান্ধার—একতালা।

প্রাণনাথে-নিশিনাথে—সই! সমান যে গণিলে। ধ্রু
কার কিবা গুণাগুণ—সই! কিসে কি বুঝিলে॥
শশি-দরশন-ছলে, বিচ্ছেদ-সাগর উথলে,
স্রোত বহে নয়ন-যুগলে;—
সে সিন্ধু শুকায়—শ্যামে, বারেক হেরিলে॥ ৩৯॥

ছায়ানটের ধারা ও গীত।

ছায়া-নট দ্বিতীয় সন্তান—সম্পূরণ।
ছায়া আর নট-যোগে শরীর-ধারণ॥
রিখভ তীয়র, পরে মধ্যম তীয়র।
পুনঃ সে মধ্যম করে কোমলেতে ভর
গানের সময় এই বুঝিবে বিধান।
চারি দণ্ড নিশি পরে করিবেন গান॥

ছায়া-নট—আড়াতেতালা।

অধরে যে অঞ্জন,—হে মনোরঞ্জন! ধ্রু।
মম সুখ-তরু-শাখা,—প্রাণনাথ!
কে করিলেক ভঞ্জন॥
সু-রঙ্গ সুপরিমল, সুমধুর বিম্ব-ফল,
খাইল মধুর তারে, কার নয়ন-খঞ্জন॥ ৪০॥

শুদ্ধ-নট অনুরাগের ধারা।

তৃতীয় সন্তান শুদ্ধ-নট—সম্পূরণ।
শুদ্ধ আর নট মিলি করিলা সৃজন॥
রজনীর প্রথম প্রহরে গাবে গীত।
শ্রীরাধামোহন সেন-দাস-বিরচিত॥

কেদার-নটের ধারা।

চতুর্থ সন্তান কেদার-নট।
কেদারে নটেতে জন্মিল ঘট॥
নিশির প্রথম প্রহরে গাবে।
খ্যাত সম্পূরণ—জাতি-স্বভাবে॥

শারঙ্গ-নটের ধারা।

পঞ্চম সন্তান—শারঙ্গ-নট।
সমস্ত দিবস গানের কট॥

ওড়ো-কুলোদ্ভব লক্ষণে কয়।
শারঙ্গ-নটেতে জনম হয়॥

গৌর-নটের ধারা।

ষষ্ঠে গৌর-নট লক্ষণে পাবে।
দিবার তৃতীয় প্রহরে গাবে॥
গৌরেতে নটেতে মিলন করি।
জাতি সম্পূরণ কুলেতে ধরি॥

পাথারের ধারা।

সপ্তম সন্তান পাথার নাম।
গান-বিধি—দিবা প্রথম যাম॥
লক্ষণ-প্রমাণে ওড়ো নিয়ম।
টৌড়ী আর বঙ্গালীতে জনম॥

কোশকের ধারা।

গান্ধারের জায়া—কোশক-নামা।
ওড়ো গ্রামে বাস করয়ে রামা॥
অজয়পালেতে পূরিয়া যোগ।
সমস্ত দিবস গানের ভোগ॥

মাজের ধারা।

মাজ নামে ছায়া-নটের দারা।
পাঁচ সুর—ওড়ো জাতীয় ধারা॥
দেশকার আর পূরবী তথা।
গৌরী—এই তিনে রূপের কথা॥
দিবসের দুই প্রহর পরে।
গানের সময় বিধান করে॥

লীলাবতীর ধারা।

লীলাবতী—শুদ্ধ-নটের জায়া।
দেশকার আর জেসাতে কায়া॥
প্রথম প্রহর গানেরে দিয়া।
সম্পূরণ গ্রামে রহিলা গিয়া॥

শ্যাম-পূরবীর ধারা।

কেদার-নটের নারী এ শ্যাম-পুরবী।
শ্যাম আর কল্যাণ—দুয়ের রূপ-ছবি॥
সপ্ত সুর অনুরোধে সম্পূর্ণ বিধান॥
প্রদোষ-সময় পরে করিবেক গান॥

বাগেশ্রীর ধারা।

শারঙ্গ-নটের ভার্য্যা—বাগেশ্রী সুন্দরী।
তোফতুল-হেন্দ মতে বলে বাগেশ্বরী॥

দুই নাম মধ্যে বাগেশ্বরী নাম খ্যাত।
ধারা আর গীত দুই কহিব পশ্চাত॥
ইমন, ধনাশ্রী আর কানড়া—মিলনে।
জনম লইলা রামা, জাতি সম্পূরণে॥
সমস্ত দিবসেতে গানের প্রকরণ।
খরজ কোমল—মালকৌশের যেমন॥
খরজের গিরি বাদী মধ্যমে জানায়।
অবশিষ্ট সব সুর অম্বাদী মানায়॥
গান্ধারের তীয়র বিবাদী রিপু-রূপে।
কোনরূপে সে রূপ না লাগে যেন রূপে॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

রাগেশ্রী—আড়াতেতালা।

দুঃখের আকার—হরি হে! করিব সৃজন। ধ্রু
না হল্যা সাকার-ময়, ধ্যানে বৈলক্ষণ্য হয়,
বিচলিত মন॥
ভাবনা-আকাশ—নয়ন-জল,
ধৈর্য্যতা-ধরণী—মনের অনল,
সঘন-শ্বাস-মারুত, এই পঞ্চে—পঞ্চভূত,
করিয়া স্থাপন॥ ৪১॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

বাগেশ্রী—আড়াতেতালা।

স্থখের শরীর—সঞ্চরে, মিলনে তোমার। ধ্রু।
শব্দ-স্পর্শ-রস-রূপ, সৌরভ—এ পঞ্চ রূপ,
পঞ্চভূত তার॥
তব স্থবাক্যের মধুর ধ্বনি,
তাহাতে—প্রেয়সি! আকাশ গণি,
কুচ-ধরাধরোপরে, ধরণীর ধ্যান ধরে,—
হৃদয় আমার॥
তব রসনার—সরস জল,
রূপের কিরণ-রূপ অনল,
সমীরণ অনুভব, অঙ্গের সৌরভ,
বহে অনিবার॥ ৪২॥

বেলায়লীর ধারা।

ষষ্ঠে অনুরাগিণী যুবতী বেলায়লী।
লক্ষণের দ্বারে—জাতি সম্পূরণ বলি॥
বেলায়ল-শারঙ্গ-কোশকে জন্ম তার।
সমস্ত দিবস বিধি গান করিবার॥

দেশকলীর ধারা।

দেশকলী অনুরাগিণী যেই।
দেশী-রামকলী-যোগেতে সেই ॥
শিশির ঋতুতে এই বিধান।
সমস্ত দিবস করিবে গান ॥

হিণ্ডোল রাগের ধ্যান, ধারা ও গীত।

ব্রহ্মার নাভি-সরোরুহ যথা।
জনমিলা রাগ—হিণ্ডোল তথা ॥
জিনি—হরিতাল—রূপের কূপ।
অভিনব ভাবে—যুবক-ভূপ ॥
মধুর স্বরেতে আলাপি তান।
যন্ত্র বাজাইয়া করিছে গান ॥
অঙ্গ স্পর্শ করি অত্যন্ত কাছে।
নায়িকা সম্মুখে দাঁড়ায়্যা আছে ॥
মতান্তরে—এই রাগ হিণ্ডোল।
উপবনে করে কুসুম-দোল ॥
দোলায় তুলিছে মনোমোহন।
চারি দিগে বেড়ি যুবতীগণ ॥
কেহ বাজাইছে রবাব যন্ত্র।
কেহ মিলাইছে বীণার তন্ত্র ॥

কেহ বাজাইছে জল-তরঙ্গ।
কেহ বাজায় মধুর মৃদঙ্গ ॥
কেহ আলাপয়ে মধুর তান।
কেহ বা করয়ে মধুর গান ॥
কেহ প্রেম-মদে হয়্যা বিভোলা।
ধীরে ধীরে ধীরে দিতেছে দোলা ॥
খ্যাত ওড়ো, কিন্তু খাড়ো স্বভাবে।
বসন্ত-ঋতুর দিনান্তে গাবে ॥
লীলাবতীতে ললত—ভৈরব।
তিনের মিলনে রূপ-সম্ভব ॥
গিরির কারণ খরজ আদি।
পঞ্চম বর্জ্জিত খরজ বাদী ॥
গান্ধার সম্বাদী ভাবেতে যায়।
অবশিষ্ট স্বর অন্বাদী তায় ॥
শুদ্ধাচারী,—স্বর মধ্যম জানি।
পুনঃ সে মধ্যমে তীয়র মানি ॥
যদ্যপি রিখভ তীয়র হয়।
বিবাদী রূপেতে করয়ে লয় ॥

গীত ॥

হিণ্ডোল—ঝাঁপতাল।

হৃদি-কমল-হিন্দোলে দোলে যদুপতি। ধ্রু।
ললিত ত্রিভঙ্গ-ঠামে, বামেতে শ্রীমতী ॥

ধ্যান-ডোর-বেড়ি দিয়া, ভক্তি-স্তম্ভেতে বাঁধিয়া,
ধীরে ধীরে দোলাইছে, রতি আর মতি ॥ ৮৩ ॥

ললত রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

ললত—প্রথমা হিণ্ডোল-প্রিয়া।
আচরিলা বাস-সজ্জার ক্রিয়া ॥
নানা অভরণ ভূষণ করে।
অতি মনোহর বসন পরে ॥
বিনাইয়া কেশ বনায় বেণী।
বেণীগণ—যেন নাগিনী শ্রেণী ॥
পরম সুন্দরী ক্ষীণাঙ্গী বালা।
কনক-বরণী—অক্ষি বিশালা ॥
বিবিধ কুসুমে গাঁথিয়া হার।
দিল সহচরী গলায় তার ॥
নাভি-সরোবর—মাজা সুক্ষীণ।
নিতম্বের দেশ পরম পীন ॥
সম্পূরণ ভাবে সালঙ্ক জাতি।
অধিক লাগয়ে বসন্ত-ভাতি ॥
গিরি আর বাদী ধৈবত বাসে।
পঞ্চম অন্বাদী—বাদীর পাশে ॥
মধ্যম সুরের শুদ্ধ বিচার।
পুনঃ মধ্যমের তীয়র-ভার ॥

তীয়র রিখভ বিবাদী ভাবে।
রজনী-প্রভাত-সময়ে গাবে॥

গীত।

ললত—ধিমা-তেতালা।

সহে না প্রাণে আর,—রিপুর অহঙ্কার। ধ্রু।
মুহুর্মুহু—মনসিজ—প্রাণসখি! করিছে ধনু-টঙ্কার॥
ফুল করে উপহাস, কহিয়া সৌরভ-ভাষ,
পাইয়া সহায়-বল, মধুকরের ঝঙ্কার॥
এখন না আল্যা হরি, এ বিপদে কিসে তরি,
অই শুন ঘন ঘন, কোকিল ছাড়ে হুঙ্কার॥ ৪৪॥

বেলায়ল রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

রাগ হিণ্ডোলের দ্বিতীয়া কামিনী।
নাম—বিখ্যাত বেলায়ল রাগিণী॥
নীলবর্ণা বালা—মুখ চন্দ্র-ছটা।
যেন কুন্তল নির্ভর অভ্র-ঘটা॥
নানা পুষ্প-অলঙ্কারে অঙ্গ-শোভা।
মকরন্দ-আশে অলিবৃন্দ লোভা॥
পরিধান করে রামা রক্তবাস।
হেম-চম্পকে কঙ্কণ সুপ্রকাশ॥

ফুল—কুন্দ সু-রঙ্গণে শঙ্খ-পাটি।
ভুজবন্ধ-বিবন্ধনে—রক্ত-ঝাটি॥
ফুল-গন্ধ-ফলীকৃত চম্প-কলি।
কলিমল্লি ভুজান্তরে মুক্তাবলি।
সিত-কাঞ্চন কল্পিত—কর্ণফুলে।
শশিকান্ত-মণি যেন কর্ণমূলে॥
নবমল্লিকা-রঞ্জিত কণ্ঠমালা।
স্তন-মণ্ডল মধ্যে করে উজালা॥
যূথি-পুষ্প-সিতি—কি সীমন্ত-কোলে।
অতি ক্ষুদ্র কলি নাসিকাগ্রে দোলে॥
যুতবক্র যুগ—বকপুষ্প-ছদে।
মধুর ধ্বনি-গুঞ্জন মঞ্জু পদে॥
পতি-বিচ্ছেদ-বহ্নি-তাপ-প্রভাব;
তাতে পুষ্প-অলঙ্কার শুষ্ক-ভাব॥
জাতি সম্পূরণের সালঙ্ক-মানে।
কানড়া রাগিণীর প্রভাকে টানে॥
ভূপালী যোগ—ভয়রোঁ রাগের সনে।
আর দেবগিরি রাগিণী-মিলনে॥
সুর গান্ধারেতে গিরি বাদী হবে।
তাতে ধৈবত সম্বাদী যোগ রবে॥
অবশিষ্ট সুরানুবাদী ভাব ধরে।
পরে মধ্যম সংযোগ শুদ্ধ ঘরে॥

চারি দণ্ড দিবা পরে গানাচারে।
কবি সেন—বিধান প্রদান করে॥

সখী-উক্ত গীত।

বেলায়ল—আড়াতেতালা।

বিরহিণী হয়্যা কর, পবনের আরাধনা। ধ্রু।
ভজ রিপুর সখারে, এ আর কোন সাধনা॥
সহজে বিরহ হন, প্রজ্বলিত হুতাশন,
আর যে প্রবল হবে, বুঝি রাধে—তা জান না!
আমি যা বলি তা কর, প্রবোধ-সলিল স্মর,
নিবিবে বিরহানল, ঘুচিবে দাহ-যাতনা॥ ৪৫॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

বেলায়ল—আড়াতেতালা।

বিরহ-অনলে তনু, হল্যো তো ভস্মের রাশি। ধ্রু।
তাই আরাধনা-রূপে, সমীরণেরে সম্ভাসি॥
এ রূপে মরি মরিব!—তবু মাধবে পাইব,
সে তো কোন মতে সখি! সদয় হল্যো না আসি॥
যদি বায়ু—সখা হয়্যা, এ ভস্ম কিঞ্চিত লয়্যা,
দেয় শ্যামের শরীরে, এই মন-অভিলাষী॥ ৪৬॥

পটমঞ্জরীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

তৃতীয়া রাগিণী পটমঞ্জরী রূপসী।
পরম সুন্দরী বালা—হিণ্ডোল-প্রেয়সী॥
দেখিয়া রূপের ছটা—স্বর্ণ অভিমানে।
অনলে পুড়িয়া তনু মাজিল রসানে॥
তথাপি রূপের কাছে হৈল অধোগামী।
রতির ভরমে কাম হইলেন কামী॥
বিনাইয়া বিনোদিনী বান্ধিলেন কেশ।
বসন-ভূষণ পরি, করিলেন বেশ॥
নায়কের বিলম্বেতে মন উচ্চাটন।
গৃহ মধ্যে বসি করে পথ নিরীক্ষণ॥
গান্ধার ভৈরব আর বিরারীর সনে।
আসায়রী-যোগে জন্ম, জাতি সম্পূরণে॥
বাদী গিরি খরজ কোমল ছয় স্বর।
দিবামান-ক্ষেত্রে হৈল গানের অঙ্কুর॥

গীত।

পটমঞ্জরী—আড়াতেতালা।

আজু কেন গো রাধে!—চঞ্চল মন। ধ্রু।
হরিষেতে অন্য দিন কহিতে বচন॥
উর্দ্ধকণ্ঠ ক্ষণে ক্ষণে, আছ পথ-নিরীক্ষণে,
প্রহরী করিয়া যেন, রাখ্যাছ নয়ন॥

নাসিকা-বদনে অতি, সদাগতি সদাগতি,
বিনা শ্রমে শ্রম-নীর, কর উপার্জ্জন ॥ ৪৭ ॥

পূরবী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

শোভিত উষ্ণীষ—পূরবী-শিরে।
পীতবর্ণ সন্নহন শরীরে ॥
যেখানে সাজয়ে যে অভরণ।
সেইখানে করে সেই ভুষণ ॥
বেশ-ভূষা করি নায়ক-সনে।
প্রবেশ করিলা নিবিড় বনে ॥
বনের বিশেষ কহিব কিবা।
সুগন্ধে আমোদিত নিশি-দিবা ॥
নানা জাতি তরু,—বিবিধ লতা ॥
ফুলে বিকশিত—ফলে নম্রতা ॥
মৃদুগতি—অতি শীতল ঘন।
সৌরভ-গৌরবে বহে পবন ॥
বিহঙ্গমগণ করিছে গান।
ললিত মধুর—তার বিধান ॥
এরূপ দেখিয়া কানন-শোভা।
হইল দোঁহার মানস লোভা ॥
দোঁহাকার বাহু দোঁহার গলে।
বসিলা দুজনে তরুর তলে ॥

গৌরী-গুজ্জরীতে করিয়া যোগ
তাতে সঙ্কীরণ-বর্ণ-প্রয়োগ ॥
সম্পূরণ জাতি লক্ষণে পাবে।
দিবসের শেষ প্রহরে গাবে ॥
মধ্যম সম্বাদী, গান্ধার বাদী।
পঞ্চমাদি পঞ্চ স্বর অম্বাদী ॥
নিখাদ ধৈবত তীয়রে যাবে।
মধ্যম কোমল তীয়র ভাবে ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

পূরবী—একতাল।

হৃদয়-কাননে—শ্যাম! ভ্রমে কেমনে—সই!। ধ্রু ।
সুধায়ো মাধবে সখি! অতি গোপনে ॥
তাতে মন—শিলাময়, বিরহ-কণ্টক-চয়,—
লাগে নাহি কি সজনি! শ্যাম-চরণে ॥
যে ছিল নয়ন-বাসে, সে গেল বন-নিবাসে,
আসিবে হৃদয় ত্যজি, কবে নয়নে ॥ ৪৮ ॥

পূরিয়া রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

পূরিয়া রাগিণী—শ্যাম রূপের সাগরি
কপিশ কাঁচুলি আর বিষদ ঘাগরি ॥
নায়ক নাগর, তায় আপনি নাগরী।
নবীন যুবতী সতী—রসের গাগরি ॥

সঙ্কেত-কুসুমোদ্যান অতি মনোরম্য।
এমতি বিরল স্থান অন্যের অগম্য॥
মল্লিকা মালতী আদি পুষ্প বিকশিত।
মন্দ মন্দ সমীরণে গন্ধে আমোদিত॥
যে অলি প্রফুল্ল ফুলে করে মধুপান।
সে তখন সুখ-ভোলে নাহি করে গান॥
যে ভ্রমর নব-অনুরাগে কলিকায়।
সে করে ঝঙ্কার—গুণগুণ গান গায়॥
কোকিলের কলধ্বনি করিলে শ্রবণ।
সুখ-বৃদ্ধি যোগীর,—বিয়োগীর মরণ॥
সেই খানে নায়কের সহিত মিলন।
মধুপানে মত্ততায় মাতিল দুজন॥
সম্পূরণ রসপাল ঢোল দুই আদি।
গিরি বাদী, রিখভ গান্ধারেতে সম্বাদী॥
ধৈবতাদি সব সুরে অম্বাদী লক্ষণ।
মধ্যম তীয়র তায় করিবে মিলন॥
মধ্যম ব্যতীত সব সুর শুদ্ধ ভাবে।
দিবসের শেষের প্রহরে গীত গাবে॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

পূরিয়া—আড়াতেতালা।

কোথা আনিলে—সই! এ যে দেখি কুসুম-কানন। ধ্রু

নানা জাতি ফুল, প্রফুল্ল মুকুল,

সৌরভে বিপুল, আকুল করিলে॥

বিরহ-যাতনা মোর, দেখিয়া বিষম,—সই!

মাধবেরে দেখাইবে করিলা নিয়ম,

কোথা সে আগুন, করিবে অ-গুণ,

তা না কর‍্যা পুন, দ্বিগুণ জ্বালিলে॥ ৪৯॥

সখী-উক্ত গীত।

পুরিয়া—আড়াতেতালা।

এ নহে কুসুম-কানন—সই! ইনি নারায়ণ। ধ্রু

রোদনের শ্রম, তাহে দুঃখ-ভ্রম,

তাই অন্য ক্রম,—কর দরশন॥

কনক-চম্পক-দাম তনুর বরণ,

অঙ্গুলি-কলিকা হেন লয় তব মন,

দেখ যে সকল, বিকচ কমল,

সে অক্ষি-যুগল, সুচারু বদন॥

নখর-দশনে,—বুঝি, কুন্দ জ্ঞান কর,

নাসিকা যে তিল ফুল—বাঁধুলি অধর,

চাঞ্চল্য হরিয়া, ধৈর্য্যতা ধরিয়া,

দেখ নিরক্ষিয়া, কেন উনমন॥ ৫০॥

ত্রিয়ণ রাগিণীর ধারা ও গীত।

ত্রিয়ণ রাগিণী স্বাভাবিক সম্পূরণ।
মতান্তরে ওড়ো জাতি,—কহে কোনো জন॥
জন্ম দেশকার-গৌরী-ললত-প্রভাবে।
রিখভ কোমল গিরি বাদী তিন ভাবে॥
অবধান কর পরে করি নিবেদন।
পঞ্চম সম্বাদী হবে বাদীতে মিলন॥
অন্বাদী গান্ধার আর ধৈবত নিখাদ।
কিন্তু তিনে শুনাইবে তীয়র সংবাদ॥
বিবেচনা-মতে এই গানের বিহিত।
দিবসের তৃতীয় প্রহরে গাবে গীত॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

ত্রিয়ণ—ধিমা-তেতালা।

তুমি দুঃখ দেহ—তাহে, দুঃখ নহে নিয়ত। ধু।
তোমাকে নিদয় বলে,—শ্যাম হে!
এ দুঃখ অবিরত॥
হয়্যাছে গোপীগণের জিহ্বা—শরাসন,
তাতে শর-সম তব কুযশো-বচন,—হে শ্যাম!
সতত সন্ধান করে শ্রবণে,—প্রাণে,—হে!
প্রাণে—তা সবে কত॥ ৫১॥

দেওগিরি রাগিণীর ধারা ও গীত।

সপ্তমেতে দেওগিরি রূপের লক্ষণ।
কল্যাণে-বেহাগে জন্ম—জাতি সম্পূরণ॥
অথবা শারঙ্গ আর পূরবী—ঘটন।
ধৈবত বাদী, গান্ধার সম্বাদী মিলন॥
অবশিষ্ট সব স্বর অম্বাদীর ভাবে।
প্রথম প্রহর পরে চারি দণ্ড গাবে॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

দেওগিরি—আড়াতেতালা।

মরিলে—শ্যামেরে যেন, সই! পাই তা করিও। ধ্রু।
পঞ্চ ভূত স্থানে স্থানে, বলি যেখানে যেখানে,
মিশায়্যা রাখিও॥
যে সলিলেতে—দেখিবে, মাধব কেলি করিবে,
এ সলিল—সে সলিলে প্রদান করিও॥
যে পথে গমন তার, পৃথিবী-ভাগ আমার,
তথা মিলাইও॥
যদি সে আমার তরে, হৃদে করাঘাত করে,
তখনি আকাশ রাখ্যো হৃদয়-উপরে,—
চামরে রাখ্যো পবন, তেজ-ভাগ দু'নয়ন,
মুকুরে সঁপিও॥ ৫২॥

সাহানা অনুরাগের ধারা।

সাহানা প্রথম পুত্র—জাতি সম্পূরণে।
মল্লার, কানড়া আর বাগেশ্রী—মিলনে॥
যামিনীর প্রথম প্রহর গত হয়।
তখনি জানিবে এই গানের সময়॥

মনধ্যানের ধারা।

মনধ্যান,—হিন্দোলের দ্বিতীয় তনয়।
মনধামন বলিয়া গায়কেরা কয়॥
গৌরী আর জয়েতশ্রী যোগেতে জনম।
রজনীর শেষ যামে গানের নিয়ম॥

মালোয়া অনরাগের ধারা ও গীত।

মালোয়া তৃতীয় পুত্র—খাড়ো কুলে পাবে
পঞ্চম বর্জ্জিত, আদ্য যাম পরে গাবে॥
দেশকার-পূরবী মিলিয়া জন্ম দিল।
ধৈবত বাদী, গান্ধার সম্বাদী মিলিল॥
রিখভে অম্বাদী ভাবে টানিয়া লইবে।
পুনঃ এই তিন স্বর তীয়র হইবে॥

গীত।

মালোয়া—একতালা।

তবে কে আপন হইবে,—আপনারি যে—সেই পরের। ধ্রু।
মন ত্যজিল মমতা,—সই! এ কলেবরের॥
শ্যাম-অঙ্গেরি সুগন্ধ, নাসিকা রাখে সম্বন্ধ,
রসনা অমৃত-আশী,—শ্যাম-অধরের।
সে বাক্য বিনা—শ্রবণ, না করে অন্য শ্রবণ,
আধেয় শ্যামের রূপ,—অক্ষি-আধারের॥ ৫৩॥

কানর-গৌরের ধারা।

চতুর্থ কানর-গৌর,—হিণ্ডোল-নন্দন।
সঙ্কীরণ সম্পূরণ—এ দুই লক্ষণ॥
কানড়া-গৌরের যোগে আকার পাইবে।
নিশিতে যখন বাঞ্ছা, তখনি গাইবে॥

কল্যাণের ধারা ও গীত।

কল্যাণ,—পঞ্চম পুত্র, সম্পূরণে গতি।
ধনাশ্রী-জয়েতশ্রীতে রূপের সঙ্গতি॥
বাদী গিরি গান্ধারেতে রিখভ সম্বাদী।
আর যত স্বর তারা তাবৎ অন্বাদী॥
খরজ পঞ্চম এই দ্বিস্বর ব্যতীত।
আর পাঁচ স্বর তীয়রেতে উপনীত॥

রজনীর প্রথম প্রহরে গাবে গীত।
এই অনুরাগের জানিবে এই রীত॥

গীত।

কল্যাণ—আড়াতেতালা।

রাধে! তোমার বাক্য-প্রাণে, বিবাদ হইল কেমনে। ধ্রু।
কভু দরশন কভু আলাপন, হয় না উভয়ের সনে॥
বাক্য বসতি করে কণ্ঠ-ষোড়শ-দলে,
প্রাণের বিরাজ—প্রিয়ে! হৃদয়-কমলে,
গমনাগমন, কাহার কখন, নাহিক কাহার সদনে॥ ৫৪॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

কল্যাণ—আড়াতেতালা।

শ্যাম! বিবাদ,—বাক্য-প্রাণে,—
হইল তোমার গমনে। ধ্রু।
বিবাদ-ভঞ্জন, না করিয়া মন,—
সেহ মাতিল সেই সনে॥
যেই,—যাই বাক্য বলিলে,—হে নীলমণি
শুনি প্রাণ কণ্ঠাগত হইল অমনি,
ছিল একা একা, হইতো না দেখা,
প্রমাদ ঘটিল ঘটনে॥ ৫৫॥

শুদ্ধ অনুরাগের ধারা।

শুদ্ধ নামে অনুরাগ, জাতি সম্পূরণ।
বঙ্গালে ভটের যোগে রূপের কারণ॥
গানের সময়ে এই বিধান পাইবে।
দিবসে যখনি ইচ্ছা, তখনি গাইবে॥

বেহাগরার ধারা ও গীত।

বেহাগরা—সপ্তম সন্তান হিন্দোলের।
কেহ বলে, বেহাগড়া নামে এই ফের॥
তীয়র মধ্যম স্বর হইবে যখন।
বেহাগ বলিয়া নাম পাইবে তখন॥
জাতি-কুল সব সম্পূরণ বিদ্যমানে।
পঞ্চম হইল বাদী লক্ষণ-প্রমাণে॥
গান্ধার সম্বাদী সে বাদীর অনুগত।
আর পাঁচ স্বর তারা অন্বাদী তাবত॥
গান্ধার রিখভ আর ধৈবত নিখাদ।
চারি স্বরে জানাইবে তীয়র-সংবাদ।
তীয়র কোমল দুই মধ্যমে ঘটাবে।
যামিনীর দ্বিতীয় প্রহরে গীত গাবে॥

গীত।

বেহাগরা—আড়াতেতালা।

কে জানে কেমনি তব,—রাধে! আশ্রয়ের গুণ। ধ্রু।
নাশক হইল সখা, এ এক দারুণ॥
অরুণাক্ষি চন্দ্রানন, তাহে কোপ-হুতাশন,
তথাচ বিষাদ-তম, বহিছে দ্বিগুণ॥
আমারে তে একজন, আশ্রিত-গণনে গণ,
তবে কেন মম প্রাণে, দহে কোপাগুন॥ ৫৬॥

বসন্তীর ধারা।

সাহানার—এইতো বসন্তী প্রিয়তমা।
পরম রূপসী,—রূপে নাহিক উপমা॥
বসন্ত, হিন্দোল আর জয়েতীর যোগ।
গানের ছলেতে করে দিবারাত্রি ভোগ॥

বাহারের ধারা॥

বাহার দ্বিতীয়া বধূ,—সম্পূরণ অঙ্গ।
মালকৌশ-হিন্দোল-বসন্ত-যোগে অঙ্গ॥
মধ্যম সেবাদি, শুদ্ধ পঞ্চম সম্বাদী।
আর পাঁচ স্বর মিলি হইল অম্বাদী॥
গান্ধার নিখাদ আর ধৈবত কোমল।
বসন্ত ঋতুতে সদা গানের কৌশল॥

গীত।

আড়াতেতালা।

তোমার শ্রীমতী—ভস্মরাশি হইল হইল। ধ্রু।
ঋতু,—মদন,—বিচ্ছেদ,—সমীরণ,—শশী,—
এই পাঁচে মিলি দহিল॥
এ ঋতু সে শ্রীমতীর মনে কুণ্ড নিরমিল,
মনমথ—শর-তৃণ দিয়া তাহা সাজাইল,
বিচ্ছেদ—আপন মত সময় পাইয়া,—
বিরহ-অনল জ্বালিল॥
সখা-ভাবে পাবকে—পবনে আলিঙ্গন দিল,
তাহাতে তারো আর দ্বিগুণ গৌবব বাড়িল
প্রজ্বলিত করিবারে অনিবারে তায়,—
শশী,—সুধা-ঘৃত ঢালিল॥ ৫৭॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

আড়াতেতালা।

তা হইলে, আমিও হইতাম দাহন।
শ্রীমতী—অনলে যদি ত্যজিত জীবন। ধ্রু।
চাতুরি করিয়া,—সখি! কহিলে কেমনে,
রসবতী হইল নিধন॥

যেমন আধারে,—সখি ! আধেয় রাখিলে সাজে,
তেমনি আমারে সে রাখিয়াছে হৃদয়-মাজে,
এই তার নিদর্শন,—পুরী-দাহ হল্যা,
বাঁচে কি সে পুরবাসী জন ॥
অন্তরে অন্তর হয়,—চির দিনান্তর হল্যা,
অতএব দহিলে না—যদি বল ইহা বল্যা,
তবে কেন সেই জনে এই যে অন্তরে,—
করিতেছি সদা দরশন ॥ ৫৮ ॥

জয়েতীর ধারা।

জয়েতী অনুরাগিণী,—মালোয়া-যুবতী।
খাড়ো নামে গ্রাম,—তাতে করেন বসতি ॥
গৌরী আর জয়েতশ্রী যোগেতে শরীর।
দ্বিতীয় প্রহর পরে গাইবে সুধীর ॥

ললত-পঞ্চমের ধারা।

কানর-গৌরের ভার্য্যা—ললত-পঞ্চম।
সম্পূরণ প্রকারেতে জাতির নিয়ম ॥
ললত, পঞ্চম—দুয়ে শরীর রচিত।
যামিনীর শেষ-ভাগে গাইবেন গীত ॥

ইমনের ধারা।

পুত্রবধূ ইমন,—সে কল্যাণের জায়া।
সম্পূরণ,—রেওয়া-বেলায়লী-যোগে কায়া॥
মতান্তরে বেলায়লে কল্যাণের যোগ।
বাদী গিরি, দুয়েরে গান্ধার করে ভোগ॥
মধ্যম তীয়র, তার সম্বাদী অমাত্য।
পঞ্চমের নিখাদের অম্বাদী মাহাত্ম্য॥
রিখভ ধৈবত করে তীয়রে পয়াণ।
রজনীর প্রথম প্রহরে গাবে গান॥

গীত।

সরলতা-ভাব,—স্বভাব-অভাব॥ ধ্রু।
শ্যাম যে কঠিন,—কি ভাবে কর অনুভাব॥
সবার প্রতি সবার,—নহে সম-ব্যবহার,
তুমি শ্যামে ভাব যে ভাব,—
অন্যে কি তা ভাব॥
পুরুষ করে শঠতা, নারী করে কপটতা,
তবে যে সরল হয়—সে, পীরিতি-প্রভাব॥ ৫৯॥

পরমানন্দের ধারা।

শুদ্ধের জায়া—পরমানন্দ—সম্পূরণ।
সমস্ত দিবসে বিধি গান-প্রকরণ॥

শারঙ্গেতে বেলায়ল মিশ্রিত হইবে।
তবেতো রূপের ছটা প্রকাশ পাইবে॥

রূপশ্রীর ধারা।

রূপশ্রী নামেতে—বেহাগরার যুবতী।
শ্রীবসন্তে জন্ম,—সম্পূরণেতে বসতি॥
চারি দণ্ড অবশেষ রজনী থাকিবে।
এই অনুরাগিণীকে তখন গাইবে॥

দীপক রাগের ধ্যান।

দীপকের জন্ম হৈল তপনের চক্ষে।
সম্পূরণ,—কিন্তু বিধি নাহি গান-পক্ষে॥
তাঁর পরিবর্ত্তে আছে এমতি বিধান।
গাইবে নটেরে—তিনি প্রধান সন্তান॥
পরে পাবে নট-অনুরাগের লক্ষণ।
দীপক রাগের ধ্যান করি নিবেদন॥
পরম যুবক,—পরিধান রক্তবাস।
গজ-মুকুতার মালা হৃদয়ে প্রকাশ॥
তরুণ-তরুণীগণ সহ রসরঙ্গে।
আরোহণ করি এক প্রমত্ত মাতঙ্গে॥
যামিনীতে ভ্রমণ—পর্ব্বত-সন্নিধানে।
সদাই আপনি মগ্ন আপনার গানে॥

গানের প্রভাবে মূর্ত্তিমান হুতাশন।
হুতাশনে পুড়ে পর্ব্বতের তরুগণ॥
হু হু শব্দে জ্বলে অগ্নি দাবানল-প্রায়।
ভ্রমণে সুগম পথ আলো করে তায়॥

দেশী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

দেশী নামে—দীপকের প্রথমা রাগিণী।
রূপেতে এমন—যেন কামের কামিনী॥
পালাশ-বরণ বাস পরিধান করি।
মণিময় অলঙ্কার অঙ্গে অঙ্গে পরি॥
রতিপতি-অনুরোধে লজ্জাকে ত্যাগিয়া।
রতিদান চাহিছেন পতি-কাছে গিয়া॥
টৌড়ী-খট-যোগে জন্ম, জাতি সম্পূরণ।
বাদী মধ্যম সম্বাদী পঞ্চম মিলন॥
নিবেদন করি পরে কর অবধান।
অস্বাদী গান্ধার স্বর তাহাতে বিধান॥
রিখভ নিখাদ দুই কোমলে উদয়।
দুই প্রহরের পূর্ব্বে গানের সময়॥

গীত।

দেশী—আড়াতেতালা।

এস্যো,—হই এক-তনু, মিশায়্যা দুই শরীরে। ধ্রু।
তবে, কখন ত্যজিতে, অহে শ্যাম হে!
না পারিবে অধিনীরে॥
দক্ষিণাঙ্গ শ্যাম রবে, বাম অঙ্গ গৌর হবে,
রাধা-কৃষ্ণ এক-অঙ্গ সবে কবে,
বিচ্ছেদ মান প্রভৃতি ডুবিবে বিচ্ছেদ-নীরে॥ ৬০॥

দ্বিতীয় গীত।

দেশী—আড়াতেতালা।

শ্যাম!—তুমি নবঘন,—মম হৃদয়,—গগন। ধ্রু
তবে তাহাতে উদয় হও নাহি কি কারণ॥
চাতকিনী—মম মতি, তৃষায়ে কাতরা অতি,
পুরাও তাহার আশা—রমাপতি!
করুণা-রূপ সলিল,—কর কণা বরিষণ॥ ৬১॥

কামোদ রাগিণীর ধ্যানাদি।

কামোদ রাগিণী—রূপে চম্পক-আবলি।
অরুণ-বরণ বাস,—কপিশ কাঁচুলি॥
বিরহে কাতরা হয়্যা—দীপক-প্রেয়সী।
রোদন করিছে রামা কাননেতে বসি॥

একে দহিতেছে অঙ্গ বিচ্ছেদ-আগুনে।
দ্বিগুণ আগুন জ্বলে উদ্দীপন-গুণে ॥
সম্পূরণ,—বেলায়ল গৌণ্ডেতে জনম।
গিরি বাদী ধৈবত সম্বাদী সে পঞ্চম ॥
আর পাঁচ সুরেতে অম্বাদীর বিহিত।
রজনীরন অষ্ট দণ্ড পরে কর গীত ॥

সখী-উক্ত গীত।

কামোদ—একতালা।

আসিয়া কাননে,— শ্যাম—অন্যা সনে,
হারাল্যা চাহনি। ধ্রু।
যে দেখি তোমার, বুঝি আর-বার,
হারাও বা চারু চলনি ॥
তব নয়ন-হিল্লোল করিয়া হরণ,
ঐ দেখ কুরঙ্গ করিছে পলায়ন,
হেন দুঃখ-রীত, বারেক দেখিত,
এ সময়েতে যদুমণি ॥
কলহান্তরিতা হয়্যা ত্যজিলে সে জনে,
ইবে কাতরতা-ভাব হল্যো অন্যা সনে,
ভবন ভবন, করিলে ভ্রমণ,
তাঁরেও না পাইলে,—ধনি ! ॥ ৬২ ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত,।

কামোদ—একতালা।

দু-কলঙ্ক মিলে, একত্র হইলে, আরো বা কি হয়! ধ্রু।
প্রথমে সজনি!—আমি কুলের কলঙ্ক,
তাহাতে দ্বিতীয় মৃগ—মৃগাঙ্কের অঙ্ক,
দোঁহে দুই চিহ্ন, আছে ভিন্ন ভিন্ন,
তথাপি লোকে কত কয়॥
দেখ আর দোঁহাকার প্রভাবে ঘটিল,
জগৎ হইল হ্রদ-ঘোষণা-সলিল,
অতএব লাজে, সেই নীর-মাজে,
ডুবিল একে যশো-চয়॥ ৬৩॥

কেদারা রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

কেদারা যুবতী—তৃতীয়া রাগিণী।
বিগলিত জটে জড়িতা নাগিনী॥
শিরো-গঙ্গা-ধারা বহিছে দু-পাশে।
শশিখণ্ড-কলা ললাটে প্রকাশে॥
গেরুয়া-বসনা নবীনা যোগিনী।
দীপকের সোহাগ-সুখ-ভোগিনী॥
ত্রিপুরারি পূজি,—স্তুতি পাঠ করে।
শিব-শঙ্কর-শঙ্কর উচ্চৈস্বরে॥

সখী-সঙ্গে বরাঙ্গনা রঙ্গ-সাজে।
দ্রিমিদং দ্রিমিদং সুমৃদঙ্গ বাজে॥
ঠনঠঠন ঠঠন ঘণ্টা গাজে।
ঝণনং ঝণনং জগঝম্প ঝাঁজে॥
রণরঙ্কণ রঙ্কণ মঞ্জু পাদ।
ভবভম্ ভবভম্ রবে শঙ্খ-নাদ।
সুহ-রঙ্গ সে অঙ্গে শালঙ্ক ভাবে।
রিখভে ত্যজিয়া খাড়ো বংশে পাবে।
যদি সে রিখভে সাকারি মানিবে।
তবে সম্পূরণে গ্রামেতে জানিবে॥
বাদী পঞ্চমেতে গিরি তুল্যাকারে।
স্বর সম্বাদী মধ্যম শুদ্ধাচারে॥
কভু মধ্যম এরূপ রূপ ধরে।
তীয়রের ঘরেতে বিরাজ করে॥
নিশি মধ্যে গাবে সদানন্দ মনে।
কবি-সেন সুললিত ছন্দ ভণে॥

গীত।

কেদারা—একতালা।

আমি নারী,—হর নহি,—শুন হে মদন
বিনা অপরাধে বধ রাধার জীবন॥
পরাজয়-ঋণ যদি চাহ শুধিবারে,
যাহ তবে হরের সদন॥

হারে কি বুঝিলে ফণী,—বেণী—জটাজুট,
নীলমণি-আভা কণ্ঠে,—নহে কালকূট,
ললাটে চন্দন-বিন্দু-সিন্দূর দেখিয়া,—
মানিলে কি চন্দ্র-হুতাশন ॥
বিরহ-সন্তাপে মোর ধরায় শয়ন,
ধূলি-ধূসরিত অঙ্গ তাহারি কারণ,
তাহা না বুঝিয়া—তুমি রাগের প্রভাবে,—
ভাবিয়াছ,—বিভূতি-ভূষণ ॥ ৬৪ ॥

কাফী রাগিণীর ধ্যানাদি।

কাফী,—সম্পূরণ—দীপকের রাণী।
পীতবর্ণা বালা,—মধু-যুক্তা বাণী ॥
শ্বেত চন্দনে বস্ত্র বিলিপ্ত করি।
আর অষ্ট অলঙ্কার অঙ্গে পরি ॥
ফুল-শয্যা পরে নায়কের সনে।
মদনে জাগায়্যা রহিলা শয়নে ॥
খরজ প্রমাণ গিরিতে বাদীতে।
স্বর সম্বাদী মধ্যম শুদ্ধ রীতে ॥
অবশিষ্ট স্বরাম্বাদী অঙ্গ ধরে।
রিখভে আনিবে তীয়রের ঘরে ॥
তৃতীয় স্বর সংঘটন কোমলে।
কি নিশি কি দিবা,—গাইবে সকলে ॥

নায়ক-উক্ত গীত।

কাফী—একতালা।

কুসুম-শয্যায়ে আমি করিব শয়ন। ধ্রু।
নিবারণ হবে তবে, মদন-দাহন॥
পর্য্যঙ্ক তব হৃদয়, পুষ্প-শয্যা—কুচদ্বয়,
আমার কারণে বিধি,—করিল সৃজন॥ ৬৫॥

ভীমপলাশী রাগিণীর ধ্যানাদি॥

ভীমপলাশী রাগিণী—দীপকের রাণী।
মধ্যমে তীব্রর দিলে—হয় মুলতানী॥
অন্য রূপে নাহি মুলতানীর নির্ণয়।
প্রধানার ধ্যান পরে শুন মহাশয়॥
পরম সুন্দরী সতী নবীন যুবতী।
রূপ দেখি রতি-জ্ঞানে ভুলে রতিপতি॥
ধরিয়া ফুলের ধনু, ফুল-গুণ টানে॥
ভুলিয়া আপন শর আপনারে হানে॥
আপনি জর্জ্জর হৈল আপনার বাণে।
মন-ভ্রমে আপনারে অন্য বলি মানে॥
ঝঙ্কারিছে অলিগণ মাতি মধুপানে।
অধিক ব্যাকুল-চিত্ত কোকিলের গানে॥
নিশিতে দিবস—জ্ঞান, দিবসে রজনী।
ভ্রমে পবনেরে বলে,—কি হবে সজনি!॥

রূপেতে মোহিত হৈল মনোজের মন।
গুণের কি কব কথা, নাহিক তেমন॥
পালাশ-বসন,—নানা ভূষণ ভূষণ।
উপবনে নায়কের সহিতে ভ্রমণ॥
ধনাশ্রী-বারোয়া-যোগে রূপ—সম্পূরণ।
বাদী পঞ্চম সম্বাদী মধ্যম ঘটন॥
আর পাঁচ স্বর তারা অম্বাদীর ভাবে॥
খরজ কোমল,—তৃতীয় প্রহরে গাবে॥

গীত।

ভীমশলাশী—আড়াতেতালা।

আমি—আমি কি—সই! শ্যাম আমি,
আমি বুঝিতে নারি। ধ্রু।
তুমি তুমি—তাই বলি, বলহ বিচারি॥
শ্যামাকার অবয়ব, দেখি এ শরীরে সব,
তুমি আমাকে কি দেখ, পুরুষ কি নারী॥ ৬৬॥

মালশ্রী রাগিণীর ধ্যান, ধারা ও গীত।

মালশ্রী রাগিণী খাড়ো,—ভাবেতে আবৃতা।
পীতবস্ত্রা পীতবর্ণা,—বালা সালঙ্কৃতা॥
উপবনে নায়কের সহিতে ভ্রমণ।
চারি দিগে বেড়িয়া ফিরিছে সখীগণ॥

ভ্রমণের শ্রমে অঙ্গে হীন হৈল বল।
উপজিল সর্ব্ব শরীরেতে শ্রম-জল ॥
নায়কের সঙ্গ ছাড়ি সখাগণ লয়্যা ।
আম্র-তরু-তলে বৈসে শ্রান্তিযুক্তা হয়্যা ॥
স্বজাতীয় ধর্ম্মে স্বর রিখভ বর্জ্জিত।
অথবা ধৈবত সহ ওড়োতে ধার্য্যিত ॥
ধনাশ্রী-ভৈরব-মালকৌশ—তিন আদি।
বাদী পঞ্চম তাহাতে ধৈবত সম্বাদী ॥
অবশিষ্ট অন্বাদী মধ্যমের তীয়র ।
গানের সময় দিবা দ্বিতীয় প্রহ[illegible]॥

গীত।

মালশ্রী—আড়াতেতালা।

এ বেশে বসিয়া কেন, চিন্তা-রূপ তরু-তলে। ধ্রু।
মানেরে ভুলাল্যা বুঝি, রাধে! কলহ-কৌশল-ছলে ॥
রোষ-রূপের চন্দন, সব শরীরে লেপন,
ললাটে অলকাবলি, শ্রম বিনা শ্রম-জলে ॥
মুকুত-কুন্তল-ভার, তাহে ভুষা রজ-সার,
বিষাদ-বসনাবৃত, হেরি বদন-কমলে ॥ ৬৭ ॥

পুরিয়া-ধনাশ্রীর ধারা ও গীত।

পুরিয়া-ধনাশ্রী সম্পূরণ গ্রামে বাস।
ধনাশ্রী-পুরিয়া যোগে রূপের প্রকাশ॥
গান্ধার বাদী তাহাতে পঞ্চম সম্বাদী।
অবশিষ্ট যত সুর সকলি অন্বাদী॥
তীয়রের উপরেতে মধ্যম যাইবে।
দিনমানে ছয় দণ্ড থাকিতে গাইবে॥

গীত।

পূরিয়া-ধনাশ্রী—আড়াতেতালা।

মান-সরোবরে—রাধে! নিশিতে কি প্রয়োজন। ধ্রু।
এ জলে কি নিবে জ্বালা, দ্বিগুণ জ্বলয়ে মন॥
রোদন-কুমুদোপরে, শ্বাস-ভ্রমর গুঞ্জরে,
সেই ছলে ভ্রম-শর, হানিবে শ্রম-মদন॥
দেখহ উভয় ভাগে, কোক-বধূ কোক জাগে,
ভাবনা-বিষাদ রূপে, শোক-কূপে নিমগন॥ ৬৮॥

নটের ধারা।

নট নামে দীপকের প্রথম সন্তান।
দীপকের পরিবর্ত্তে তাঁর অধিষ্ঠান॥
অবয়ব-প্রমাণে সম্পূরণে গণনা।
দেওগিরি আভাতে রূপের সম্ভাবনা॥

বাদী মধ্যমে মিলন পঞ্চম সম্বাদী।
আর পঞ্চ স্বর তারা তাবৎ অম্বাদী॥
তীয়র কোমল দুই মধ্যমে বিদিত।
দিবা দুই প্রহরান্তে গাইবেন গীত॥

গীত।

নট—ধিমা-তেতলা।

আপনি দাহন হইল, মন চঞ্চল। ধ্রু।
আপন মন্দিরে দিয়া, আপনি অনল,—সই!॥
প্রায় অক্ষি-রূপ, মন্দির স্বরূপ,
অনল শ্যামের রূপ,—
অদর্শন পবনেতে, করিয়া প্রবল॥ ৬৯॥

কানড়া অনুরাগের ধারা ও গীত।

কানড়া দ্বিতীয় পুত্র,—সম্পূরণ জাতি।
গানের বিধান,—এ চারি প্রহর রাতি॥
বাদী শুদ্ধ মধ্যম গান্ধারেতে সম্বাদী।
অন্য পাঁচ স্বর তারা হইবে অম্বাদী॥
যেই যেই মত স্বর টোড়ীর কোমল।
সেই মত হইবেক ইহাতে সকল॥

গীত।

কানড়া—আড়াতেতালা।

না হ'তে পতন তনু,—দাহন হইল আগে। ধ্রু।
মরণের দোষ-গুণ—সই! আর ভার নাহি লাগে
দুঃখ-রূপ তৃণ দিয়া, চিত্ত-চিতা সাজাইয়া,
আপনি বিচ্ছেদানল, প্রজ্বলিত অনুরাগে॥ ৭০॥

বারোয়ার ধারা ও গীত।

বারোয়া তৃতীয়,—সঙ্কীরণ সম্পূরণ।
দীপক-কানড়া-যোগে শরীর ধারণ॥
বাদী শুদ্ধ মধ্যম পঞ্চমেতে সম্বাদী।
অন্য পঞ্চ স্বর মিলি হইল অম্বাদ

গীত।

বারোয়া—ত্রিয়ট।

শ্যাম যদি আমারে নাহি চাহে, তাহে কি বহিবে। ধ্রু
আমি তো শ্যামেরে চাহি, ওলো সই! শ্যামে কহিবে॥
সে তাহার অগোচরে, আমার অন্তরে চরে,
মন,—শ্যাম-রূপ পায়্যা, স্থির রহিবে॥
তবে কিনা এ নয়নে, বাহ্য বিচ্ছেদ-কারণে,
সঘনে ঘনের মত, বারি বহিবে॥ ৭১॥

গারা অনুরাগের ধারা ও গীত।

গারা নামে চতুর্থ সন্তান—সম্পূরণ।
খাম্বাজ কল্যাণ দুই রূপের কারণ॥
খরজ তাহাতে বাদী। সম্বাদী গান্ধার।
আর যত স্বর সব অন্বাদী তাহার।
নিখাদ কোমল তাহে রিখভ তীয়র॥
আর সব স্বর শুদ্ধ,—গাবে চারি পর॥

সখী-উক্ত গীত।

গারা—জলদ-তেতালা।

ও রাধে! এমন বিমন কেন হয়্যাছ,
কি মনে ভাব্যাছ,
তুমি রমণী অমনি তাকি ভুল্যাছ,
তুমি রমণী অমনি,—
মানা মান না মান না,—যেন জান না জান না,—
আপনারি পয়োধরে,
দুই করে ধর্যাছ—ধনি। ধ্রু।
বিচ্ছেদীয় সিন্ধু কেমনে হবে পার,—সই!
ছাড় ছলনা,—ললনা!
কেন কর না কর না উপায় তার,
নারী এমন কথন,—ধ্যানে জ্ঞানে,

কিবা স্বপ্নে,—চক্ষে দেখিয়্যাছ,—
আপন বক্ষ-দেশে পীড়ন করয়ে,
কোন বিরহিণী করে হেন মন্ত্রণা রে সই!
লাজ আপনি পাইবে, লাজ আমারে কি দিবে,
ছাপে রূপ বিরূপ কিরূপ ছলে,
তাহা না করিয়া কুচ-যুগলে—সই!
পুনঃ বলে, দুই করে চাপি ঘন ঘন,
পীড়ন করিয়া ঘন,
হৃদয়ের মাজে, কোন্ লাজে, টানি আনিত্যাছ॥ ৭২॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

গারা—জলদ-তেতালা।

ওলো সই! বিষম কুসুম-শর—
শরে লো বুঝি কি করে লো,
কুচ-শিখরে শিখরে ধরি করে লো,
কুচ-শিখরে শিখরে তাই,—
নিদয় হৃদয় মাজে,
রাখিয়া ঢাকিয়া পাছে ঘন বিঘাতনে,
হৃদয় বিদরে লো সই! ধ্রু।
যদি মম অঙ্গ হয় লো বিদারণ—সই!
তাতে বেদনা রোদনা—
কিছু যাতনা ভাবনা—নাহি কখন,

হয় মরণ হরণ, ধ্যান জ্ঞান,
কিবা মগ্ন দুঃখ-সাগরে লো!
তারে কি দুঃখ বলি গণনা করিয়ে,
মোর শ্যামচাঁদ পান পাছে যন্ত্রণা রে সই!
দুঃখ শ্যামেরো ঘটিবে, দুঃখ আমার হইবে,
বলি সার,—তাহার প্রচার কর্য্যা,
শ্যামচাঁদ সদা বিরাজ করে,—সই! মমান্তরে,
সখি! এই সেই কারণে ডরি, মম হৃদি ভেদ করি,
পাছে প্রবেশিয়া লাগে গিয়া, সে কলেবরে লো॥ ৭৩॥

খাম্বাজের ধারা।

খাম্বাজ পঞ্চম পুত্রে সম্পূরণ ছলে।
জনম—ভৈরব-মালকৌশ-বেলায়লে॥
গান্ধার বাদী পঞ্চম সম্বাদী মিলন।
অন্য পাঁচ স্বর পায় অন্বাদী লক্ষণ॥

গীত।

খাম্বাজ—ধামার।

হরিষে বরিষ আঁখি—এ আর কেমন। ধ্রু।
বিচ্ছেদ-বেদনায় এক, করিতে রোদন॥
যদি বহু দিনান্তরে, পাইলাম পীতাম্বরে,
তাহাতে সজলে হল্যা, দৃষ্টি আচ্ছাদন॥

তৃষিত চাতক মন, ধ্যায় শ্যাম-নবঘন,
তুমিতো তা নহ কেন,—কর বরিষণ ॥ ৭৪ ॥

ইমন-কেদারা অনুরাগের ধারা।
ইমন-কেদারা অনুরাগের শরীর।
ইমন-কেদারা হৈতে হইল বাহির ॥
যামিনীর প্রথম প্রহর গত হয়।
তখনি জানিবে এই গানের সময় ॥

গীত।

ইমন-কেদারা—ধামার।

সাধে সাধ করি এত, তোমারে দেখিতে। ধ্রু।
মানস প্রবোধে বোধ, নাহি লয় চিতে ॥
শ্যাম!—শ্যাম-রূপ তব, মনোহর সুখার্ণব,
মাধুর্য্যে মাদক-রূপে, প্রণত আঁখিতে ॥ ৭৫ ॥

শ্যাম কল্যাণ অনুরাগের ধারা।
শ্যাম-কল্যাণের রূপ এরূপ হইল।
শ্যামের শরীরেতে কল্যাণ মিশাইল ॥
দোঁহাকার মিলনের প্রকার বুঝিয়া।
ওড়ো কুলে রাখা গেল স্থাপিত করিয়া ॥

মিয়ার-মল্লারের ধারা।

মল্লার কানড়া সে নটের বরাঙ্গনা।
মিয়ার-মল্লার নামে হইল ঘোষণা ॥
সঙ্কীরণ সম্পূরণ আছে দুই ভাবে।
জনম—মল্লার আর কানড়া প্রভাবে ॥
পঞ্চম বাদীর সঙ্গে গান্ধার সম্বাদী।
তার সঙ্গে অবশিষ্ট স্বরেরা অন্বাদী ॥
গান্ধার ধৈবত, তস্য পরেতে নিখাদ।
তিন স্বরে জানাইবে কোমল সংবাদ ॥
অবশেষে রিখভ তীয়র ভাবে যাবে।
অন্য স্বর শুদ্ধ সব,—সব দিন গাবে ॥

গীত।

মিয়ার-মল্লার—ঝাঁপতালা।

বরিষে—শিশির,—তোমার বদন-হিমকর। ধ্রু।
কালেতে হইল কাল—এ কাল, মম হৃদি-সরসীর ॥
হইতেছে এই ভয়, একে পাছে আর হয়,
তোমার যে হৃদি-স্থাই কমল-দ্বয়;—
আমারে বধিতে মন—কেবল, না দেখ নিজ শরীর ॥ ৭৬ ॥

পরদীপকীর ধারা।

নামেতে পরদীপকী—কানাড়ার জায়া।
শ্রীরাগ-শারঙ্গ-দীপকের যোগে কায়া॥
ইচ্ছামতে গান সময়ের নাহি ধার্য্য।
কিন্তু ব্যবহার পক্ষে নাহি দেখি কার্য্য॥

মাঘায়ারীর ধারা।

মাঘায়রী বধূ—বারোয়ার প্রিয়তমা।
টোড়ী-বঙ্গালের যোগে রূপের উপমা॥
লক্ষণেতে বুঝা গেল,—ওড়ো জাতি পাবে।
দিবসের প্রথম প্রহর পরে গাবে॥

মালীগৌরার ধারা।

মালীগৌরা—পুত্রবধূ—গারার বনিতা।
লক্ষণ-প্রমাণে সম্পূরণেতে গণিতা॥
গৌরী আর মালীর মিলনে রূপ ধরে।
গান-বিধি দিবা দুই প্রহরের পরে॥

মালাবতীর ধারা।

মালাবতী পুত্রবধূ—থাম্বাজ-রমণী।
লক্ষণের দ্বারে তারে খাড়ো কুলে গণি॥
পঞ্চম মারোয়া ভুপালীতে কলেবর।
প্রদোষ-সময়ে গাবে শুন গুণাকর॥

পলাশের ধারা।

পলাশ নামে ইমন-কেদারার দারা।
জাতি বিবেচনা মতে সম্পূরণ ধারা॥
দীপক-গৌরার যোগে শরীর পাইবে।
দিনমানে এক দণ্ড থাকিতে গাইবে॥

ঠুংরী রাগিণীর ধারা।

ঠুংরী নামে—শ্যাম-কল্যাণের প্রমোদিনী।
জাতি-লক্ষণেতে সম্পূরণ বিধায়িনী॥
রূপের আধার দুই—বারোয়া বেহাগ।
গানের সময় নিশি কিম্বা দিবা-ভাগ॥

গীত।

ঠুংরী—আড়াতেতালা।

শ্যামের বিরাগ রাধে!—করিছ কেমনে। ধ্রু।
গোপীর সমাজে বসি, সহাস্য বদনে॥
শ্যামের প্রেম-কাঞ্চন—কলঙ্কে জ্বালিয়া,
সাধের সাঁচে ঢালিলে সোহাগে গালিয়া,
মোহনালঙ্কার করি, পরিলে মননে॥
মনো-যন্ত্রী—মর্ম্ম-রূপ যন্ত্র বাজাইয়া,
অনুরাগ-আলাপনে মোহিত হইয়া,
শ্যাম-গুণ গান করে মধুর ধরণে॥ ৭৭॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

ঠুংরী—আড়াতেতালা।

গোপী-মাজে শ্যাম-গুণ, বল প্রকাশিতে। ধ্রু।
তবে কি শ্যামেরে আর, পাইবে দেখিতে॥
আমার শ্যামের গুণ-সৌরভ—বাখান,
গোপিকাগণের মন পবন সমান,
এখনি হইবে লীন, কহিতে কহিতে॥
যশশ্চন্দ্র প্রকাশিলে গ্রহণ হইবে,
মম মতি-চকোরিণী অমনি মরিবে,
অতএব নিন্দা-ঘনে হয় আচ্ছাদিতে॥ ৭৮॥

শ্রীরাগের ধ্যানাদি.

শ্রীরাগের জন্ম পৃথিবীর নাভি-কূপে।
গৌরীর রূপের আভা লাগিয়াছে রূপে॥
পদ্মরাগ-মণি-স্ফটিকের মালা গলে।
শত শত রবি-শশী যেন একস্থলে॥
সিংহাসন-উপবিষ্ট—শ্বেতবাসাবৃত।
বিকশিত কমল-কুসুম করধৃত॥
দাঁড়ায়্যা নায়িকাগণ আছে বিদ্যমানে।
নানা রঙ্গে নৃত্য-বাদ্য-গান—তাল-মানে॥
কারো গানে বাড়ে রাগ,—সাগরে তরঙ্গ।
তম্বুরা বাজায় কেহ,—কেহ বা মৃদঙ্গ॥

দিনমানে দুই দণ্ড থাকিতে গাইল।
সালঙ্ক-প্রভাব তায় সম্পূর্ণ হইল॥
গিরি বাদী খরজেতে গান্ধার সম্বাদী।
তীয়র ধৈবত রিপুরূপেতে বিবাদী॥
তীয়র কোমল দুয়ে মধ্যম প্রকাশ।
হিমঋতু ভোগ করে কহে সেন-দাস॥

গীত।

শ্রীরাগ—সুরফাক্তা।

অধিষ্ঠান কর,—হরি! হৃদি-সিংহাসনে। ধ্রু
হৃদয়-কমল দিয়া, পুজিব চরণে॥
স্তবেতে মিশায়্যা তান, মানসেতে করি গান।
শ্রবণ করহ যদি, এই বাঞ্ছা মনে॥ ৭৯॥

বসন্ত রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

বসন্ত রাগিণী রূপের শেষ।
ধারণ করিলা পুরুষ-বেশ॥
নবদুর্ব্বাদল—শ্যাম বরণ।
অঙ্গে শোভে অরুণ-সন্নহন॥
শিখি-পুচ্ছ শিরস্ত্রাণ তাহার।
গলায় মালতী পুষ্পের হার॥

রসাল মুকুল দক্ষিণ করে।
সব্য করে পুগ-তাম্বুল ধরে॥
যৌবনের মদে মাতি যুবতী।
গৃহের ব্যাপারে নাহিক মতি॥
সহচরীগণ সহিত মেলি।
কুসুম-উদ্যানে করেন কেলি॥
যেমন শ্রীকৃষ্ণ গোপিকা সনে।
কেলি করিতেন নিকুঞ্জ বনে॥
তেমনি আমোদ-প্রমোদ-রাগ।
মতান্তরে কেহ কহেন রাগ॥
বাজয়ে—আনদ্ধ,—শুষির,—তত।
ঘন আদি যন্ত্র—এ চারি মত॥
তৎকার-তালে ফেলিছে পদ।
গান করে—বিষ্ণুপদ ধ্রুপদ॥
ললতে বরারী রূপ মিলিল।
সম্পূরণ কুলে জনম দিল॥
পঞ্চম সম্বাদী,—মধ্যম বাদী।
আর পাঁচ স্বর সবে অম্বাদী॥
রিখভ কোমল ভাবেতে লবে।
গান্ধার তীয়র প্রকার হবে॥
মধ্যম তীয়র কোমল দ্বয়।
ধৈবত নিখাদ তীয়র হয়॥

নিশির তৃতীয় যামেতে গান
বসন্ত ঋতুতে সদা বিধান ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

বসন্ত—একতালা।

এই মনে বাঞ্ছা,—হরি! আমি হই হরি। ধ্রু
তোমারে করিয়া রাধা, দুঃখ পরিহরি ॥
সব গোপীগণ লয়্যা,
দাঁড়াই ত্রিভঙ্গ হয়্যা,
মুরলীতে করি গান,
চূড়া-ধড়া পরি ॥ ৮০ ॥

ধনাশ্রী রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

শ্রীরাগের প্রমোদিনী ধনাশ্রী রাগিণী।
নীলবস্ত্র পরিধান—নবীন যোগিনী ॥
অনিবার জ্বলিছে বিচ্ছেদ-হুতাশন।
মৌল-তরু-তলে বসি করিছে রোদন ॥
উদ্দীপন-গণ ঘন ঘন রাত্রি-দিন।
শাসনেতে ক্ষীণাঙ্গীর তনু কৈল ক্ষীণ ॥
জাতি কুল সম্পূরণে—সালঙ্কে মিলন।
ভয়রোঁর রূপের আভা শরীরে ধারণ ॥

বাদী পঞ্চমেতে যোগ, সম্বাদী ধৈবত।
আর পাঁচ সুরেরা অম্বাদী-ভাবে গত॥
মধ্যম তীয়রে আর কোমলে যাইবে।
নিখাদ তীয়র,—শেষ-দিবাতে গাইবে॥

সখী-উক্ত গীত।

ধনাশ্রী—আড়াচৌতালা।

বিচ্ছেদ-তরুর মূলে,—কেন গো রাধে!—
করিছ রোদন। ধ্রু।
বল দেখি,—বিষ-বৃক্ষ,—
কে করে সেবন॥
পাইয়া নয়ন-জল, মুঞ্জরিবে নব-দল,
ফলিবেক দুঃখ-ফল,—
বিষ-আস্বাদন॥ ৮১॥

আসায়রী রাগিণীর ধ্যানাদি।

আসায়রী—লজ্জাশীলা শ্যামাঙ্গী যুবতী।
রূপেতে এমন যেন,—মদনের রতি॥
কর্পূর-মার্জ্জিত মুখ,—ভুজঙ্গ ভূষণ।
অতি শুভ্র বস্ত্রে করে শরীরাচ্ছাদন॥
কি জানি,—কি ভাবোদয় হয়্যাছে অন্তরে।
একাকিনী বসি রামা, পর্ব্বত-উপরে॥

সিন্ধোরা-টোড়ী-মল্লারী তিনের মিলনে।
পাইল অপূর্ব্ব জন্ম,—জাতি সম্পূরণে॥
যেমন টোড়ীর স্বর কোমল সকল।
তেমতি ইহার সব স্বরেরা কোমল॥
ধৈবত সেবাদি, শুদ্ধ রিখভ সম্বাদী।
আর পাঁচ স্বর মিলি হইল অম্বাদী॥
গানের সময় বুঝিবেন এইমত।
দিবসের প্রথম প্রহর হৈলে গত॥

গীত।

আসাবরী—ত্রিয়ট।

বসন্ত-উদয়,—প্রাণসখি!—
আমার অন্তরে। ধ্রু।
প্রফুল্ল হইল,—সখি! বিষাদ-কুসুম,
অনঙ্গ-লতা মুঞ্জরে॥
বিচ্ছেদ-মলয়গিরি,—বিরহ-পবন,
মন্দ মন্দ গতি তাহে বহিছে সঘন,
কুহরে খেদ-কোকিল, মাতি শোক-আমোদে,
রোদন-ভ্রমর গুঞ্জরে।
যেই প্রেম-শশী ছিল সদয় তখন,
বসন্ত-সামন্ত হয়্যা দহিছে এখন,
অধিক ইহাতে আর হৃদয়-কমল,—
দলিছে দুঃখ-কুঞ্জরে॥ ৮২॥

জয়জয়ন্তী রাগিণীর ধ্যানাদি।

রাগিণী জয়জয়ন্তী,—শ্রীরাগ-মহিষী।
জন্মিল কানড়া-শ্রীতে গৌরী অঙ্গ মিশি॥
সালঙ্কৃতা স-বসনা—পরম রূপসী।
বিচ্ছেদ-অনল মধ্যে রহিয়াছে বসি॥
অশ্রু-জলরূপ ঘৃত—ঢালিছে সঘনে।
প্রজ্বলিত করিতেছে নাসিকা-পবনে॥
মনোবৃক্ষ হৈতে দুঃখ-সমিধ লইয়া।
খেদ-উক্ত-বাক্য-রূপ মন্ত্র উচ্চারিয়া॥
আহুতি দিতেছে অতি কাতর অন্তরে।
অভিপ্রায় পতিদেব অধিষ্ঠান করে॥
সম্পূরণ,—প্রথম প্রহর নিশি গতে।
জানিবেন গানের সময় এই মতে॥
ধৈবত বাদী সম্বাদী রিখভ তীয়র।
অন্য সে তাবৎ সুর অম্বাদী তৎপর॥
শ্রীরাধামোহন সেন করে নিবেদন।
নিখাদ কোমল পথে করয়ে চারণ॥

গীত।

জয়জয়ন্তী—ত্রিয়ট।

হে বিরহানল!—আমার আঁখিরে রাখিও!—
আর সকলি দহিও। ধ্রু।

হিমাংশু-বদন তার,—নয়নেরে একবার,
দেখিবারে দিও॥
নাসিকা,—রসনা আর হৃদয়,—শ্রবণ,
একেবারে সবাকারে করিও দাহন,
শ্যামের বিচ্ছেদ-যাগে, মন-জীবনেরে আগে,
আহুতি লইও॥ ৮৩॥

পরজ রাগিণীর ধ্যান ও ধারা।

পরজের জাতি কুল—সব সম্পূরণ।
রেওয়া-পঞ্চম-বঙ্গালে শরীর-ধারণ॥
রূপের ছটায় আলো হইল এমনি।
রজনীর শশী,—কি দিনের দিনমণি॥
নিশিতে দেখিলে—চিত্ত-কুমুদে উল্লাস।
দিবা-দরশনে—হৃদি-কমল প্রকাশ॥
রূপ-উপমায় একবার মনে করি।
রম্ভা তিলোত্তমা কিম্বা—উর্ব্বসী অপ্সরী॥
শুভ্রবস্ত্র পরি সতী পর্ব্বতের কাছে।
একাসনে নায়ক-সহিত বসি আছে॥
বাজাইতেছেন বীণ মনের হরিষে।
বামা-স্বর রূপ-মেঘ অমৃত বরিষে॥
নায়কের শ্রবণ-চাতক করে পান।
মধ্যরাত্রে পরজ রাগিণী কৈলা গান॥

নিখাদ বাদীতে যোগ, সম্বাদী গান্ধার।
অন্য পাঁচ স্বর ধরে অন্বাদী প্রকার॥
ছয় স্বর শুদ্ধাচারে হইল নির্ম্মল।
কেবল মধ্যমে মলা,—তীয়র কোমল॥

গীত।

পরজ—আড়াতেতালা।

হাসিতে হাসিতে কেন করিছ রোদন,—
অহে শ্যাম হে! ধ্রু।
সরস বিরস, একত্রে দু' রস,—
কিসে হইল মিলন॥
যদি বল রমানাথ! পুলক-অশ্রুপাত,—
এতো নহে বিচ্ছেদের পরেতে সাক্ষাৎ,
তা হল্যা কখন, হয় না এমন,—
মুদিত দুই নয়ন॥ ৮৪॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

পরজ—আড়াতেতালা।

মম নয়ন-নীরদ করে বরিষণ,—
ও বিনোদিনি! ধ্রু।
মুকুরে বদন,—করিছ লোকন,
তাহা করিতে মনন।

রাধে! তব মুখচন্দ্র-মণ্ডল-দর্পণে,
এই রূপ দেখিলাম মানস-গগনে,
চন্দ্রের মণ্ডল, হইলে নিশ্চল,—
বারি বরিষয়ে ঘন॥
নয়নে সদয়া তুমি হল্যা এক বেশে,
ভাব প্রকাশ করিলে মানসের দেশে,
এই সে কারণে, আনন্দে নয়নে,—
প্রেম-ধারা বহে ঘন॥ ৮৫॥

সরস্বতীর ধারা।

সরস্বতী রাগিণীর শুন পরিচয়।
মারোয়া-বরারী যোগে রূপের উদয়॥
বসতি-কারণে খাড়ো গ্রামেতে ওকস।
গানের নিয়ম চারি প্রহর দিবস॥

শঙ্কোচীর ধারা।

লীলাবতী-ত্রিয়ণের যোগ চুপে চুপে।
প্রকাশ,—শঙ্কোচী রূপ—অপরূপ রূপে॥

তিলক-কামোদ অনুরাগের ধারা।

তিলক-কামোদ—শ্রীরাগের জ্যেষ্ঠ পুত্র।
কানড়া কামোদ খট,—তিন জন্ম-সূত্র॥
লক্ষণ-প্রমাণে খাড়ো জাতি মধ্যে গণি।
প্রথম প্রহরে গাবে বিশেষ রজনী॥

পুরিয়া-কানড়ার ধারা।

পুরিয়া-কানড়া নামে দ্বিতীয় সন্তান।
পুরিয়াতে কানড়াতে রূপের বিধান॥
গানের বিশেষ ধার্য্য নাহিক এমন।
রজনীতে গাইবেক এই নিরূপণ।

গীত।

পূরিয়া-কানড়া—আড়াতেতালা।

কেন এ সময়ে দেখা দিবে সে জন। ধ্রু।
নিতান্ত তারি কারণ, তনু ত্যজিবে জীবন,—
করি আকিঞ্চন॥
যদি বল সে আসিয়া, নয়নে কি নেহারিয়া,—
দেখিবে মরণ।
তা হইলে হাসি হাসি, তবে তো এখনি আসি,
দিতো দরশন॥
তার কি আশয় জান, নায়িকা—কায়া-সমান,
নায়ক—পরাণ।
শব-প্রায় দেহ আছে, তার আগমনে পাছে,
সঞ্চরে জীবন॥ ৮৬॥

শ্যাম-রামের ধারা।

শ্যাম-রাম—তৃতীয় সন্তান শ্রীরাগের।
শ্যাম-রামকলী—দুই হেতু শরীরের॥
খাড়ো কুলোদ্ভব, অনুরাগ নিরূপম।
যখন গাইবে—সেই সময়-নিয়ম॥

কামোদ-নটের ধারা।

চতুর্থ কামোদ-নট—শ্রীরাগ-তনয়।
কামোদ এ নট—দুই রূপের আশ্রয়॥
খাড়ো কুলে জন্ম, অনুরাগ-চূড়ামণি।
নিশিতে যখন ইচ্ছা, গাইবে তখনি॥

পঞ্চম অনুরাগের ধ্যান ও ধারা।

পঞ্চম,—পঞ্চম পুত্র, জাতি সম্পূরণ।
হিন্দোল-বসন্ত-যোগে হইল সৃজন॥
বাদী পঞ্চম, সম্বাদী ধৈবত তাহাতে।
অম্বাদী সে পাঁচ স্বর মিলন পশ্চাতে।
রিখভ কোমল, আর সুরেরা তীয়র।
নিশি-শেষে চারি দণ্ড গাবে গুণাকর।

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

পঞ্চম—আড়াতেতালা।

তোমার রূপ,—রাধে!—ধরণী-রূপে বিরাজে। ধ্রু।
কটাক্ষ-সহস্র-ফণা,—আমার আঁখি-নাগরাজে॥
আশা বাড়ায়্যা,—শরীর হইল কারণ-নীর,
তাহাতে আমার মন,—ভাসিছে কমঠ-সাজে॥
যদি অদর্শন হবে, প্রলয় হইবে তবে,
একে ভুমিকম্প হয়,—পলক-বিচ্ছেদ-মাজে॥ ৮৭॥

জয়েত-কল্যাণের ধারা।

জয়েত-কল্যাণ—অনুরাগরূপ-নিধি।
রজনীর চারি দণ্ড পরে,—গান-বিধি॥
জয়েতে কল্যাণ-যোগ হৈতে—রূপ-ভাতি।
লক্ষণ-প্রমাণে বলি সম্পূরণ জাতি॥

কামোদ-কল্যাণের ধারা।

কামোদ-কল্যাণ নামে কনিষ্ঠ কুমার।
কামোদ কল্যাণ মিশি সৃজিল আকার॥
যামিনীর গত হৈলে প্রথম প্রহর।
গাইবার সেই কাল,—শুন গুণাকর॥

৮ ভরোষ্টি অনুরাগিণীর ধারা।

ভরোষ্টি নামেতে বধূ—ওড়োতে গণিতা।
তিলক-কামোদ অনুরাগের বনিতা॥
শ্যাম-গৌরী-পুরিয়া তিনের যোগে অঙ্গ।
প্রদোষ-সময় পরে গানের প্রসঙ্গ॥

ললিতা-গৌরী অনুরাগিণীর ধারা।

উদয় ললিতা-গৌরী সম্পূরণ ভাবে।
ললিত-গৌরীর যোগে সায়ংকালে গাবে॥
খরজ বাদীতে ভোগ,—সম্বাদী পঞ্চম।
পাঁচ স্বরাম্বাদী, কিন্তু শুদ্ধ সে মধ্যম॥

গীত।

ললিতা-গৌরী—আড়াতেতালা।

পীরিতি-বারণ—করিছে দলন। ধ্রু।
অঙ্কুশ তোমার করে, শ্যাম হে! কর নিবারণ॥
সরোবর মম কায়, যৌবন—সলিল তায়,
মান-যশ-লাজ-ভয়,—কমল-কানন॥
মন—নাল,—প্রাণ—মুল, বুঝি তা হল্যো নির্ম্মূল,
কি দিয়া তুষিব আর, অহে! তব মন॥ ৮৮॥

শ্রীরাগের পুত্রবধূগণের ধারা।

তৃতীয়া পূরিয়া-আসায়রী, সম্পূরণ।
দিবার তৃতীয় ভাগে গান-প্রকরণ॥
পূরিয়ার অঙ্গে আসায়ারী অঙ্গ দিল।
এই অনুরাগিণী তাহাতে জনমিল॥

গীত।

পূরিয়া-আসায়রী—আড়াতেতালা।

যাবে যাও—শ্যাম হে! ক্ষণেক রহিয়া।
নিতান্ত যাইবে যদি, আমারে দহিয়া॥
করিয়াছ সমিভ্যারী, সুখ·মন্ দুই আমারি,
যাইতে নিষেধ তিনে,—একত্র হইয়া॥
নৈরাশ-বচন দিয়া, আশা—প্রবোধ করিয়া,
জীবনের সঙ্গে দিব,—চত্বার করিয়া॥ ৮৯॥

শ্যাম-বরারী অনুরাগিণীর ধারা।

শ্যাম-বরারী চতুর্থা পুত্রবধূ যিনি।
শ্যাম আর বরারীতে জন্মিলেন তিনি॥
সম্পূরণ-কুলোদ্ভবা জাতির বাখান।
দিবা দুই প্রহরেতে গানের বিধান॥

গীত।

শ্যাম-বরারী—ত্রিয়ট।

সবে বলে অভাগিনী যদি চায়, সাগর শুকায়। ধ্রু।
তবে দুঃখ-সিন্ধু কেন, প্রবল হইল হেন,
তরঙ্গিত বিনা বায়॥
কোথা হইবেক হিত, হল্যো কিনা বিপরীত!
অধিকন্তু তায়।
যার দৃষ্টে নীর নাশে, সে জন সাগরে ভাসে,
আর কি ইহার উপায়॥ ৯০॥

পূরিয়া-টোড়ীর ধারা।

পঞ্চম—পুরিয়া-টোড়ী পঞ্চম বনিতা।
পুরিয়াতে টোড়ী—এই দুয়ের জন্মিতা॥
লক্ষণ-প্রমাণে জাতি সম্পূর্ণে মানিতা।
নয় দণ্ড দিনমানে গানে উপনীতা॥

গীত।

পুরিয়া-টোড়ী—একতালা।

যাও যাও প্রাণ!—তুমি যাও,—শ্যাম অন্যা-সনে। ধ্রু
আশা-বায়ু—স্থূল কায়, গমনে তাহার দায়,
নিরাশা হব,—তা বিহনে॥

বিচক্ষণ দ্রুতগামী,—মনেরে জানিয়া,—আমি,
পাঠাইলাম নিজ দূতপনে।
এমনি সে নিদারুণ, ফিরে না আইল পুন,
আমাকে রাখিল বিমনে॥ ৯১॥

হামীর-কল্যাণ অনুরাগিণীর ধারা।

হামির-কল্যাণ,—পুত্রবধু রূপবতী।
জয়েত-কল্যাণ অনুরাগের যুবতী॥
সাহানা-কেদারা-ইমনের যোগে সতী
সম্পূরণ জাতি মধ্যে জন্মের ভারতী॥

গীত।

হামির-কল্যাণ—আড়াতোতলা।

কমল-দল ভ্রূ—তার মাঝে মনোজল। ধ্রু।
উছলিয়া পড়ে পাছে, করিতেছে টল-টল॥
মুখ,—সরোবর প্রায়, নাসিকা মৃণাল তায়,—
নয়ন-কমলে মধু,—বারি ছলে ছল-ছল॥ ৯২॥

নট-নারায়ণের ধারা।

কনিষ্ঠ পুত্রের ভার্য্যা—নট-নারায়ণ।
পুরুষের মত নাম দিলা বুধগণ॥
শঙ্করা, নট-কল্যাণ আর বেলায়লে।
এই চারি যোগে জন্ম, লক্ষণেতে বলে।

গীত।

নটনারায়ণ—ত্রিয়ট।

অনলে সলিলে—প্রাণ নহে সমাধান। ধ্রু।
আর মরণের—সখি! আছে কি বিধান॥
যদি হুতাশন জ্বালি, তাহাতে শরীর ঢালি,
নির্ব্বাণ করয়ে আঁখি,—করি বারি দান॥
হ্রদে সঁপিলে শরীর, মনোগ্নি শোষয়ে নীর,
মারে না,—মরিতে দেয়, মনোক্ষি সমান॥ ৯৩॥

মেঘ রাগের ধ্যান ও ধারা।

মেঘ রাগ—অতি বীর্য্যবন্ত শ্যাম-অঙ্গ।
ব্রহ্মার মস্তকে জন্ম,—রূপেতে অনঙ্গ॥
জটাজূট জড়াইয়া উষ্ণীষ বন্ধন।
খরতর করবাল করেতে ধারণ॥
প্রেমরস-ভাণ্ডারের প্রহরী রসিয়া।
প্রান্তরের মধ্যস্থলে আছেন বসিয়া॥
দাঁড়ায়্যা নায়িকাগণ সম্মুখে আসিয়া।
কহিছেন প্রেমের কথা হাসিয়া হাসিয়া॥
শালঙ্ক বর্ণের মধ্যে সম্পূরণ জাতি।
শরীরেতে শোভে মল্লারের রূপ-ভাতি॥
ধৈবত গান্ধার দুই বর্জ্জিত করিয়া।
মতান্তরে ওড়ো মধ্যে রাখিলা স্থাপিয়া॥

মধ্যম শুদ্ধতে বাদী, সম্বাদী পঞ্চম।
আর পাঁচ স্বর তাতে অম্বাদী নিয়ম॥
তীয়র পড়িল রিখভের নিজ ভোগে।
বিধান—বরষা ঋতু গাবে নিশি-যোগে॥

গীত।

মেঘ—আড়াতেতালা।

বরষা!—তব গমনে, বরিষে নয়ন-ঘনে। ধ্রু।
নিবারিতে নাহি পারি,—
শ্যাম হে! এ শ্বাস-পবনে॥
'যাই' বাক্য কর পাত, দুঃসহ সে বজ্রাঘাত!
তাহাতে মতি চঞ্চলা, চঞ্চলা-তাড়নে॥
বিচ্ছেদ-চাতক্ তায়, দুঃখ-উক্ত গান গায়,
বিষাদ-তিমিরাবৃত, হৃদয়-গগনে॥ ৯৪

গুজরীর ধ্যান ও ধারা।

গুজরীর রূপে হৈল—কাঞ্চনে গঞ্জন।
মৃদু স্বর কৈল মধুকাননভঞ্জন॥
চঞ্চল নয়ন দুটী,—তাহাতে অঞ্জন।
কনক-দর্পণে যেন নাচিছে খঞ্জন॥

চাঁচর চিকুর কৈল নীরদে লাঞ্ছন।
কঙ্কণ-ঝঙ্কার যেন ভ্রমর গুঞ্জন ॥
অরুণ কাঁচুলি,—পীত বসন-পিন্দন।
পীন সুকঠিন কুচ সুমেরু নিন্দন ॥
শরীরে চর্চ্চিত মৃগকস্তূরী-চন্দন।
রূপ দেখি বিমোহিত মানস-নন্দন ॥
নায়ক সম্মুখে গান প্রবন্ধ-বন্ধন ॥
শুনিয়া কোকিলগণ করয়ে ক্রন্দন ॥
সম্পূরণ জাতি, শুদ্ধ কুলের ছন্দন।
পাঁচ সুর কানড়ার মতাবলম্বন ॥
কোমলের সঙ্গে পাঁচে করে আলিঙ্গন।
বাদী গান্ধার পঞ্চমে অম্বাদী লক্ষণ ॥
অম্বাদীর ভাবে পঞ্চ সুরে সন্দর্শন।
অরুণ-উদয়-কালে নাম-সংকীর্ত্তন ॥

গীত।

গুজরী—রূপক।

কি কব তোমায় রে! চাহিছ বিদায় রে!
হায় হায় হায় রে! ধ্রু।
'যাহ' বলিলে হইবে,—
রাধানাথ!—হীন মমতায় রে ॥

গমনে করা বারণ, অমঙ্গল আচরণ,
থাকিতে কহিলে পরে, প্রভুত্ব জানায় রে।
'তব বাসনা যেমন',— যদ্যপি কহি এমন,
তাহাতে ঔদাস্য হয়, বিধিমতে দায় রে ॥ ৯৫ ॥

দ্বিতীয় গীত।

গুজরী—রূপক।

সুমঙ্গল-আচরণে, কর হে গমন। ধ্রু।
করিয়াছি অমঙ্গল—গমন-সময়ে, করিয়া বারণ ॥
এই অবসর দেহ,—স্থির হকু মন,
বিধু-মুখ নিরীক্ষিয়া ত্যজি হে জীবন,
বামে ঘটাইয়া লহ,—
হইবে তোমার, শব-দরশন ॥ ৯৬ ॥

ভূপালী রাগিণীর ধ্যানাদি।

ভূপালী—দ্বিতীয়া রাগিণী বালা।
গলায় মালতী-পুষ্পের মালা ॥
নানা আভরণে করে উজালা।
শ্বেত বাস—কেশ চিকণ-কালা ॥
কমল-বদনে আঁখি বিশালা।
কোকিলে দিতেছে বচন-জ্বালা ॥

কেশর চর্চ্চিতে শরীরময়।
রস-রঙ্গে পতি-যোগেতে রয়।
ওড়ো কুলোদ্ভবা লক্ষণে কয়।
পঞ্চম নিখাদে বর্জ্জিত হয়॥
অথবা কেবল নিখাদ হীন।
তাতে খাড়ো জাতি কহে প্রাচীন॥
নিশিতে এক প'র পরেতে গায়।
মধ্যম রিখভে, তীয়র তায়॥
খরজ সম্বাদী ধৈবত বাদী।
আর পাঁচ স্বর সবে অম্বাদী॥

গীত।

ভূপালী—আড়াতেতালা।

তিন সিন্ধু মিলিয়াছে নয়নে তোমার,—প্রিয়ে! ধ্রু।
স্বরাসিন্ধু—বিষসিন্ধু—সুধাসিন্ধু আদি,—
বাড়বানল সঞ্চার॥
তাতে মম আঁখি-তরি, মন—আরোহণ করি,
হ'তেছিল পার।
এমন সময়ে আল্যো পলক-পবন,—
ডুবিল দুই আমার॥
মত্ত করে সুরাধারে,
বিষ বিনাশিতে নারে,
কারণ—সুধার।

আশা,—মন-অনুরোধে বিবিধ বিধান—
করিতেছে বাঁচাবার ॥ ৯৭ ॥

মল্লারী রাগিণীর ধ্যানাদি।

মল্লারী যুবতী সতী অতি রূপবতী।
স্তুতি-নতি-গতি-মতি-রতি পতি প্রতি ॥
চম্পক-বরণী বালা,—চম্পকের ফুলে।—
গাঁথিয়া মোহন-মালা সাজাইলা চুলে ॥
প্রফুল্ল চম্পক ফুলে কৈলা কর্ণ-ফুল।
তাহাতে দুলিছে চম্পকের কলি—দুল ॥
ভুজবন্ধ কঙ্কণাদি—চম্পক-আবলী।
গাঁথিয়া চম্পক-কলি কৈলা চম্পকলি ॥
পীতবস্ত্রা,—চম্পকের ভুষণ ভুষিয়া।
বিচ্ছেদ-কানন মধ্যে আছেন বসিয়া ॥
শোক-বৃক্ষডালে বসি দুঃখ-পিক ডাকে।
উহু শব্দে—কুহুধ্বনি বোধ হৈল তাঁকে।
সম্মুখেতে সখীগণ তাহারা—নবীনা।
গাইছে বিরহ-গীত বাজাইয়া বীণা ॥
একে বরষার নিশি,—তাতে ঘোরতরা।
উপস্থিত হৈল প্রায় দ্বিতীয় প্রহরা ॥
নববিরহিণী,—তায় উচ্চাটন মন।
শুনি বিরহের গান করেন রোদন ॥

শুদ্ধ সম্পূরণ বাদী ধৈবত প্রধান।
তাহাতে রিখভ স্বর সম্বাদী বিধান॥
আর পাঁচ স্বর তারা অম্বাদী হইবে।
রিখভ তীয়র ভাবে অগ্রেতে সরিবে॥

গীত।

মল্লারী—আড়াতেতালা।

পাইয়া বিরহ—ছল,—
কেন বাদ সাধিছে, সই! ধ্রু।
পীরিতির উদ্দীপন, ছিল যাহারা—তখন.
এখন তারা দহিছে॥
শশী ক্ষরে খর কর, অনিল—অনলতর,
কুসুম-সুগন্ধ শূল হানিছে।
অলি কহে গুণ—অগুণ, তাহে কোকিল দারুণ,—
কত কুকথা কহিছে॥ ৯৮॥

সখী-উক্ত গীত।

মল্লারী—আড়াতেতালা।

ক্ষীণের গৌরব—ধনি! কোথাও নাহি কখন। ধ্রু।
সদা অগৌরব সার, নিদর্শন শুন তার,—
অনল আর সমীরণ॥

প্রবলানল যখন, দাহন করে কানন,
সখা হয় সমীরণ তখন।
হীনবল সে অনলে, নিরক্ষিয়া দীপ-ছলে,
বিনাশে সেই পবন॥ ৯৯॥

দেশকার রাগিণীর ধ্যানাদি।

দেশকার রাগিণী রূপসী সম্পূরণ।
বিরারী আভায় তাঁর শরীর শোধন॥
মণিময় আভরণ করিলা ভূষণ।
গলায় মুকুতা-হার অতি সুশোভন॥
চন্দন-চর্চ্চিত অঙ্গ উত্তম বসন।
পতিসঙ্গে রস-রঙ্গে চুম্ব-আলিঙ্গন॥
বাদী খরজে ধৈবত সম্বাদী মিলন।
অবশিষ্ট সব স্বরে অন্বাদী লক্ষণ॥
মধ্যম তীয়র ভাবে করিলা গমন॥
প্রভাতের পরে তাঁর গান প্রকরণ॥

গীত।

দেশকার—আড়ততালা।

কে জানিবে জানাজানি,—সুজনে সুজনে। ধ্রু।
সুজনে কুজনে হল্যা, প্রকাশে কুজনে॥

অনাদর অপমান, কুবচন কিবা মান,—
না করিব না কহিব, দু-জনে দু-জনে।
রাখিব দোঁহার মন, করি দোঁহে প্রাণপণ,
উভয়ে পড়্যাছি বাঁধা, উভয়েরি মনে ॥ ১০০ ॥

দ্বিতীয় গীত।

দেশকার—আড়াঠেতালা।

কল্পদ্রুম,—প্রেম-রসের আশ্রম। ধ্রু।
হৃদয়ে আরোপ,—ত্যজি কুল-বিক্রম ॥
কলঙ্ক রাখিয়া কুলে, আলবাল বাঁধি,—মূলে,
সিঞ্চহ সলিল সদা, স্নেহের ক্রম।
যখন যে ফল চাবে, তখনি তাহাই পাবে,
আস্বাদনে ঘুচিবেক, মনের ভ্রম ॥ ১০১ ॥

শারঙ্গ রাগিণীর ধ্যানাদি।

শারঙ্গ রাগিণী কৈলা ওড়োতে প্রবেশ।
পরম সুন্দরী,—কিন্তু যোগিনীর বেশ ॥
হস্তে কণ্ঠে কর্ণে শিরে রুদ্রাক্ষ-ভূষণ।
বিভূতি-ভূষিত অঙ্গে গেরুয়া বসন ॥
বিগলিত জটাজূট বিচ্ছেদ-প্রতাপে।
তাপিত কমল-অঙ্গ বিরহ-সন্তাপে ॥

পাতিয়া কমল-দল,—তাহাতে শয়ন।
তাতে কি মনের অগ্নি হয় নিবারণ ?॥
তীয়র রিখভ বাদী, সম্বাদী পঞ্চম।
অবশেষ তিন স্বরে অন্বাদী নিয়ম॥
গান্ধার ধৈবত দুই বর্জ্জিত আঁকরে।
গানের বিধান,—দিবা অষ্ট দণ্ড পরে॥

গীত।

শারঙ্গ—সওয়ারি।

সকলি বিরূপ,—সখি ! বিচ্ছেদ-কারণ। ধ্রু।
বিরহের আদেশ লয়্যা, শশী আল্যো রবি হয়্যা,
চন্দন হল্যো গরল, করিতে লেপন॥
অগুরু মাক্ষায়্যা দিলে—এ হেন কুসুম-হার,
যেন কণ্টক-প্রায় হৃদে ফুটিছে আমার,
মন্দ মন্দ সমীরণ, করিছে বজ্র ক্ষেপণ,
হয়্যা নীল-বাস—করিছে দংশন॥
ভুষাইয়া দিলে,— সখি ! যত রতন-ভুষণ,
জ্ঞান হয় জ্বালিয়া দিয়াছে দেহে হুতাশন,
কোকিল-ভ্রমর-গানে, বাণ হেন হানে কানে,
এ যন্ত্রণা হ'তে ইবে কুশল মরণ॥ ১০২ ॥

সুরটি রাগিণীর ধ্যানাদি ।

সুরটি রাগিণী যেন পূর্ণচন্দ্র-কলা ।
কিন্তু ইতে নাহিক কলঙ্ক-রূপ মলা ॥
মল্লার রূপের আভা রসান-স্বরূপে ।
মার্জ্জন করিলা অঙ্গ সম্পূরণ রূপে ॥
নানা অলঙ্কার আর দিব্য বস্ত্র পরি ।
অভিসার করিলেন,—সঙ্গে সহচরী ॥
দ্বিতীয় প্রহর গত, ঘোরতরা নিশি।
গান-বাদ্য-কৌতুক-বিধানে গেল নিশি ॥
নিখাদ বাদীতে শুদ্ধ মধ্যম সম্বাদী ।
রিখভ প্রভৃতি সব সুরেরা অম্বাদী ॥
রিখভ তীয়র পরে নিখাদে কোমল ।
অতি শুদ্ধাচারী আর সুরেরা সকল ॥

গীত ।

সুরটি—ধাম্মার ।

আর কত দূর আছে নিকুঞ্জ কানন,—সই ! । ধ্রু ।
কত ক্ষণে মাধবের পাব শ্রীচরণ ॥
মনোবাঞ্ছা সঙ্গ পায়্যা,আগে তো সে গেল ধায়্যা,
পথ-পানে চায়্যা চায়্যা,—কাতর নয়ন ॥ ১০৩ ॥

দ্বিতীয় গীত।

সুরটি—ধাম্মার।

কুঞ্জবিহারী,—প্যারি! কুঞ্জে বিরাজে গো। ধ্রু।
রবাব তম্বূরা বীণা, মৃদঙ্গাদি বাজে গো॥
সব সখীগণ মেলি, নানা রঙ্গে করে কেলি,
কেহ নাচে কেহ গায়, কেহ তান ভাঁজে গো॥ ১০৪॥

জয়েতশ্রী রাগিণীর ধ্যানাদি।

জয়েতশ্রী রাগিণীর উৎপত্তি-কারণ।
জয়েত, বিভাষ আর শঙ্করাভরণ॥
দশ দিগ প্রকাশিল খাড়ো-কুল-যশে।
গানের বিধান,—চারি প্রহর দিবসে॥
গান্ধার বাদীতে যোগ পঞ্চম সম্বাদী।
অন্য চারি স্বর,—তারা সকলে অম্বাদী॥
রিখভ নাবিল আসি কোমলের ঘরে।
আর পাঁচ স্বর গেল তীয়র উপরে॥

গীত।

জয়েতশ্রী—আড়াতেতালা।

হইলাম না,—শ্যাম! কেন আমি, তোমার স্বরূপ। ধ্রু।
যারে যে ভাবে,—সে হয় তার অনুরূপ॥

নিদর্শন দিব্য মান, নিশি করে শশী ধ্যান,
প্রকাশিয়া নিশিপতি, দেন নিজ রূপ।
বুঝি, তোমার সাধনে, করেছিলাম দ্বিধা মনে,
কিম্বা তুমি অধিনীরে, ভাবিলে বিরূপ॥ ১০৫

---

৮ গৌণ্ড অনুরাগের ধারা।

মেঘের প্রথম পুত্র গৌণ্ড সম্পূরণ।
গোঁড় বলি তাঁহাকে বলেন সর্ব্ব জন॥
দেওগিরী গান্ধারের যোগে জন্ম হয়।
দিবা রাত্রি সর্ব্বক্ষণ গানের সময়॥
মধ্যম সম্বাদী বাদী পঞ্চম প্রসন্ন।
অবশিষ্ট সকলে অন্বাদী ভাবাপন্ন॥
টোড়ী-রাগিণীর স্বর কোমল যেমন।
সাত স্বরে কোমলতা গৌণ্ডের তেমন॥

গীত।

গৌণ্ড—ত্রিয়ট।

করো না রোদন, গমন কালীন। ধ্রু।
কর সুবিধান,—রাধে! যাহাতে পুনঃ হয় দর্শন॥
মৃগচিহ্ন যে মুখে—সে মুখ ফিরাইয়া,
এ সময়ে রহিলে যে বিমুখী হইয়া,
দক্ষিণ দিকেতে আসি বসিয়া, দেখাও চন্দ্রবদন॥ ১০৬

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

করি নাই রোদন,—তোমার গমনে। ধ্রু।
করিয়াছি শুভাচার, তোমার শুনিয়া দূর-গমন॥
নয়ন-যুগল-কুম্ভে সলিল পূরিয়া,
রাখিয়াছি পক্ষ্মণী-পল্লব আরোপিয়া,
বিচ্ছেদ-নিগম-দ্বার তুদিকে কর হে সুদরশন॥ ১০৭॥

গৌণ্ড-মল্লারের ধারা।

গৌণ্ড-মল্লারের জাতি সম্পূরণে থাকে।
সকলে বলেন গোড়-মল্লার তাহাকে॥
গৌণ্ড আর মল্লারের যোগেতে শরীর।
বরষার শেষ রাত্রে গাইবে সুধীর॥
তীয়র রিখভ বাদী সম্বাদী পঞ্চম।
পাঁচ স্বর মিলনেতে অম্বাদী নিয়ম॥
মধ্যম তীয়র আর কোমল প্রকাশ।
বিরচয় শ্রীরাধামোহন সেন-দাস॥

গীত।

গৌণ্ড-মল্লার—একতালা।

বংশীবদনের মনে, উপজে আনন্দ। ধ্রু।
রাধা চন্দ্রাবলী করে, শ্যাম লয়্যা দ্বন্দ্ব॥

কহে শ্রীমতী সুন্দরী, নিতান্ত আমারি হরি,
তা নয় করিবে বুঝি,—দেখি সেই ছন্দ।
কহিছেন চন্দ্রাবলী, হরি আমারি কেবলি,
তুমি কেন পাতিতেছ, বিরোধের ফন্দ ॥ ১০৮ ॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

হরি কহিছেন হাসি, বাড়াইয়া রাগ। ধ্রু।
যদি মোরে ভালবাস, ত্যজ দোঁহে রাগ ॥
শ্রীরাধিকা প্রিয়তমা, চন্দ্রাবলী মনোরমা,
আমি জানি দোঁহে সমা, সমানানুরাগ ॥
কেন কর এ কলহ, দু'জনে সমান লহ,
কামের তনু করি দুই ভাগ ॥ ১০৯ ॥

৮—সিন্ধুরা অনুরাগের ধারা।

সিন্ধুরা—তৃতীয়—মেঘরাগের নন্দন।
লক্ষণ প্রমাণে তাঁর জাতি সম্পূরণ ॥
সুরট মারোয়া হৈতে হইলা সৃজন।
দ্বিতীয় প্রহর রাত্রে গানের কথন ॥

গীত।

সিন্ধুরা—আড়াতেতালা।

কমল কোমল অতি, কেমনে বলিলে। ধ্রু।
সম্ভব হইত যদি, থাকিতে সলিলে॥
কমল নয়ান তব, কটাক্ষ-বাণ উদ্ভব,
সেই শরে আঁখি ভেদি, মনেরে দলিলে।
কুচ কমল-আকৃতি, কিন্তু কঠোর প্রকৃতি,
গুণ-গ্রাহকেরে কেন, এ রূপে ছলিলে॥ ১১০॥

বড়-হংস অনুরাগের ধারা।

মেঘের সন্তান বড়-হংস অনুরাগ।
সম্পূর্ণ কুলেতে তাঁর অতি অনুরাগ॥
শারঙ্গেতে মেঘ, তায় মালশ্রীর ভাগ।
এই তিন মিলনে হইল অঙ্গরাগ॥
পঞ্চম পাইল বাদী রূপের বিভাগ।
সম্বাদী মধ্যম অঙ্গে দিল শুদ্ধ দাগ॥
আর যত স্বর, তারা বাড়াইয়া রাগ।
অন্বাদীকে লয়্যা করে ভাবের সোহাগ॥
রিখভ তীয়র ভাবে নাহিক বিরাগ।
নিখাদ কোমল সঙ্গে করে যোগযাগ॥
যেই ঋতু আসিবেক পরেতে নিদাগ।
সে ঋতুর তৃতীয় প্রহরে গাবে রাগ॥

শ্রীকৃষ্ণ-উক্ত গীত।

বড়-হংস—একতালা।

ইন্দীবরে প্রভাকরে হল্যো এক অঙ্গ। ধ্রু।
আধই নীলবরণ আধই সুরঙ্গ ॥
তব আঁখি-ইন্দীবর, তাহে রক্তিমা—ভাস্কর,
মিলনে বাড়িল রাধে! রাগের তরঙ্গ ॥
যে করিল এ ঘটনা, তার পূরিল কামনা,
লাজে শোকে অচেতন, মম মনোভৃঙ্গ ॥ ১১১ ॥

শঙ্করাভরণের ধারা :

সম্পূরণ কুলোদ্ভব শঙ্করাভরণ।
নিশির তৃতীয় যামে গান-প্রকরণ ॥
শঙ্করাতে মালকোশ,—তাহাতে কেদার।
এ তিনের রূপ-যোগে জন্মিল আকার ॥

গীত।

শঙ্করাভরণ—আড়াতেতালা।

দিবস নহে গো রাধে! এই তো যামিনী। ধ্রু।
কেমনে শশীরে—ভানু, বল বিনোদিনি! ॥
বলি তার নিদর্শন, দেখ কমল-কানন,
অরুণ-বিচ্ছেদে আছে হইয়া মুদিনী ॥

শশধর-দরশনে উল্লাসিতা হয়্যা মনে,
মধূকরে মধু দান, করে কুমুদিনী ॥ ১১২ ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

শঙ্করাভরণ—আড়াতেতালা।

অরুণে কলঙ্ক ইবে, হইল ঘটন। ধ্রু।
চাঁদেতে কলঙ্ক আছে—বিধির সৃজন ॥
প্রেম-রূপ দিনকরে, বিচ্ছেদ-কলঙ্ক ধরে,
লাজে হৃদি-কমলের মলিন বদন।
ভানু হল্যো কলঙ্কিত, দিনে কমল মুদিত,
দুঃখ-কুমুদিনী হাসে এই সে কারণ ॥ ১১৩ ॥

জয়েত অনুরাগের ধারা।

জয়েতে ধৈবত বাদী, খরজ সম্বাদী।
আর যত স্বর, তারা তাবৎ অন্বাদী ॥
পূরিয়া-কল্যাণ দুই যোগে অঙ্গ ধরে।
গাইবেক দিবসে দ্বাদশ দণ্ড পরে ॥

গীত।

জয়েত—আড়াতেতালা।

বংশীধারি আঁখি মুদিল,—তুমি আসিতে। ধ্রু।
কেন বা আইলে হেন,—
অগো রাধে!—দেখিতে—দেখা দিতে ॥

নিতান্ত যে ত্যজিয়াছে, কেন আস্যা তার কাছে,
বরঞ্চ নিরাশা ভাল, এমন আসা হইতে ॥ ১১৪ ॥

শ্রীমতী-উক্ত গীত।

জয়েত—আড়াতেতালা।

শ্যামের কমল-আঁখি তো হবে মুদিত। ধ্রু।
আর কি প্রকাশ থাকে—
অগো সখি! আমি হল্যা উদিত ॥
নাথ আমারে—সজনি! বলিত বিধুবদনী,
সে কথা স্বরূপ বটে, আজ হল্যো বিদিত।
নহে নয়ন কেবল মুদিল অধর-দল,
হৃদি-কমলের ভাব বদনে প্রকাশিত ॥ ১১৫ ॥

সম্পাত অনুরাগের ধারা।

সম্পাত জন্মিল মেঘ রাগের ঔরসে।
বিংশতি দণ্ডের পরে গাইবে দিবসে ॥
শারঙ্গ-মল্লার-যোগে শরীর-ধারণ।
এ লক্ষণ প্রমাণেতে বলি সঙ্কীরণ ॥

গীত।

সম্পাত—আড়াতেতালা।

চঞ্চল হইল অচঞ্চল, তোমারে হেরিয়া। ধ্রু।
চঞ্চলতারে রাখিল ও-রূপে ঘেরিয়া॥
দেখ, এ চঞ্চল আঁখি, রহিল নিমেক রাখি,
পলক-বিচ্ছেদ সনে বিচ্ছেদ করিয়া।
ত্যজিয়া বিচিত্র গতি, তোমাতে রহিল মতি,
দেখাইতে পারি—ভুরু-মাজে বিদারিয়া॥ ১১৬॥

দেশী-টোড়ী অনুরাগিণীর ধারা।

গৌণ্ডের বনিতা দেশী-টোড়ী—সম্পূরণ।
দেশী আর টোড়ী হৈতে হইল জনন॥
মধ্যম বাদী সম্বাদী, পঞ্চম মিলন।
অন্য পাঁচ স্বরে, ঘটে অম্বাদী লক্ষণ॥
অতি শুদ্ধা চারি তার মধ্যম কেবল।
আর ছয় স্বর তারা সকলে কোমল॥
এই অনুরাগিণীর এই মত রীত।
দিবসের নয় দণ্ডে গাইবেন গীত॥

গীত।

দেশী-টোড়ী—সুর ফাক্তা।

বুঝি বিনোদিনী ত্যজিয়াছে জীবন। ধ্রু।
প্রাণহীনা হেরি যেন, ডাকিলে না শুনে কেন,
নাহি মিলে নয়ন ॥
যদি মানিনী হইত, আমা পানে না চাহিত,
বরঞ্চ নাহি করিত আলাপন।
ইহা তো সে ভাব নহে, দেখ সখি! নাহি বহে,—
নাসিকায় পবন ॥ ১১৭ ॥

সখী-উক্ত গীত।

দেশী-টোড়ী—সুরফাক্তা।

তোমার শ্রীমতী ত্যজে নাহি জীবন। ধ্রু।
নাসা-শ্রুতি-অক্ষি তার রুদ্ধ করি তিন দ্বার
করিতেছে সাধন ॥
সুগন্ধি মারুত বহে, ঘ্রাণে বিরহিণী দহে,
অতএব নিশ্বাসের গতি নহে।
কোকিলের কুহু স্বরে আকুল পরাণ করে,
বধির তেকারণ ॥
নয়নেতে যদি চায়, শশীরে দেখিতে পায়,
বিচ্ছেদ-অনল হয় প্রবল তায়

তোমারে ভাবিয়া মনে, লোমাঞ্চিত ক্ষণে ক্ষণে,
ঐ কর লোকন ॥ ১১৮ ॥

নট-মল্লারের ধারা।

নট-মল্লারের জাতি সম্পূরণ মানি।
নট আর মল্লারের যোগে জন্ম জানি ॥
বরষা ঋতুতে গান সর্ব্বদা নিয়ম।
রিখভ বাদী সম্বাদী তীয়র পঞ্চম ॥
আর পাঁচ সুর শুদ্ধ বিধান লইয়া।
সর্ব্ব শেষে রহিলেন অম্বাদী হইয়া ॥

গীত।

নট-মল্লার—আড়াতেতালা।

মলিন হইয়া আজু, হইয়াছ শশি! । ধ্রু।
ও মুখ নিরক্ষি সদা, বিমল সরসী ॥
সরোবর যে নিবাস, তা দেখিতেছি আকাশ,
সখী সব তারা ঘেরি, রহিয়াছে বসি ॥ ১১৯ ॥

গৌরা অনুরাগিণীর ধারা।

গৌরা অনুরাগিণী সালঙ্ক সম্পূরণ।
গৌণ্ডের রূপের আভা শরীরে শোভন ॥

পঞ্চম স্বরেতে বাদী, সম্বাদী ধৈবতে ।
আর পাঁচ স্বর, তারা অম্বাদী তাবতে
রিখভ কোমল পরে গান্ধার মধ্যম ।
ধৈবত নিখাদ চারি তীয়র নিয়ম ॥
শ্রীরাধামোহন সেন কহে রাগ-খণ্ডে ।
গাইবেক দিবসের সপ্তদশ দণ্ডে ॥

আড়ানার ধারা ।

আড়ানার সাত স্বরে কোমল লক্ষণ ।
কানড়া স্বরটে জন্ম, জাতি সম্পূরণ ॥
পঞ্চম সম্বাদী, বাদী খরজ তাহাতে ।
অন্য পাঁচ স্বর মিলি অম্বাদী পশ্চাতে ॥
যামিনীর প্রথম প্রহরে গীত হয় ।
গানের আরব্ধ—নয় দণ্ডের সময় ॥

গীত ।

আড়ানা—ঝাঁপতাল ।

শুনাল্যা কি সই !—
আসিবে না আর ব্রজে শ্রীনন্দনন্দন । ধ্রু ।
চাতকিনী ধ্যায় ঘন, বিনা মেঘে হুতাশন,
হল্যো বরিষণ ॥

ধরণী-শয্যা উপরে করিয়া শয়ন,
বিরহ-নিদ্রায়ে আমি ছিলাম অচেতন,
তোমার বচন-নাগে আমার শ্রবণ-ভাগে,
করিল দংশন।
প্রাণ-বিহঙ্গ এখন থাকিবে কোথায়,
এক আশা-তরু ছিল বিচ্ছেদ-ধরায়,
বাক্যের নিদাঘ-দাপে নিরাশা-তপন-তাপে
হইল দাহন॥ ১২০॥

সামন্তের ধারা।

যার নাম সায়ন্ত, সামন্ত নাম তারি।
নাগধন শারঙ্গ রূপের সহকারী॥
নিখাদের উপরেতে বাদীর প্রভাব।
তীয়র মধ্যম ধরে সম্বাদীর ভাব॥
কেবল নিখাদ স্বর কোমল করিবে।
অবশিষ্ট সব স্বর অন্বাদী হইবে॥
পঞ্চ স্বর প্রমাণত ওড়োতে বিধান।
দিবা দুই প্রহরান্তে করিবেন গান॥

গীত।

সামন্ত—আড়াতেতালা।

কারে বল রজনী—সজনি লো!—ও যে কাল-ফণি। ধ্রু
বিরহিণী গ্রাসিতে আসিতেছে,—গ্রাসি দিনমণি॥
হেরি অতি দীপ্তিমান, করিছ যা শশিজ্ঞান,
তা জানিও নিতান্ত গগনেতে—রাখিয়াছে মণি॥ ১২১॥

ছায়া অনুরাগিণীর ধারা।

হামির-শুদ্ধনটেতে জনমিল ছায়া।
সম্পূরণ-কুলোদ্ভবা জয়েতের জায়া॥
বাদী পঞ্চম, সম্বাদী রিখভ তীয়র।
আর পাঁচ স্বরের অম্বাদী তাবে ভর॥
দিবসের দ্বিতীয় প্রহর গত হয়।
সপ্তদশ দণ্ডে বিধি গানের সময়॥

গীত।

ছায়া—রূপক।

পীরিতে এই করিলে, বাধিত এ দুঃখ-ঋণে। ধ্রু।
কত নয়নের নীরে—শ্যাম! শোধ দিব কত দিনে॥
দুঃখিনীরে দুঃখ-ধার,—দিয়া কে পায়্যাছে আর,
কি আশ্বাসে এ বিশ্বাস, হইল সুখ-বিহীনে॥ ১২২॥

নাগধন অনুরাগিণীর ধারা।

সম্পতের জায়া—নাগধন সম্পূরণ।
দিবসে দ্বিতীয় যামে গান-প্রকরণ॥
সুহতে কেদারা—তায় গৌড়ের মিলন।
রাগাদির ধ্যান-ধারা হৈল সমাপন॥

গীত।

নাগধন—তেতালা।

মান-ঘন বরিষণ করে। ধ্রু।
বিনা বজ্রে বজ্রাঘাত মাধব উপরে॥
অধর কম্পিত ছলা, প্রকাশ পায় চপলা,
নাসা-গরজন শুনি পরাণ শিহরে।
গলিত অঞ্জন-ধার, হয়্যা করি করাকার,
তুলিছে সলিল পশি, নাভি-সরোবরে॥ ১২৩॥

ঠাটের বিবরণ।

রাগাদির ঠাটের শুনহ বিবরণ।
ঠাট মতে বীণ যন্ত্রে বাজে রাগগণ॥
যেই যেই রাগ বাজে ঠাটে যার যার।
বিশেষ করিয়া বলি কিঞ্চিৎ তাহার॥

উভয়ের এক হয় তীয়রে কোমলে।
সম স্বর উল্লেখ—তাহারে ঠাট বলে॥
পাঁচ রাগ বাজে কল্যাণের ঠাট মত।
রাজধানী কল্যাণ-বরারী ঐরাবত॥
কোকিল কল্যাণ-নট এই পঞ্চমতে।
পঞ্চদশ রাগ বাজে ঠাট গৌরীমতে॥
পূরবী জয়েতগৌরী অর্জ্জুন বাহারী।
ফুলমতি [illegible]ন্দরাম লালত কুমারী॥
রেওয়া রাসা ত্রিয়ণ মল্লারী আসায়রী।
তৎপরে জানিবে মালগৌর স্বরদরী॥
শঙ্করাভরণ ঠাটে বাজে পাঁচ রাগ।
কঙ্গন শঙ্করানন্দ ছায়ানট ভাগ।
বড়-হংস পরেতে সালঙ্গনট সাজে।
টোড়ীঠাটে একমাত্র ছায়া-টোড়ী বাজে॥
নুটঠাট মতাবলম্বিত তস্য পর।
দুই রাগ কেবল মুকুন্দচক্রধর॥
মালোয়া ঠাটেতে চারি—প্রথমে গুজরী
পটমঞ্জরী দীপক দক্ষিণ গুজরী॥
কেবল কেদারনট ঠাট কেদারায়।
মনোহর একাকী ভৈরব ঠাটে যায়॥
শ্রীরাগের ঠাটে মঞ্জুঘোষা এ স্বরট।
বরারীর ঠাটে বাজিবে বরারীনট॥

কামোদীর ঠাটে গোপী কামোদীনা ঘাটে।
বাজয়ে আভীরনট আভীরীর ঠাটে॥
ভৈরবীর ঠাটে বাজে আনন্দ-ভৈরবী।
সিন্ধোরাতে সুবিদিত এ ঠাট মালবী॥
মালকোশ অঙ্গে গৌড় ঠাটের উদয়।
কতেক কহিব—ঠাটা-সংখ্যা নাহি হয়॥

অবর্জ্জিত সুরের সঙ্কেত।

খাড়ো ওড়ো দুয়েতে জানিবে নির্দ্ধারিত॥
রাগ অঙ্গে নহিবেক খরজ বর্জ্জিত।
দুই কুলে যে যে সুর হইবে বর্জ্জিত॥
নাদ-পুরাণের মতে আছে বিস্তারিত।
বিশেষত ওড়ো বংশে এমতি বুঝিবে।
অষ্টমত যুগ্ম সুর বর্জ্জিত নহিবে॥
প্রথম মতের যুগ্ম রিখভ গান্ধার।
ওড়ো রাগে বর্জ্জিত না হবে দোঁহাকার॥
দ্বিতীয় মতের যুগ্ম রিখভ মধ্যম।
এ দুয়ের প্রতি নাহি বর্জ্জিত নিয়ম॥
তৃতীয় মতের যুগ্ম গান্ধার পঞ্চম।
এই দুই সুরেতে বর্জ্জিত অনিয়ম॥
চতুর্থ মতের যুগ্ম গান্ধার মধ্যম।
এ দুয়েতে নাহি বর্জ্জিতের সমাগম॥

পঞ্চম মতের যুগ্ম মধ্যম পঞ্চম।
অভাব এ দুই স্বরে বর্জ্জিতের ক্রম।
ষষ্ঠ মতে এই যুগ্ম মধ্যম ধৈবত।
দুই স্বর নহে বর্জ্জিতের অনুগত॥
সপ্তম মতের যুগ্ম পঞ্চম ধৈবত।
এই দুই স্বর পক্ষে বর্জ্জিত বিরত॥
অষ্টম মতের যুগ্ম ধৈবত নিখাদ।
এই দুই নাহি শুনে বর্জ্জিত-সংবাদ

ধুন্-বিবরণ।

যেমন পূর্ব্বেতে দেশী রাগ সৃষ্টি কৈল
ইদানিতে ধুন্ নামে কতগুলি হৈল॥
রূপে রূপ মিশাইলে, রাগাকার হয়।
লাবণ্য-মিশ্রিত করি ধুন্ নাম কয়॥
ধুনের প্রকার চারি শুন গুণধাম।
ধুন্‌পিলু জংলামাজ্ তার চারি নাম॥
যেমন ঝিজটীলুম—এ আলহাইয়া।
আলহাইয়াকে সবে বলে আলাইয়া॥
এই মত বুঝিবেন ধুনের প্রকার।
পারসীক রাগ সে—আহং নাম যার॥

হস্তাধ্যায়।

বাদ্যের অধীন গীত, করি নিবেদন।
অতএব করিব বাদ্যের নিরূপণ॥
বাদ্য সম্বন্ধীয় প্রকারের যন্ত্র যত।
চারি সংজ্ঞা মধ্যে তাহা সংগ্রহ তাবত॥
আনদ্ধ শুষির ঘন তত—চারি মত।
বিশেষ নামের ধারা কহিব যেমত॥
যে সকল যন্ত্র চর্ম্মঘটিত জানিবে।
আনদ্ধ বলিয়া সেই যন্ত্রাদি মানিবে॥
যেমন দুন্দুভী ভেরী মর্দ্দল করট।
ডমুরু মৃদঙ্গ আর ঢক্কা রুজ্জ ঘট॥
উক্লী ত্রিবলী পরে পটহ নিস্‌সান।
উক্করী তুম্বুকী আদি তাহার বিধান॥
শুষিরের মধ্যে বংশী কাহলাদি করি।
বংশী ভেদে জানিবে মুরলী—মধুকরী॥
কাহলার বিশেষ করহ অবধান।
রণ-শিঙ্গা শঙ্খ বেণু তোরঙ্গ বিশান॥
ঘনবাদ্য মন্দিরা কাংস্য তাল ঘণ্টা।
কন্নাশুক্তি পদদায় আর জয়ঘণ্টা॥
তত বাদ্য—বীণাগত কিম্বা তন্ত্রিগত
বিশেষ করিয়া বলি, তার যেই মত

বীণা নামে যেই যন্ত্র, শুন ধারা তার।
শ্রুতিবীণা স্বরবীণা—এ দুই প্রকার॥
শ্রুতিবীণা যেই, তাতে দুই প্রকরণ।
এক-তুম্বী দুই-তুম্বী—এমতি গঠন॥
এক-তুম্বী যেই, তার আলাপিনী নাম।
দ্বিতীয়তে দুই-তুম্বী বীণা কহিলাম॥
স্বরবীণা বলিয়া যাহার পরিচয়।
তার মধ্যে তিন ধারা করিলা নির্ণয়॥
প্রথমত এক-তন্ত্রী বীণা সুবিখ্যাত।
দ্বিতীয়া দ্বি-তন্ত্রী বীণা তাহার পশ্চাত॥
তৃতীয়তে সপ্ততন্ত্রী বীণার প্রকার।
পরিবাদিনী বলিয়া নাম হৈল তার॥
এক-তুম্বী আলাপিনী যেই বীণা হয়।
তম্বুরা বলিয়া তারে গায়কেরা কয়॥
এই চতুর্ব্বিধ বাদ্য-যন্ত্র কহিলাম।
চলিত প্রকারে পুনঃ বিরচিব নাম॥
তত বিতত শুষির ঘন—চারি মতে।
বিশেষ বলিব পরে শুন গুণপতে॥
তার খাল ফুক তাল—চারি প্রকরণ।
সাড়ে তিন বাদ্য তাতে করিলা গণন॥
তত সে তারের যন্ত্র—যেমন বোতারা।
তম্বুরা রবাব বীণ সারিঙ্গী সেতারা॥

বিতত—খালের যন্ত্র যেমন মাদল।
পাখোয়াজ দারা ডম্ফ ঢোলক তবল॥
ফুকেতে শুষির বাদ্য যেমন বাঁশরী।
সরণাই করণাই মোচঙ্গ নফরি॥
ঘনবাদ্য মন্দিরা কাংস্য করতাল।
নূপুর ঘুঙ্গুর ঘণ্টা আর খটতাল॥
যে সব বাদ্যের স্থর না হয় মিলন।
অর্দ্ধবাদ্য তাহাকে বলেন গুণিগণ॥

রাগ-ব্রহ্মের স্তব।

রাগ ব্রহ্ম,—গান-দ্বারে তাঁহার ভজন।
গান হৈতে মুক্তি হয় বেদের লিখন॥
রাগ ভব-ভঞ্জক, কহেন মুনিগণ।
অথচ মনোরঞ্জক সর্ব্ব-সাধারণ॥
এমন যে রাগ—ভজনীয় পরাৎপর।
আমি অবিজ্ঞান অবিদ্বান মূঢ় নর॥
দেবতার বর্ণনার আমি কিবা জানি।
কবিতার রচনার সেই রূপ মানি॥
গুরু লঘু স্থানে বিপরীত রচিয়াছি।
নানা মতে শত শত ক্ষুণ্ণ কহিয়াছি॥
কোটি কোটি অপরাধ হইয়াছে তাতে।
অতএব পরিহার মানি যোড় হাতে।

ঔড়ব খাড়ব তস্য পরে সম্পূরণ।
এই তিন কুলেতে করিয়া সম্বোধন॥
নামোল্লেখে স্তুতি করি এ ত্রিংশৎ বর্ণে।
হে রাগরূপি দেবতা!—স্থান দিবে কর্ণে॥
সেই সব বর্ণ-যোগে আছে যে যে নাম।
সেই সব নামে নাম-মালা রচিলাম॥
অর্জ্জুন অজয় পাল হে অনুপরূপ।
অন্দাহি অগৌরা অষ্টি অজপা স্বরূপ॥
আনন্দভৈরব দেবি আন্দোলি আশিনি।
আনন্দভৈরবি মাতা! স্বর-নিবাসিনী॥
আভীরি আভীরনট মাতা আসাবরি।
আড়ানা আনন্দ,—কৃপা কর কৃপা করি॥
ইমন-কল্যাণ দেবি! ইমন-কেদারা।
ইমন উত্রা গুর্জ্জরি অনুরাগ-দারা॥
ঐরাবত কোকব কালাংড়া কোলাহল।
কল্যাণ কদম্বনাথ কলিঙ্গ কমল॥
কাবেরি কানড় নট কুসুম কেদারি।
কল্পতরু কলহংস কানড়া-কুমারি॥
কলায়ের কুম্ভ করণাটক কামোদ।
কল্যাণ-বরারি কাফি কল্যাণ-বিনোদ॥
কামোদি কামোদ-নট কমলি কুন্তল।
কবকি কেদার-নট কোকিল কুশল॥

কোশক কানর-গৌর কামোদ-কল্যাণ।
কুরঙ্গ কল্যাণ-নট কেদার-কল্যাণ॥
কঙ্গন কেদারা কুলকল্প কলন্দর।
করণাট-গৌর খট খাম্বাজ খোখর॥
খাম্বায়তি খর তাপ গদাই গান্ধার॥
গ্রদবি গোপী কামোদি, হে গৌড়-মল্লার॥
গাম্ভাদতি গৌর-নট হে গুণসাগর।
গম্ভীর গান্ধার-নট,—গৌরী গজধর॥
গৌড় গৌড়-শারঙ্গ গেরবি গৌড় সারি।
গমকি গৌর-শারঙ্গ গন্ধর্ব্ব গান্ধারি॥
গোপালি গান্ধার-গৌর গৌর গুণকরি।
গাম্ভার গাম্ভারি গৌরা গন্ধর্ব্বা গুর্জ্জরি॥
গৌরশ্রী গারা গৌড়-গিরি চিত্রি চোরাষ্টক।
চন্দ্রবিম্ব চক্রধর চন্দ্রক চম্পক॥
ছিল-নট ছায়া-নট ছায়া টোড়ি-ছায়া।
জালন্দর জয়েতশ্রী মেঘরাগ-জায়া॥
জয়েত-কল্যাণ জয়েতি জয়জয়ন্তি।
জয়েত জয়েত-গৌরী জয়তি জয়ন্তি॥
টঙ্কটোড়ি ঠুংরি ঢোল তিলক তিলকি।
তরুণি-তারক টোড়ি ত্রিবেণি তীর্থকি॥
তারক-হিন্দোল তিলক-কামোদ তীর্থা।
তৈলঙ্গি দীপক দুর্গা দেশি দেবতীর্থা॥

দেশ দেশকার দেবসাক দেবয়তি।
দেশি টোড়ি দক্ষিণ গুর্জ্জরি দেবাদতি॥
দেবগিরি দেশাক দেবারি দেশকলি।
দেবগান্ধার দেবালি দেবি দেবকলি॥
দেশ-বরারি দেওয়ালি ধনাশ্রী ধামকি।
ধলশ্রী ধ্যান-জয়েতি নোলহা নায়কি॥
নারায়ণি নাদ রামকর নিরঞ্জন।
নারায়ণ গৌরনন্দ নট্টনারায়ণ॥
নটমল্লার নাগ বরারি নাগধন।
নট নট পলাশি নেহার নারায়ণ॥
নটমঞ্জরি নাটিকা নটগৌর প্রাণ।
পাহাড়ি পুরিয়া টোড়ি—পাপে কর ত্রাণ॥
পুরিয়া পুরিয়া-আসাবরি পারাবতি।
প্রসীদ পরদীপকি পাতকীর প্রতি॥
পটমঞ্জরি পুরবি পরজ পঞ্চম।
পুরিয়া-কানড়া পরধন পরশম॥
পুরিয়া-ধনাশ্রী দেবি পিনাক বরারি।
পুরিয়া-শারঙ্গ মাতা প্রতাপ-বরারি॥
পরবল পাথার পলাশ পারাবতি।
ফুলি ফলগুর্জ্জরি হের গো ফুলমতি॥
বিবাগ বরারি বেলাবল বেলাবলি।
বিয়োগ-বরারি বরারেকা বাহাকলি॥

বঙ্গালিবঙ্ক বিনোদ বিনোদ-বরারি।
বড়হংস বড়হংসি বাহার বাহারি॥
বলনেহ বাহাদুরি বেহাগ বরারি।
বিভাস বরারি নট বিখারা বিরারি॥
বেহাগরা বরাসাল বসন্ত বসন্তি।
বহুলা বহুলি দেবি বিরামা বাসন্তি॥
বিরাটি বিলন্ত হের বিজয় বিজয়া।
বাগেশ্রী বারোয়া কর অকিঞ্চনে দয়া॥
ভৈরব ভৈরবী ভাখা ভরষ্টি ভারকা।
ভূপালি ভকার বিন্দ ভ্রমর ভাদকা॥
ভরবষ্ঠ ভেটিয়াল প্রসীদ ভাখারি।
ভীমপলাশি মাড়য়া মাল্লার মল্লারি॥
মালকোশ মেঘনাদ মুকুন্দ মালোয়া।
মঙ্গল গুর্জ্জরি মুদ্রা মালশ্রী-মারোয়া॥
মালিনি মধ্যমা মনোহরা মনোহর।
মধমাধ মনধ্যান মঙ্গল মকর॥
মল-বোধি বরারি মন্দ্রক মালাদতি।
মঙ্গলা মঙ্গলাষ্টক মালু মালাবতি॥
মলরোহা মারু মালগুর্জ্জরী মালবি।
মূলতানি মাঘায়রি মেওয়াড় মিরবি॥
মঞ্জুঘোষা মালগৌর মল্লার কানড়া।
মাজ মেঘ মাধব মলরোহা কানড়া॥

যোগিয়া যতি রিখভ হংস রত্নাবলি।
রহংস মঙ্গলা রেবা রাম রামকলি॥
রহমাশ্রী রম্ভেলি রূপশ্রী রক্তহংস।
রাজনারায়ণ-নট রস্তা রাজহংস॥
রাজধানি রুদ্রাণি লীলাশ্রী লীলাবতি।
লোখাস লহিল ললিত লত্রলাবতি॥
ললিত-গৌরি লয়লাবতি লঙ্গধন।
ললিত-পঞ্চম শ্যামরাল শঙ্করণ॥
শুদ্ধ শুদ্ধকল্যাণ শঙ্কোচি শ্রীরমণ।
শ্রীসমোধ শুদ্ধনাথ শঙ্করাভরণ॥
শ্যাম শ্যাম-পুরবি শরদ শুদ্ধনট।
শঙ্কর শঙ্করা শারঙ্গ শারঙ্গনট॥
শশরেখা শ্যামকল্যাণ শ্যাম-বরারি।
শ্রীরাগ শঙ্করানন্দ হে শুদ্ধবরারি॥
শোহিনি শোহানা শোহা সিদ্ধা সরস্বতি।
সোরঠ সোরঠি সুঘরাই সম্ভাবতি॥
সিন্ধোরা সিন্ধোরি সালঙ্গ সালঙ্গনট।
সামন্ত-কামোদ স্তম্ভ সুরটি সুরট॥
সিন্ধোর সাহানা সুরাষ্টক সৌদামিনি।
সুরেবা সুকেত সুহ কালাংড়া কামিনি॥
সামন্ত সম্পত সুরসতি সুরদরি।
সিদ্ধ মল্লারি সিন্ধুবি ভৈরব-সুন্দরি॥

হামির হামির-নট হামির-কল্যাণ।
হামি রিহরখ হেরি হর অকল্যাণ॥
হিন্দোল হিমাল হংস হরসঙ্গা হাসে।
ক্ষম ক্ষম,—কল্যাণ!—ক্ষম গো সেনি-দাসে॥

তালাধ্যায়।

হর-গৌরী নৃত্য হৈতে সৃষ্টি হৈল তাল।
তালের কারণ দুই—ক্রিয়া আর কাল॥
হরের নৃত্যের নাম তাণ্ডব প্রকাশ।
পার্ব্বতীর যেই নৃত্য,—তার নাম লাস॥
অর্থাৎ তাণ্ডব নাম নরের নটনে।
লাস নাম নিরূপণ নারীর নর্ত্তনে॥
অতএব শিব-শক্তি-নৃত্য অভিরাম।
আদ্য আদ্য বর্ণযোগে হৈল তালা নাম॥
সে তালের অন্ত নাই,—অনন্ত কহিলা।
ব্যবহার-হেতু সংখ্যা দ্বাদশ করিলা॥
দেবতা কিন্নর নর পশু পক্ষিগণ।
তাল বিনা কারো কর্ম্ম না হয় সাধন॥
কি খগোলে, কি ভুগোলে, কিম্বা রসাতলে।
তালের দ্বারাতে ক্রিয়া করেন সকলে॥
দিবা নিশি গমনাগমনে কাল যায়।
কালের উপরে ক্রিয়া—তাল বলি তায়॥

বিরাম যাহার নাম,—তারি নাম কাল।
তাহাতে করিলে কর্ম্ম সেই হয় তাল॥
তালের শরীরে দশ অবস্থা প্রবলা।
কাল মার্গ ক্রিয়া অঙ্গ গিরা জাত কলা॥
লয় জিত প্রশ্ন,—ইতো মধ্যে একে আর
মার্গকে মারগ বলে, প্রশ্নকে প্রস্তার॥
শ্রীরাধামোহন সেন কহিছে প্রথম।
বিবরণ পূর্ব্বকেতে কালের নিয়ম॥

কাল-নির্ণয়।

অষ্ট ক্ষণে এক লব গণন।
লও বলে তারে গায়কগণ॥
অষ্ট লবে এক কাষ্ঠা জানায়।
গায়কেরা বলে কাষ্ঠকা তায়॥
অষ্ট কাষ্ঠা এক নিমেষ বলা।
অষ্ট নিমেষেতে একই কলা॥
অষ্ট কলা যোগে এক মুহূর্ত্ত।
গায়কেরা তারে বলয়ে তুর্ত্ত॥
দুই মুহূর্ত্তে এক অন হয়।
দুই অনে এক দ্রুত নির্ণয়॥
দুই দ্রুতে এক লঘু বাখানি।
দুই লঘুতে এক গুরু মানি॥

লঘু গুরু এই দুই বচনে।
লঘ্ ঘুরু বলে গায়কগণে॥
তিন লঘু কিম্বা দেড় গুরুতে।
করিলা নিরূপণ এক প্লু্তে॥
লঘু নাম খ্যাত আছে যাহার।
মাত্রা আর এক নাম তাহার॥
চারি বিরামে এক অন হয়।
চারি অনে এক মাত্রা নির্ণয়॥
মাত্রাকে মাত্তারা বলিয়া কয়।
এক মাত্রা সে পঞ্চবর্ণময়॥
দেখহ ক-খ-গ-ঘ-ঙ যেমন।
অথবা ক-ট-ক-ট-ধা তেমন॥
ইতে লেখামতে হয় বিরুদ্ধ।
পারিজাতকের প্রমাণ শুদ্ধ॥
তার মতে অতি সূক্ষ্ম মিলন।
খ-গ-ঘ-ঙ এই চারি যেমন॥
অথবা ট-ক-ট-ধা যোগ দিলে।
এরূপ হইলে লেখায় মিলে॥
বর্ণ বলা, তাতে বুঝাবে গোল।
অতএব তারে বলিল বোল॥
বিরামের চিহ্ন একই বটে।
অন চিহ্ন এক ক্রান্তিতে ঘটে॥

দ্রুত চিহ্ন শূন্য, লঘুতে এক।
গুরু চিহ্ন দ্বি-অঙ্কে হইবেক॥
প্লুত চিহ্ন তৃতীয়াঙ্কে ঘটনা।
কবি সেন-দাস কৈল রচনা॥

বিরাম চিহ্ন	এক বট॥
অন চিহ্ন—	এক ক্রান্তি॥
দ্রুত চিহ্ন ০ শূন্য।	লঘু চিহ্ন ১ এক অঙ্ক॥
গুরু চিহ্ন ২ দুই।	প্লুত চিহ্ন ৩ তিনেতে॥

মার্গ বিবরণ।

দ্বিতীয় মারগ, তার শুনহ নির্ণয়।
আট মাত্রা একত্র করিলে মার্গ হয়॥

ক্রিয়া।

তৃতীয়তে ক্রিয়া—যদি তার অর্থ নাও।
জানিবে নৃত্যের ভাব,—ভাবে বলে ভাও॥

অঙ্গ।

চতুর্থ অবস্থা যেই,—তারে বলে অঙ্গ।
তাহাতে প্রকাশ সপ্ত সংজ্ঞার প্রসঙ্গ॥
বিরাম মুহূর্ত্ত অনদ্রুত লঘু গুরু।
পরে প্লুত—সেইতো প্লুতেরে বলে গুরু॥

মতান্তরে অনদ্রুত লঘু গুরু প্লুত।
বিরাম লঘু-বিরাম এ সপ্ত প্রস্তুত॥

গিরা।

তালের যে পঞ্চম অবস্থা অভিরাম।
গিরা মান বৃদ্ধি সম—তার চারি নাম॥
সেই গিরা হয় চতুর্ব্বিধ ভাব-ধারী।
সম বিষম অতীত অনঘাত—চারি॥
বিষমে বেষম বলে জাবনীক মত।
অনঘাতে বলেন মোখম অনাকত॥
সমের তদন্ত পরে শুন মহাশয়।
চারি প্রকারে বুঝিবে সময়ে বিষয়॥
তাল বোল বাদ্য—তিন এক স্থানে লয়।
কিম্বা মান অতি স্পষ্ট রূপে বোধ হয়॥
অর্থাৎ বাদ্যাদি গান তালেতে ধরিবে।
মানের উপরে সব সমাপ্তি করিবে॥
সমের প্রকারে বুঝিবেন এই রীত।
বিষমের বিষয় সমের বিপরীত॥

বিষম।

এক তালে ধরে গীত না বুঝিয়া কাল।
হয়্যা উঠে আর এক প্রকারের তাল॥

কিম্বা গুণী হয়্যা বিষমেতে গান ধরে।
সে কেবল মার্দ্দঙ্গীরে চাতুরালি করে॥
অথবা এমন রূপ আছে কোনো গান।
হেন বোধ হয়, যেন লোপ পায় মান॥
বিষমের এইতো বিষম বিবরণ।
তস্য পর রচিব অতীত প্রকরণ॥

অতীত।

তালের পূর্ব্বেতে হয় গানের ধরণ।
কিন্তু অতীতেরে বলে বিতালা লক্ষণ॥

অনঘাত।

অতীতের বিপরীত অনঘাত হয়।
আগে তাল, পরে বোল এমতি নির্ণয়॥

জাত।

ষষ্ঠেতে যে জাত, তাতে অষ্ট প্রকরণ।
মৃদঙ্গাদি বাদ্যের বোলের নিরূপণ॥

থা তথা তকথা তকতক তকতকট।
তকটতকট তকতকতকট তকতকতকতক॥

এই সব আদি বোল করিলে রচন।
বুদ্ধিমতে হবে ছক্কা ধরণ পরণ॥
সপ্তমেতে কলা তার শুন বিবরণ।
যেই কাল,—সেই কলা তুল্য প্রকরণ॥

লয়।

অষ্টমেতে লয়, তার এই পরিচয়।
তালের যে পরিমাণ, তারে বলি লয়॥
অথবা তালের মধ্যে যতেক বিরাম।
বিবেচনা মতে বলি, লয় তার নাম॥
অর্থাৎ বিষয় বোধ কর মতিমান।
যেই কাল সেই লয়—একই সমান॥
সেই লয় তিন ক্রম করে লবলম্ব।
একে দ্রুত, দুয়ে মধ্য, তিনেতে বিলম্ব॥
বিলম্বের গায়কেরা বলে বিলম্পত।
পরে শুন পরিমাণ তিনের যেমত॥
দ্রুত হৈতে দেড় গুণ মধ্যমে ধরিবে॥
মধ্য হৈতে দেড় গুণ বিলম্বে করিবে॥
এক তাল দিয়া পরে কতক্ষণ পরে।
দিবেক দ্বিতীয় তাল কালের উপরে॥
তাহারি কারণে এই কৈলা পরিমাণ।
অনায়াসে তালের গতিক হবে জ্ঞান।

জিত।

নবমেতে জিত, তার মধ্যে পঞ্চ অঙ্গ ;
সমা সরিৎ পিপীলিকা গোপুচ্ছ মৃদঙ্গ ॥
এই পঞ্চ মত হয় লয়ের আকার।
পরেতে রচিব তার বিশেষ প্রকার ॥
সমার লক্ষণ আদ্য অন্তে তুল্য লয়।
প্রথমে তাহার দ্রুত, শেষে দ্রুত হয় ॥
সরিৎ শব্দে নদী, তার ভাব বুঝ ধীর।
কূলে অল্প জল, ক্রমে মধ্যেতে গভীর ॥
অর্থাৎ আরম্ভে দ্রুত, শেষে মধ্য হবে।
অথবা আরম্ভে মধ্য, অন্তে দ্রুত রবে।
পিপীলিকা লক্ষণের এই মত বলে।
আদ্যান্তে বিলম্ব, তার দ্রুত মধ্যস্থলে ॥
গোপুচ্ছ লক্ষণ যেই,—তার এই মত।
আদ্যে মধ্য, মধ্যে দ্রুত, অন্তে বিলম্বিত ॥
মৃদঙ্গ লক্ষণে হবে এমতি প্রকার।
আদ্য-অন্তে দ্রুত, আর মধ্যে মধ্য তার ॥

প্রশ্ন।

দশমেতে প্রশ্ন, তাহা বুঝ বিচক্ষণ।
তাতে এই পূর্ব্ব পক্ষ তাল—বিবরণ ॥

কোন্ তালে কত মাত্রা, কোন্ বোল কার।
কোন্ তালে লঘু গুরু আদি কি প্রকার॥
তাহার সিদ্ধান্ত পরে শ্রীরাধামোহন।
যথার্থ বিশেষরূপে করে নিবেদন॥

একতালার লক্ষণ।

একতালা সব তালের মূল।
একেতে সৃজন হয় বিপুল॥
পিণ্ড হয় তার তিন মাত্রাতে।
অর্থাৎ জানিবে লঘু বার্ত্তাতে॥
মাত্রা প্রতি চারি বোল হইবে।
তিন মাত্রাতে দ্বাদশ হইবে॥
তিন লঘু এই তালে বিধান।
শেষের তালেতে আসিবে মান॥

তিন লঘু। ১১১। বোল।—

দাগড়্ধিন্না ধিন্না—দুবার লবে।
বারো বোল তবে গতের হবে॥

অথবা—

ধাং ধিন্না ধি ধিনারে ধিন্না তাতং॥

ধিমাতেতালা।

ধিমা তেতালাকে তৃতীয়া কয়।
তাল পিণ্ড চারি মাত্রাতে হয়॥
তোক ধোরপদ খ্যাল প্রকার।
অনেক ইতে করে ব্যবহার॥
দুই লঘু এক গুরু বিধান।
দ্বিতীয় লঘুতে আসিবে মান॥
গুরুর পরতে বিরাম-কাল।
পরেতে দেখহ যেরূপ তাল॥ ১১২॥
বোল—ধাধিন্ নারে ধিধিনা ধিন্—দুই বার॥

জলদ-তেতালা।

জলদ তেতালা সপ্ত মাত্রায়।
দুই গুরু এক প্লুত লেখায়॥
দ্বিতীয় গুরুতে মান বিধান।
প্লুতের পরেতে বিরাম স্থান॥ ২২৩।

বোল,—

তাতাতা দোদে থেন্ থেন্ তেন্না তিন বার হবে।

তেওরা তাল ॥

তেওরা তালের পিণ্ড অতি অকিঞ্চিৎ।
পৌনে দুই মাত্রা হৈতে অধিক কিঞ্চিৎ ॥
দুই দ্রুত এক দ্রুত বিরাম বিধান।
দ্রুত বিরামের ঘরে আসিবেক মান ॥ ০০·
ধিধিধা এমত বোল হবে তিনবার।
মতান্তরে দুই মাত্রা যোগে পিণ্ড তার ॥
দুই দ্রুত এক লঘু তাহার প্রমাণ।
লঘুর উপরে মান করিলা বিধান ॥ ০০১ ॥

ঝাঁপতালা।

ঝাঁপতালা পিণ্ড পঞ্চ মাত্রাতে।
কিন্তু লেখা মতে নামিলে তাতে ॥
আদ্য অন্তে গুরু, লঘু সে মাজে।
লঘুর উপরে মান বিরাজে ॥ ২ ১২ ॥
কিন্তু মতান্তরে স্থির বুঝিবে।
আড়াই মাত্রাতে সূক্ষ্ম মিলিবে।
সেই প্রমাণেতে লিখিব বোল।
গ্রন্থের বিধানে বিষম গোল ॥
তৎ ধিধিনা ধিনা ধিনা ॥

অথবা—

ধিধিন্না ধিন্না ধিধিন্না কত্তা ॥

রূপক।

রূপক তালের পিণ্ড তিন মাত্রা বটে।
এক লঘু এক গুরু, পরে কাল ঘটে॥
কালের উপরে মান বুঝিবে সুধীর।
কিন্তু লেখা মতে মাত্রা পক্ষে নাহি স্থির॥ ১ ২॥

বোল,—কটকট তক দোগোন্না।
অথবা,—তৎধিন্‌ধা কেট্‌ ধিন্‌ ধিন্‌তা॥

ধাম্মার

ধাম্মার তালের গতি, একতালা মত।
তালের পিণ্ডের মধ্যে সপ্ত মাত্রা গত॥
দুই গুরু, এক প্লুত, তালের নিয়ম।
প্লুত চিহ্ন অঙ্কের উপরে হবে সম॥
গ্রন্থে আছে যে প্রকার বোলের নির্ণয়।
সে বোল প্রমাণেতে আড়াই মাত্রা হয়॥ ২ ২৩॥

বোল,—

ধেধেধেন্নাধা ধেধেধেন্নাধা।
অথবা,— কতে ত্তেত্তা কধেধ্বেধ্বা।
এ বোল প্রমাণে দুই মাত্রা বোধ হয়।
শ্রীরাধামোহন সেন-দাস বিরচয়॥

আড়া-চৌতালা।

সাত মাত্রা আড়া-চৌতালা কাছে।
কিন্তু লেখামতে ব্যত্যয় আছে॥
দুই গুরু এক লঘুর পরে।
পুনঃ এক গুরু পিণ্ডেতে ধরে॥
লঘুর উপরে আসিবে মান।
পরেতে দেখহ তার বিধান॥ ২২ ১২॥

বোল,—

ধিধিন্না ধিধিন্না দাগড়ধিন্না ধিন্না ধিন্না॥

অথবা,—

ধিধিনা ধিধিনা ধিন্ তক্ ধিন্না ধিন্না কত্তা॥
বিবেচনা করি বোলের দ্বারে।
সাড়ে তিন মাত্রা হইতে পারে॥

বড়-চৌতালা।

ছয় মাত্রা বড় চৌতালে সাজে।
আদ্য অন্তে গুরু দ্বি-লঘু মাজে॥
শেষের গুরুতে আসিবে মান।
পশ্চাৎ দেখহ তার বিধান॥ ২ ১১২॥

বোল,—

ধাধিংত্তা কতিং গদোগন্ ধাধ্বা দিত্তা

অথবা,—

তেত্তেত্তাগে তাগে তেত্তে ত্তাগে ধাগে ॥

সুরফাক্তা।

সুরফাক্তা পিণ্ডে চারি মাত্রা সংখ্যা করে।
এক গুরু দুই লঘু বৃদ্ধি গুরু ঘরে ॥ ২ ১১।
মতান্তরে তিন মাত্রা কৈলা নিরূপণ।
এক গুরু দুই দ্রুত পরেতে যেমন ॥ ২০০ ॥

সওয়ারি।

আমির খোশরো দহলবি সুপণ্ডিত।
সওয়ারি নামেতে তাল তাঁহার সৃজিত ॥
সেই তালে দুই মত শুন মহাযশ।
এক মতে তাল পিণ্ডে মাত্রা একাদশ ॥
দুই প্লুত, এক গুরু, পরে এক প্লুত।
লেখার প্রমাণে হয় লেখা অপ্রস্তুত ॥
অন্য মতে যথার্থ লেখায় নাহি ভুল।
প্রথমের মত ত্যাজ্য, এই মত মূল ॥
তাল পিণ্ডে সাত মাত্রা দেখ মহাশয়।
দুই গুরু এক লঘু, পরে গুরু হয় ॥
সমাদরে লঘু পরে মান দিল কোল।
জনমিল তাহাতে অষ্টাবিংশতি বোল ॥

ধেধেন্না ধিন্ কিট্‌ধিন্‌ধিন্ তাতা ধিন্।
তগ্ তগ্ তিন্ তিন্ তগ্ তগ্‌কত॥

ফরোদস্ত।

দ্বিতীয় তালের সৃষ্টি নাম ফরোদস্ত।
তারাণা খেয়াল প্রায় ইহাতে সমস্ত॥
তোক ধোরপদ ইতে অতি অল্প হয়।
তাল পিণ্ডে করিলা নির্ণয় মাত্রা নয়॥
এক প্লুত, তিন লঘু, এক গুরু পরে।
শেষে এক লঘু দিয়া তাল সাঙ্গ করে॥৩ ১১১২ ১।

সমাপ্ত।

একত্রে ৬ ছয় শিশি ফুলেলা লইলে ৫৲ পাঁচ টাকাতেই পাইবেন। ইহার ডাকমাশুলাদি ১৵০ এক টাকা দুই আনা। ছয় শিশির কম লইলে কেহই কমিশন পাইবেন না।

ফুলেলার প্রশংসা-পত্র।

১ম পত্র।

কলিকাতা হাইকোর্টের জজ শ্রীযুক্ত সারদাচরণ মিত্র এম, এ, বি, এল, মহোদয় লিখিতেছেন,—

"আমি ফুলেলা ব্যবহার করিয়াছি। মস্তিষ্ক শীতল রাখার পক্ষে ইহা উৎকৃষ্ট; ইহার সৌরভও অতি মনোহর।"

২য় পত্র।

কলিকাতা ষ্টার-থিয়েটারের সুপ্রসিদ্ধ ম্যানেজার এবং বিবাহ-বিভ্রাট, তরুবালা প্রভৃতির গ্রন্থকার শ্রীযুক্ত অমৃতলাল বসু লিখিয়াছেন,—"আপনাদের এ কোন্ ফুলের ফুলেলা? মন্মথের ফুলধনু হইতে দুই চারিটী পাপড়ি চুরি করিয়া স্নিগ্ধ স্নেহরসে মিশাইয়াছেন কি? নচেৎ সুবাসের কোমলতার মধ্যে এমন মধুর মোহিনী শক্তিটুকু আইল কোথা হইতে? ঘ্রাণে কত হারাণ কথা প্রাণ যেন আবার কুড়াইয়া পায়। গৃহলক্ষ্মীর অলকায় একটু ফুলেলা দিলে বোধ হয়, তাঁহার পায়ে বেশী তৈল দিবার প্রয়োজন হয় না।"

বিজয়া বটিকা।

বিজয়া বটিকা—সর্ব্বরকম জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—ম্যালেরিয়া জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—পালা-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—কম্প-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—মজ্জাগত জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—দোষ-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—ঘুষঘুষে জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—কালা-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—বাত-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—অমাবস্যা-পূর্ণিমা জ্বরের ঔষধ।
বিজয়া বটিকা—দ্বৌকালীন জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—মেহঘটিত জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—ইন্‌ফুলুয়েঞ্জা জ্বরের ঔষধ।
বিজয়া বটিকা—বিষম-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—কাস-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—প্লীহা-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—যকৃৎ-জ্বরের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—পাণ্ডুরোগের মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—কাসি-সর্দ্দির মহৌষধ।
বিজয়া বটিকা—গাত্র-জ্বালার মহৌষধ

বিজয়া বটিকা—হাত-পা-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—চক্ষু-জ্বালার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—সহজে দাস্ত পরিষ্কারের ঔষধ।

বিজয়া বটিকা—গাত্র-বেদনার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—অক্ষুধা রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শুক্রবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—শোথ-রোগের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—বলবৃদ্ধির মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথাধরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—মাথা-ঘোরার মহৌষধ।

বিজয়া বটিকা—জ্বরবিকারের মহৌষধ।

বিজয়া বটিকার মুল্যাদি।

বটিকার সংখ্যা	মুল্য	ডাঃ মাঃ	প্যাকিং	ভিঃপিঃ
১নং কৌটা ১৮	॥৵০	।০	৵০	⁄০
২নং কৌটা ৩৬	১৶০	।০	৵০	⁄০
৩নং কৌটা ৫৪	১॥৵০	।০	৶০	⁄০
বিশেষ বৃহৎ—গার্হস্থ্য কৌটা অর্থাৎ				
৪নং কৌটা ১৪৪	৪।০	।০	৶০	⁄০

বিজয়া বটিকার পাইকেরী বিক্রয়।

১নং কৌটা এক ডজন (অর্থাৎ বার কৌটা) লইলে কমিশন এক টাকা; অর্থাৎ সাড়ে ছয় টাকাতেই বার

কৌটা ১নং বিজয়া বটিকা পাইবেন ; ডাঃমাঃ ও প্যাকিং আট আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন দুই আনা।

২নং এক ডজন লইলে, কমিশম দেড় টাকা ; অর্থাৎ বার টাকা বার আনাতেই ২নং বার কৌটা পাইবেন। ডাকমাশুল ও প্যাকিং বার আনা মাত্র। ভিঃ পিঃ কমিশন চারি আনা।

৩ নং এক ডজন লইলে, কমিশন দুই টাকা অর্থাৎ সাড়ে সতর টাকাতেই ৩নং বার কৌটা পাইবেন। ইহার প্যাকিং ও ডাঃমাঃ ১৲ টাকা, ভিঃপিঃ কমিশন ।০ আনা।

বার কৌটার কম লইলে, এমন কি এগার কৌটা লইলেও কেহ কমিশন পাইবেন না।

বিজয়া বটিকা এবং কুইনাইন।

কুইনাইন সেবনে যে জ্বর যায় না। বিজয়া বটিকায় তাহা সহজে আরাম হয়। দশ পনর দিন অন্তর পুনঃপুনঃ জ্বররোগে যিনি কষ্ট পাইতেছেন বিজয়া বটিকা তাঁহার জ্বররোগে ব্রহ্মাস্ত্র-স্বরূপ।

বিজয়া বটিকার নিকট কুইনাইন চিরপরাজিত। বিজয়া বটিকার প্রাদুর্ভাবে অনেক গ্রাম ও নগরে কুই-নাইনের প্রভুত্ব কমিয়া আসিতেছে। বিজয়া বটিকার এই গুণে অনেকেই মোহিত।

৭৯ নং হারিসন রোড, কলিকাতা।

